উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

২৬ ভাদ্র ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 12 September 2025 Friday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 116

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী
শ্রী নরেন্দ্র মোদী

Hero

আমরা আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয় এবং ভারত সরকারকে তাঁদের এই দূরদর্শী GST সংস্কারের জন্য, যা এই মুহূর্তটিতে সারা দেশজুড়ে উৎসবের আনন্দপ্লাবন এনেছে, সানন্দে ধন্যবাদ জানাচ্ছি!

এই উৎসবের মরশুমে,আরও কমে আপনার প্রিয় হিরো টু-হুইলার-এ চড়ে বাড়ি আসুন, যেখানে GST সুবিধালাভের 100% সরাসরি আপনার অনুকূলে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই নবরাত্রির দিন থেকে ডেলিভারি শুরু হবে!

কম দামে পান উৎসবের বাড়তি আনন্দ।

সারণিঃ	GST-সুবিধালাভের সীমা*
HF Deluxe	₹ 5 800
Passion+	₹ 6 400
Splendor+	₹ 6 800
Destini 125	₹ 7 400
Glamour X	₹ 7 800
Xpulse 210	₹ 14 500

আজই আপনার হিরো বুক করুন !

*ON EX-SHOWROOM KOLKATA

WORLD'S NO.1 24 YEARS IN A ROW

INDIA'S FIRST 5 YEAR WARRANTY *Conditions apply

CALL TOLL-FREE
1800 266 0018

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj - Phase -II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or visit us on www.HeroMotoCorp.com. **Highest sales for any 2 Wheeler Corporate Entity in the world for Calendar Year 2024 - Data source: DNA Consult & Advisory's report Assessment of Global Two Wheelers Market (CY24). For all Corporate and Bulk Enquiries, Please email us on institutionalsales@heromotocorp.com. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. Offer amount & combination of offers may vary as per model. Offers are valid in select states for a limited period or till stock lasts. For more details, please visit your nearest authorized Hero outlet. Terms & Conditions apply.

Authorized Dealers: Islampur: Bharat Hero, Ph: 9289923202, Cooch Behar: Sandeep Hero, Ph: 9289922698, Malda: Durga Hero, Ph: 9289922188, Prince Hero, Ph: 9289923123, Jalpaiguri: Anand Hero, Ph: 9289923031, Raiganj: Shankar Hero, Ph: 9289922594, , Siliguri: Beekay Hero, Ph: 9289923102, Darjeeling Hero, Ph: 9289922427, Balurghat: Mahesh Hero, Ph: 9289922904, Alipurduar: Dutta Hero, Associate Dealers: Jalpaiguri: Pratik Automobiles-7063520686, Dinhata: Jogomaya Auto Works-9851244490, Dhupguri: Bharat Automobiles-7029599132, Gangarampur:Gupta Auto Centre-9733726677, Gazole: Mira Auto Centre-9593159789, Mathabhanga: Jogomaya Auto Works-6297782171,Kaliachak: A K Wheels-9733079141, Itahar:Deep Auto Centre-9800630306, Dalkhola: A S Motors-7908477285, Goagaon: Mabudh Automobiles-9896216422

SAATCHI & SAATCHI

সবুজ বিপ্লবের লক্ষ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের

উত্তরের কৃষিবাণীতে চাষে মুশকিল আসান

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১১ সেপ্টেম্বর : কৃষকদের সুবিধার্থে এবার 'উত্তরের কৃষিবাণী' নামে রেডিও অ্যাপ চালু করছে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিকরণের যৌথ উদ্যোগে অ্যাপটি তৈরি হচ্ছে। রেডিও অ্যাপটি চালু হলে উত্তরের আটটি জেলার কৃষকরা নিজেদের ভাষায় কৃষি সম্পর্কে সম্যক ধারণা যেমন পাবেন তেমনই চাষবাদ, ফসলের রোগবালাই সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য, বাজারদর, সরকারি সহায়তা, কৃষির পদ্ধতিগত পরামর্শও পাবেন। মিলবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সহ বিভিন্ন বিষয়। স্মার্টফোন ব্যবহার করে কৃষিকে আরও সহজ করে তুলতেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগ। অ্যাপ তৈরির প্রক্রিয়া বর্তমানে শেষপর্যায়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবব্রত বসু বলেন, 'কৃষি সম্প্রসারণে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা আমরা করেছি। এতে উত্তরের আটটি জেলার কৃষকরা নিজেদের ভাষায় তাঁদের জেলার চাষবাদ সম্পর্কিত বিষয়ে উপযুক্ত তথ্য পাবেন।'

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত মান্না এই অ্যাপটি তৈরি করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষের ছাত্ররাই বিষয়বস্তু নির্বাচন করে তা তৈরি এবং এডিটিংয়ের পর অ্যাপটিতে আপলোড করবেন বলে জানা গিয়েছে। অ্যাপটিতে জেলা অনুযায়ী বিভিন্ন স্লট থাকবে। অ্যাপটি খুলে নিজেদের জেলায় ক্লিক করলেই কোন ধরনের চাষাবাদ সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁরা জানতে চাইছেন, সেই তালিকা চোখের সামনে চলে আসবে। এরপর কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার কিংবা উত্তর দিনাজপুরে বাংলা ভাষায়, দার্জিলিং কিংবা কালিম্পংয়ে নেপালি ভাষায় সেই অডিও শুনতে পাবেন সেখানকার কৃষকরা। এখনও যেহেতু অ্যাপটি তৈরির কাজ শেষ হয়নি, ফলে এমন তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। অ্যাপটি চালু হলে মোবাইলের প্লে স্টোর থেকে তা ডাউনলোড করে কৃষকরা তাঁদের সুবিধামতো অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারবেন। কী থাকবে এই অ্যাপটিতে? সেখানে মূলত চারটি বিভাগ রয়েছে। অ্যাপটিতে প্রবেশ করলে বিষয়বস্তু, সাক্ষাৎকারভিত্তিক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর এবং আবহাওয়া সম্পর্কিত বিষয়ে জানার সুযোগ পাবেন কৃষকরা। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, অ্যাপটি তৈরি হলে সপ্তাহে দু'দিন আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং সতর্কবার্তা সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিকর্তা প্রভাতকুমার পাল বলেন, 'বর্তমান সময়ে কৃষকরাও খুব ব্যস্ত। রেডিওতে এধরনের অনুষ্ঠান হলেও নির্দিষ্ট সময়ে তা না শুনলে পরে আর তা শোনার সুযোগ থাকে না। তাই কৃষকদের সুবিধার্থে এই অ্যাপটি তৈরি করা হচ্ছে। নানান পরামর্শ পেলে ওঁদের জীবন ও জীবিকার আরও উন্নতি হবে বলে আমরা আশাবাদী।'

কু ঝিক ঝিক। শরতের বিকেলে মাদারিহাটের পথে তোর্ষা নদীর উপর। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বোনাস মিলতেই খুশির হাওয়া

নতুন জামা পরে ঠাকুর দেখবেন অসুররা

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১১ সেপ্টেম্বর : একটা সময় ওঁদের দুর্গাপুজোয় অংশগ্রহণ করাই ছিল নিষিদ্ধ। উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে পড়া জনজাতি অসুর সম্প্রদায়ের লোকজন মূলত প্রাচীন সংস্কারের জেরেই এতদিন শারদোৎসব থেকে দূরে থাকতেন। প্রবীণরা বিশ্বাস করতেন, দেবী দুর্গা তাঁদের পূর্বপুরুষ মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। তাই পুজোর চারদিন তাঁরা নিজেদের ঘরবন্দি করে রাখতেন। তবে বর্তমান গবেষণা বলছে, পৌরাণিক অসুরের সঙ্গে ওই অসুর সম্প্রদায়ের কোনও যোগ নেই। আলিপুরদুয়ারের জনজাতি গবেষক প্রমোদনাথ সেকথা স্পষ্ট করেছেন। তাই বর্তমান শিক্ষিত প্রজন্ম মহানন্দে দুর্গাপুজোতে শামিল হচ্ছে। বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে ২০ শতাংশ হারে বোনাস পেয়ে তাঁরা পুজোর জামাকাপড় কিনেছেন।

আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি সহ জলপাইগুড়ি জেলার কয়েকটি চা বাগানে এখন অসুর সম্প্রদায়ের বসবাস। অসুরদের বর্তমান প্রজন্ম বিশ্বাস করে, দুর্গাপুজো একটি সামাজিক উৎসবও। তাই আনন্দের রোশনাইয়ে তাঁরা মেতে ওঠেন। আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়া মাঝেরডাবরি চা বাগানের ষাটোর্ধ্ব বিফাই অসুর একসময় পুজোর চারদিন ঘরবন্দি থাকতেন। তবে এখন শুধু ঘর থেকে বেরোন তাই নয়, বরং প্রতিমা দেখতে মণ্ডপেও যান।

মাঝেরডাবরি ছাড়াও জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা, বানারহাট, মেটেলি সহ বেশ কিছু এলাকায় অসুর সম্প্রদায় বসবাস করে। একসময় সম্প্রদায়ের অনেকের বিশ্বাস ছিল, আর্যরা কখনও অনার্যদের দেবতা হুদুড় দুর্গার সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না। তাই দেবীরূপী দুর্গাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে মহিষাসুরের সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন। সেই থেকেই তাঁরা পুজোর সময় শোকের উৎসব দাসাই পরব পালন করতেন। পুজোয় শামিল না হওয়ার রীতি বহুদিন ধরে [illegible] অসুরও। এবার তিনি বললেন, 'আগে পুজোর চারদিন ঘরে থাকতাম। কিন্তু এখন সময় পালটেছে। তাই পুরোনো সংস্কার ভুলে আমরা দুর্গাপুজোয় শামিল হই।'

তবে জলপাইগুড়ি জেলার যেসব বাগানে এখনও বোনাস হয়নি সেইসব অঞ্চলের অসুর সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে এখন কিছুটা বিষাদের সুর। তাঁদের আশা, বোনাস পেলেই সকলে পুজোর আনন্দে শামিল হবেন। পুজোর আনন্দে মেতে সুরাজ অসুর বলেন, 'বাবা বাগানের বোনাস পাওয়ার পরেই পুজোর জামাকাপড় কিনে দিয়েছে।'

শান্তি থাকুক, বার্তা মমতার

বাগডোগরা, ১১ সেপ্টেম্বর : সবাইকে শান্তি বজায় রাখার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অশান্ত নেপাল। এখনও জ্বলছে কাঠমান্ডু সহ পড়শি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে দু'দিনের উত্তরবঙ্গ সফর শেষে বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশেষ বিমানে বাগডোগরা থেকে কলকাতায় ফিরে গেলেন মমতা। এদিন উত্তরকন্যা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের কাছ থেকে জেনে নেন, এলাকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে। এরপর তিনি বলেন, 'সব ভালো থাক, শান্ত থাক। প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হয়েছে। পুজো প্যান্ডেলগুলোতে ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, কারও যাতে কোনও অসুবিধে না হয়। সবাই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করুন।'

ভারত সরকার, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়

রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি (সিইএন) নং- ০৪/২০২৫

সেকশন কন্ট্রোলারের বিভিন্ন পদে নিয়োগ

নির্দেশিকা বিজ্ঞপ্তি

যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে নিম্নের তালিকাটিতে উল্লেখিত সেকশন কন্ট্রোলারের পদের জন্য আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ :-১৪.১০.২০২৫। আবেদনপত্রগুলি সকলক্ষেত্রে সম্পূর্ণ করতে হবে এবং শুধুমাত্র অনলাইন মাধ্যমে জমা করতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলি

আবেদনপত্র দাখিল করার সূচনার তারিখ : ১৫.০৯.২০২৫

আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সমাপ্তির তারিখ : ১৪.১০.২০২৫ (২৩ : ৫৯ ঘটিকায়)

পদের নাম	সপ্তম সিপিসি অনুসারে বেতনের স্তর	প্রাথমিক বেতন (টাঃ)	চিকিৎসা যোগ্যতা	০১.০১.২০২৬ এর অনুসারে বয়স	সম্ভাব্য শূন্যপদ (আরআরবি)
সেকশন কন্ট্রোলার	৬	৩৫৪০০	এ২	২০-৩৩ বছর	৩৬৮

প্রার্থীদের তাদের প্রাথমিক বিবরণ যাচাইকরণের জন্য আধার ব্যবহার করার জন্য দৃঢ়তার সহিত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কারণ অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার সময়কালে, আধারবিহীন যাচাইকৃত আবেদনপত্রগুলি নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইকরণের ফলে যে অসুবিধা এবং অতিরিক্ত সময় অপচয় হয় তা এড়িয়ে চলার জন্য। সাফল্যের সহিত যাচাইকরণটি সম্পূর্ণ করতে আধার ব্যবহার করুন এবং ওই আধারটিতে থাকা আপনার সম্পূর্ণ নাম এবং জন্মতারিখটি আপডেট হতে হবে আপনার দশম শ্রেণির উত্তীর্ণ পত্রে উপলব্ধ আপনার সম্পূর্ণ নাম এবং জন্মতারিখের সঙ্গে ১০০% মিলের জন্য। অনুরূপভাবে, আধারটিতে আপনার সাম্প্রতিক ছবি এবং সাম্প্রতিক বায়োম্যাট্রিক (আঙুলের ছাপ এবং চোখের মণি) অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার পূর্বে আপডেট করতে হবে।

আবেদনপত্রটি সম্পূর্ণরূপে ইঙ্গিতমূলক প্রকৃতির। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আবেদনকারীদের কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি নং ০৪/২০২৫ (সেকশন কন্ট্রোলার) অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার পূর্বে বিশদভাবে দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয়ভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি নং ০৪/২০২৫- এর বিস্তারিত বিবরণ, কোনও প্রকার সংশোধনী/সংযোজন/উল্লেখিত নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি সময় বিশেষে নিম্নের তালিকাতে উল্লেখিত আরআরবিগুলির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

সিইএন নং- ০৪/২০২৫-এ অংশগ্রহণকারী আরআরবিগুলির ওয়েবসাইট		
আহমেদাবাদ www.rrbahmedabad.gov.in	গুয়াহাটি www.rrbguwahati.gov.in	প্রয়াগরাজ www.rrbald.gov.in
আজমের www.rrbajmer.gov.in	জম্মু শ্রীনগর www.rrbjammu.nic.in	রাঁচি www.rrbranchi.gov.in
ভোপাল www.rrbbhopal.gov.in	কলকাতা www.rrbkolkata.gov.in	সেকেন্দ্রাবাদ www.rrbsecunderabad.gov.in
ভুবনেশ্বর www.rrbbbs.gov.in	মালদা www.rrbmalda.gov.in	শিলিগুড়ি www.rrbsiliguri.gov.in
বিলাসপুর www.rrbbilaspur.gov.in	মুম্বই www.rrbmumbai.gov.in	বেঙ্গালুরু www.rrbbnc.gov.in
চণ্ডীগর www.rrbcdg.gov.in	মুজাফফরপুর ww.rrbmuzaffarpur.gov.in	গোরখপুর www.rrbgkp.gov.in
চেন্নাই www.rrbchennai.gov.in	পাটনা www.rrbpatna.gov.in	তিরুবনন্তপুরম www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

নং. আরআরবি/এমইউএম/০৪-২০২৫ (সেকশন কন্ট্রোলার)/নোডাল/২০২৫
তারিখ : ১২.০৯.২০২৫ 'দালাল, প্রতারক, অবৈধভাবে চাকরি প্রদানের জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন।'

চেয়ারপার্সন
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

NOTICE INVITING QUOTATION

Name of the work : NIQ for Auction of (A) old/condemn 40 nos Battery, scrap materials of old swm vehicles (BOT, FOT), (B) Sale of segregated dry waste under S.W.M. System, Tufanganj Municipality NIQ No. 01/2025-26/Auction/SWM, Date:10.09.2025, Memo No.847, Date:10.09.2025. Start date of dropping tender- 3.00 P.M. on 10.09.2025 to last date of dropping tender 3.00 P.M. on 22.09.2025. Tender opening date 23.09.2025. Details will be available at office Notice Board & web portal http://wbetenders.gov.in

Sd/-
Chairman,
Tufanganj Municipality
Po- Tufanganj, Dist- Cooch Behar

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. No. KMG/EO-ET/06/2025-26, DATED: 02/07/2025(3rd Call)

Last date and time for bid submission- 18/09/2025 at 18.00 hours. For more information please visit: www.wbetenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Kumargram Panchayat Samity
Kumargram :: Alipurduar

Corrigendum Notice of NIT No. 55 of 2025-26 SL No- 1 to 8

Corrigendum Notice of NIT No. **NIT No.DDP/N55 of 2025-26 SL No- 1 to 8** Closing date extended upto 15/09/2025 14.00 Hours. Details of NIT may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad**

MEKLIGANJ MUNICIPALITY
P.O.: MEKLIGANJ,
DIST.: COOCH BEHAR

A walk-in interview for the post Health Officer(Contractual) will be conducted on 23.09.2025(Tuesday) at 12:00 noon in the chamber of the Chairman, Mekliganj Municipality. For details, please visit our website www.mekhliganjmunicipality.org & www.sudawb.org.

**Sd/-
Chairman
Mekliganj Municipality**

ট্রেনের পরীক্ষামূলক স্টপেজ

সংশোধনী

এই সংবাদপত্রে ১১.০৯.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত উপরোক্ত শিরোনামের বিজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে ক্রমাঙ্ক নং-৯-এর বিবরণ নিম্নরূপ পড়তে হবে:

ট্রেন নং ও নাম	স্টেশন	সময়		যে তারিখ থেকে থামবে
		পৌঁ.	ছা.	
১৫০৯৭ ভাগলপুর-জম্মু তাওয়াই অমরনাথ এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর]	ধরহরা	০১.১০	০১.১২	১২.০৯.২০২৫

অন্যান্য সকল বিবরণ অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অ্যাফিডেভিট

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে নাম ভুল থাকায় গত 8/7/2025 তারিখে J.M. 1st Class কোর্ট কালনা পূর্ব বর্ধমান হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Arzu Sarkar এবং Master Arzu Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। আশীষ কুমার সরকার কালনা বর্ধমান। (C/117480)

•

আমি শ্রী Dulal Biswas S/O Abinash Biswas, দক্ষিণ মৌয়ামারি বার্নিশ ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। গত 1.9.25 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট [নং 18249] বলে Dulal Biswas S/O Abinash Biswas ও Dulal Kumar Biswas S/O A. Biswas একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (S/C)

•

আমি মসিরুদ্দিন মণ্ডল, পিতা মৃত দছিরুদ্দিন মণ্ডল, গ্রাম রামপুর কিসমত, পোঃ পতিরাম, থানা- বালুরঘাট (বর্তমানে পতিরাম), জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর। আমার ভোটার কার্ড ও আধার কার্ডে নাম রয়েছে মসিরুদ্দিন মণ্ডল। কিন্তু আমার ছেলে মেহেদি হাসান মণ্ডলের বার্থ সার্টিফিকেটে ভুলবশতঃ আমার নাম লেখা রয়েছে দছিরুদ্দিন মণ্ডল। এমতাবস্থায় গত 26.8.2025 দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার, বালুরঘাট আদালতের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) এর অ্যাফিডেভিট বলে আমার ছেলের বার্থ সার্টিফিকেটে ভুল নাম দছিরুদ্দিন-এর পরিবর্তে আমার প্রকৃত নাম মসিরুদ্দিন মণ্ডল করতে চাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। (C/118235)

•

আমি আন্দ্রিয়াস নার্জিনারী, পিতা মৃত জঙ্গল সিং নার্জিনারী, গ্রামঃ গারোখুটা, পোঃ সান্তালপুর, থানাঃ শামুকতলা, জেলাঃ আলিপুরদুয়ার। আমি গত ১৭/১০/২০১৪ তারিখে গির্জা লাইন, পোঃ চুনিয়া, থানাঃ শামুকতলা, জেলাঃ আলিপুরদুয়ার নিবাসী শ্রী ভিক্টর ওরাও এবং শ্রীমতি আলবিনা ওরাও-এর কন্যা কুমারি মেরি নার্জিনারী-কে আলিপুরদুয়ার কোর্টে নোটারি ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা উভয় সম্মতিতে দত্তক কন্যা হিসেবে গ্রহণ করি। কিন্তু বর্তমানে এই দত্তক কন্যা তার জন্মদাতা পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করায় উভয় পরিবারের সম্মতিতে গত ০৪/০৯/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা পূর্বের দত্তক চুক্তিপত্র বাতিল বলে ঘোষণা করলাম এবং ভবিষ্যতে এই কন্যার উপর আমার/আমার পরিবারের আর কোনও দাবী/অধিকার থাকবে না বলে ঘোষণা করলাম। (C/117080)

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার ID কার্ড নং TSX2034767 ঠিকানা ভুল রয়েছে এবং আধার কার্ড নং 4899 9984 5705 নাম ভুল থাকায় গত 10-09-2025, নোটারী পাবলিক সদর কোচবিহার, প: ব:, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Jamil Miya এবং Jamir Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার ঠিকানা Vill. & P.O. Charaker Kuthi Dewanbosh, P.S. Kotwali, Dist. Cooch Behar, আমার বর্তমান এবং সঠিক ঠিকানা- Vill. & P.O. Tapurhat, P.S. Kotwali, Dist. Cooch Behar রূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। (C/117200)

•

আমি Nabanita Nath Das পিতা Pramode Bhusan Nath আলিপুরদুয়ার নিবাসী গত 26.8.25 তাং Alipur 1st. Class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Nabanita Nath Das ও Nabanita Nath এবং Nabanita Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

•

আমি উকিল চন্দ্র বর্মন, পিতা মৃত গাদলু বর্মন, গ্রাম কেশরীবাড়ি (সিতাই) গত ৯/৯/২০২৫ দিনহাটা ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-এর অ্যাফিডেভিট বলে উকিল বর্মনের পরিবর্তে উকিল চন্দ্র বর্মন হইলাম। (C/118237)

অ্যাফিডেভিট

আমি নির্মল শর্মা, পিতা: রঘুনাথ শর্মা, ঠিকানা: গুরুংবস্তি, দুর্গা নগর কলোনি প্রধান নগর, শিলিগুড়ি, জেলা: দার্জিলিং, পিন কোড 734003, শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক এর অ্যাফিডেভিট দ্বারা নির্মল কুমার শর্মা নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট নং 39AA704763 dated : 10-09-2025. নির্মল শর্মা ও নির্মল কুমার শর্মা একই ব্যক্তি। (C/117975)

•

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত ১১.৯.২৫ তারিখে J.M. 1st ক্লাস কোর্ট জলপাইগুড়িতে অ্যাফিডেভিটের দ্বারা, Satalaxmi Sarkar ও Laxmi Sarkar এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (C/117481)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং AN 01 1992 0008451 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 11.09.2025. নোটারী পাবলিক, কোচবিহারে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Ashit Kumar Pathak এবং A.K. Pathak, S/o, Akhil Bandhu Pathak @ A.B. Pathak এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। চকচকা কলোনী, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/118101)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম Shib Prasad Roy থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে 02/09/25 তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে Shib Prosad Roy হলাম। ফুলবাড়ি, মাশানপাঠ। (S/M)

Corrigendum Notice of NIT No.40 of 2025-26 SL No- 1 to 4, 42 of 2025-26 SL No- 1 to 4, 43 of 2025-26 SL No- 1 to 4, 46 of 2025-26 SL No- 1 to 4 & 49 of 2025-26 SL No- 1 to 4

Corrigendum Notice of NIT No. **NIT No. DDP/N- 40 of 2025-26 SL No- 1 to 4, 42 of 2025-26 SL No- 1 to 4, 43 of 2025-26 SL No- 1 to 4, 46 of 2025-26 SL No- 1 to 4 & 49 of 2025-26 SL No- 1 to 4** Closing date extended upto 15/09/2025 14.00 Hours. Details of NIT may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad**

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৯৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১০০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৪৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৫৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৫৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

সিনেমা

Now Showing at BISWADEEP

DIL MADHARAASI
*ing: Sivakarthi Keyan, Vidyut Jammwal Time : 1.15 P.M.

BAAGHI-4
*ing: Tiger Shroff, Sanjay Dutt Time : 4.15, 7.15 P.M.

From 12th September to 21 September at Dinabandhu Mancha

DHUMKETU
(Bengali)
Time : 4 P.M. & 7 P.M.

আজ টিভিতে

এমারজেন্সি (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) সন্ধে ৭.৫৫ জি সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.০০ নায়ক, দুপুর ১.৩০ অন্যায় অবিচার, বিকেল ৪.৪৫ সাত পাকে বাঁধা, সন্ধে ৭.৪৫ শ্রীমান ভূতনাথ, রাত ১০.৪৫ বরবাদ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ বদলা, দুপুর ১২.৩০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.০০ রণক্ষেত্র, সন্ধে ৭.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.০০ খলনায়ক

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ কিডন্যাপ, বেলা ১১.৩০ তিন মূর্তি, দুপুর ২.৩০ আসল নকল, রাত ১২.০০ হীরক রাজার দেশে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অন্তরতম

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অন্তরের ভালোবাসা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আমানত

জি সিনেমা : দুপুর ১২.১৫ জয় হো, ২.৪৯ মিশন রানিগঞ্জ, বিকেল ৫.০৫ অ্যান্টনি, সন্ধে ৭.৫৫ এমারজেন্সি (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার), রাত ১০.৫২ রাবণাসুরা

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৫৭ ক্রোকোডাইল আইল্যান্ড, দুপুর ১.৪৪ দবং, বিকেল ৪.২১ গজনি, সন্ধে ৭.৩০ পুলিশ পাওয়ার, রাত ১০.২৪ বিন্দি

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৩১ ভাগমতী, বিকেল ৩.০৪ ব্রুস লি : দ্য ফাইটার, ৫.২৮ বিগ ধমাকা, সন্ধে ৭.৩০ ধমাল, রাত ৯.৫৩ স্নেক

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.২৭ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, বিকেল ৪.১৩ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, সন্ধে ৬.১৫ তুফান, রাত ৯.০০ নাম শবানা, ১১.৩৩ এজেন্ট বিনোদ

স্টার মুভিজ : দুপুর ১.১৫ রিও টু, ২.৪৫ ন্যাশনাল ট্রেজার : বুক অব সিক্রেটস, বিকেল ৪.৪৫ ফোর্ড ভার্সেস ফেরারি, সন্ধে ৭.১৫ পোকেমন ডিটেকটিভ পিকাচু, রাত ৯.০০ অ্যাকুয়াম্যান অ্যান্ড দ্য লস্ট কিংডম, ১১.০০ কোনান দ্য বারবেরিয়ান

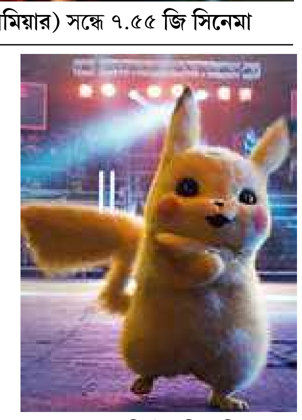

পোকেমন ডিটেকটিভ পিকাচু সন্ধে ৭.১৫ স্টার মুভিজ

স্নেহের প্রতিদান দুপুর ১২.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সেভেন ওয়ান্ডার্স, ওয়ান প্ল্যানেট সন্ধে ৭.১৮ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ধর্মচর্চায় আনন্দ লাভ। সুমধুর ব্যবহারের কারণে সমাজে প্রশংসিত হবেন। প্রেম নিয়ে ভাবনাচিন্তা। বৃষ : বাড়ির কোনও গুরুজনের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা বাড়বে। সম্পত্তির কারণে ভাইবোনদের সঙ্গে ঝামেলা বাড়বে। মিথুন : দূর সম্পর্কীয় কোনও আত্মীয়ের সহযোগিতায় নামী বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি পেতে পারেন। দাম্পত্যে শান্তি বজায় থাকবে। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কোনও কর্তাব্যক্তির দ্বারা অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। সংসারে আর্থিক সমস্যা নিয়ে টানাটানি থাকবে। সিংহ : ঘরের কোনও বিষয় নিয়ে বাইরের কোনও লোকের সঙ্গে আলাপচারিতায় যাবেন না। কন্যা : একাধিক উপায়ে উপার্জন ভালোই হবে। জনহিতকর কোনও কাজে অংশ নিয়ে মানসিক শান্তি মিলবে। তুলা : অন্যের উপর ভরসা করে কোনও কাজে হাত দিলে ঠকবেন। আধ্যাত্মিক চিন্তায় আগ্রহ বাড়বে। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সুপারিশে পদোন্নতি। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রচেষ্টায় ব্যবসায় উন্নতি ঘটবে। ধনু : সন্তানের পড়াশোনায় কৃতিত্ব ও সাফল্যের কারণে গর্বিত হবেন। কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা। মকর : বেহিসাবি খরচের কারণে সঞ্চয়ে টান পড়বে। বাড়ির কোনও গুরুজনের স্বাস্থ্যের কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কুম্ভ : পারিবারিক কারণে ভ্রমণ বাতিল করতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুতা থেকে সাবধান থাকবেন। মীন : যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। কর্মপ্রার্থীদের নতুন চাকরির সুযোগ আসবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ২১ ভাদ্র, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৬ ভাদ, সংবৎ ৫ আশ্বিন বদি, ১৯ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৫, অঃ ৫।৪৩। শুক্রবার, পঞ্চমী দিবা ১।৪০। ভরণীনক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪।৩১। ব্যাঘাতযোগ রাত্রি ৬।৫৯। তৈতিলকরণ দিবা ১।৪০ গতে গরকরণ রাত্রি ১২।২৭ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, অপরাহ্ণ ৪।৩১ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১০।৫ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, অপরাহ্ণ ৪।৩১ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১।৪০ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি- ৮।৩০ গতে ১১।৩৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ৮।৩৮ গতে ১০।৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন অপরাহ্ণ ৪।৩১ মধ্যে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন ও ষষ্ঠার সপিণ্ডন। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত প্রচলিত শ্রীশ্রীমনসাদেবী ও অষ্টনাগ পুজো। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৫২ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।২৩ মধ্যে ৪।০ গতে ৫।৪৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১২ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ৩।৪ গতে ৩।৫১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২১ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।২৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮১,৫৪৮.৭৩ (+১২৩.৫৮)
নিফটি : ২৫,০০৫.৫০ (+৩২.৪০)

খুন ট্রাম্পের সহযোগী কার্ক
আমেরিকায় খুন হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সহযোগী নেতা চার্লি কার্ক। বুধবার তাঁকে উটা ভ্যালি ইউনিভার্সিটিতে এক জনসভায় গুলি করে হত্যা করা হয়। » ৪

নির্দোষ দাবি পার্থ-পরেশ-অঙ্কিতার
এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ অধিকারী, তাঁর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারী, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়রা আদালতে নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করলেন। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
	৩৩°	২৭°	৩৩°	২৭°	৩৪°	২৬°	৩২°	২৬°

বোর্ড সভাপতির দৌড়ে শচিনের 'না' » ১০

২৬ ভাদ্র ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 12 September 2025 Friday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 116

মুখ নিয়ে মতবিরোধ

চূড়ান্ত নাটক শুরু নেপালে। আন্দোলন হাইজ্যাক হয়েছে বলে আগেই অভিযোগ তুলেছিল আন্দোলনকারী জেন জেড। এবার অন্তর্বর্তী সরকারের মুখ নিয়ে চরম ডামাডোল শুরু। আলোচনার মাঝে ঢুকে পড়ছেন হিন্দু রাষ্ট্র আন্দোলনের নেতারা।

কড়া নজর সেনার। বৃহস্পতিবার কাঠমান্ডুতে।

বৈঠক বিভ্রাট

- বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্তও ঠিক ছিল, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হচ্ছেন সুশীলা কার্কি
- ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি আস্থাও দেখিয়েছিলেন দায়িত্ব নিতে সম্মত সুশীলা
- বিকেল থেকে সুশীলার পরিবর্তে ভাসতে শুরু করে কুলমান ঘিসিংয়ের নাম
- এদিন দুপুরে সেনার সদর দপ্তরে সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগডেল ও সুশীলার সঙ্গে বৈঠক করছিলেন জেন জেড আন্দোলনের প্রতিনিধিরা
- হঠাৎ বৈঠকে হাজির হিন্দু রাষ্ট্রপন্থী আন্দোলনের নেতা দুর্গা প্রসাই
- এরপরই বৈঠক থেকে বেরিয়ে যায় জেন জেড আন্দোলনের প্রতিনিধিরা

কে কুলমান?

- নেপাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটির (এনইএ) প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর
- নেপালের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে অভাবনীয় কাজ করেছিলেন তিনি। এনইএ-কে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করেছিলেন তিনি
- ২০১৮-র মে মাসের মধ্যে নেপালের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করে ফেলেন ঘিসিং
- গত মার্চে তাঁকে আচমকা ওই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। যার প্রতিবাদে ব্যাপক সমালোচনা ও প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছিল

অন্তর্বর্তী প্রধানের দৌড়ে কুলমান

কাঠমান্ডু, ১১ সেপ্টেম্বর : বুদ্ধের দেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সামলাতে শেষমেশ কার হাতে শাসনের রাশ উঠবে, তা এই মুহূর্তে লাখ টাকার প্রশ্ন।

প্রথমে কাঠমান্ডুর মেয়র, তারপর নেপালের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির নাম ভেসেছিল দেশের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হিসেবে। এবার আন্দোলনকারী জেন জেড-দের একাংশ প্রস্তাব দিয়েছে, বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার তথা নেপাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটির এগজিকিউটিভ চিফ কুলমান ঘিসিংকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান করা হোক। আন্দোলনকারীদের ওই অংশের অভিযোগ, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি অন্তর্বর্তী প্রধানের অন্যতম দাবিদার হলেও তাঁর নামে ঐকমত্যে পৌঁছোনো সম্ভব নয়।

বৃহস্পতিবার ভদ্রাকালীতে সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে নেপালের প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌড়েল এবং সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগদেলের সঙ্গে জেন জেড গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসেছিলেন। কিন্তু অন্তর্বর্তী প্রধানের পদে কাকে বেছে নেওয়া হবে, সেই প্রশ্নে আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গিয়েছেন প্রতিবাদীরা। একটি

> গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে এবং সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে দেশের বর্তমান কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর জন্য সমস্ত রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করছি আমি।
>
> **রামচন্দ্র পৌড়েল**
> *প্রেসিডেন্ট, নেপাল*

অংশ প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির পক্ষে মত দিয়েছেন। অপর অংশের দাবি, এই মুহূর্তে নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানের যোগ্য দাবিদার হলেন কুলমান ঘিসিংই। সেনা সদর দপ্তরের ভিতর উচ্চপর্যায়ের বৈঠক চলাকালীন বাইরে জেন-জেডদের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে রীতিমতো বাকবিতণ্ডা, ধস্তাধস্তি, মারামারিও হয়।

পরিস্থিতি আরও জটিল হয় সেনাপ্রধান দেশের বিতর্কিত শিল্পপতি রাজপরিবারের অনুগত বলে পরিচিত দুর্গা প্রাসি ও রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টিকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানোয়। প্রাসি বৈঠকে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই জেন-জেড-এর প্রতিনিধিরা প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে যান। ফলে বৈঠক ভেস্তে যায়।

নেপালের প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌড়েল বলেছেন, 'গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে এবং সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে দেশের বর্তমান কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর জন্য সমস্ত রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করছি আমি।'

অন্তর্বর্তী প্রধান বাছতে যে আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা চলছে, সেই কথা মেনে নিয়েছে সেনাবাহিনী। *এরপর আটের পাতায়*

বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিকেট খেলছেন কৃষ্ণ কল্যাণী। ছবি : দিবাকর সাহা

বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অনধিকার' প্রবেশ কৃষ্ণর

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : ফের ক্যাম্পাসে ক্যাওস! তবে কোনও ছাত্র আন্দোলন বা কর্মী বিক্ষোভ নয়। এবার দ্বৈরথে জড়ালেন খোদ তৃণমূল বিধায়ক ও উপাচার্য। নিয়ম ভেঙে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ উঠল রায়গঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ,

ক্ষুব্ধ রায়গঞ্জের উপাচার্য

বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলাকালীন কর্তৃপক্ষের কোনও অনুমতি না নিয়ে বিধায়ক তাঁর দলবল সহ বহিরাগতদের নিয়ে বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মাঠে ক্রিকেট খেলায় মাতেন। এই খবর কানে পৌঁছাতেই প্রতিবাদে সরব হন উপাচার্য দীপককুমার রায়। রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ক্ষোভ প্রকাশের পাশাপাশি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দেন তিনি। বিধায়কও পিছু হটার পাত্র নন। হুংকার ছেড়েছেন তিনিও। দুজনের বাক্যবাণে সরগরম রায়গঞ্জ।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা নাগাদ শহরের কলেজপাড়া এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে চায়ের আড্ডায় মিলিত হয়েছিলেন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। সেখান থেকেই কয়েকজন তৃণমূল ছাত্র নেতা, অনুগামী ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভেতরে একটি পুকুর পরিদর্শনে যান। সেই সময় মাঠে কিছু ছাত্র ক্রিকেট খেলছিল। তা দেখেই মাঠে নেমে পড়েন বিধায়ক। ব্যাট হাতে নিয়ে কয়েকটি বলও মারেন। তাঁকে ঘিরে উপস্থিত ছাত্রদের মধ্যে তৈরি হয় উদ্দীপনা। এরপর তিনি ক্যাম্পাস ছেড়ে বেরিয়ে যান।

এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন ছবি ভাইরাল হতেই বিতর্ক দানা বাঁধে। ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেননি উপাচার্য দীপককুমার রায়। বিকেলেই সাংবাদিক বৈঠক ডেকে উপাচার্য বলেন, 'বিধায়ক আমাদের অফিশিয়ালি কিছু না জানিয়ে ক্যাম্পাসে দলবল নিয়ে আসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলছে। মানে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। অথচ বিধায়ক তা উপেক্ষা করে দলবল নিয়ে মাঠে ক্রিকেট খেলেছেন এবং অফিস চত্বরে এসেছেন। এটা আমাদের কাছে দুর্ভাগ্যজনক।' *এরপর আটের পাতায়*

জঙ্গি পালানোয় চিন্তা চিকেন নেকে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : লস্কর-ই-তইবা, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, সিমি, অনসারুল্লা বাংলা টিম (এবিটি) এবং জইশ-ই-মহম্মদ, চিকেন নেককে টার্গেট করে ভারতে সন্ত্রাস ছড়াতে পাঁচ জঙ্গি সংগঠন নেপালে ঘাঁটি করে তাদের স্লিপার সেল পুনর্গঠন এবং প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করেছে। কয়েক মাস আগেই দিল্লি থেকে সেই মর্মে বার্তা পৌঁছায় কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোর কাছে। নেপাল লাগোয়া বিহারের কয়েকটি এলাকায় নিয়োগকারীরা সক্রিয় হয়েছে বলেও বার্তা দেয় এনআইএ। সেইমতো নেপালে নজরদারি বাড়ান ভারতীয় গোয়েন্দারা। তখনই তাঁরা জানতে পারেন, বসে যাওয়া এবং এক সময়ের সক্রিয় স্লিপার সেল সদস্যদের খোঁজ শুরু করেছে জঙ্গিরা। সেই সদস্যদের অনেকেই নেপালের বিভিন্ন জেলে বন্দি ছিল। দেশজুড়ে অস্থিরতার সুযোগে নেপালের জেলগুলি থেকে এখনও প্রায় ১৪ হাজার বন্দি পালিয়ে গিয়েছে। তাদের মধ্যে কতজন জঙ্গি বা স্লিপার সেলের সদস্য রয়েছে সেটাই আপাতত মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় গোয়েন্দাদের।

অস্থিরতার সুযোগে জঙ্গি নেতারা যে তাদের সদস্যদের জেল থেকে মুক্ত করে গোপন ডেরায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত একাধিক

আশঙ্কার কারণ

- নেপালে জেলমুক্ত হয়েছে লস্কর জঙ্গি মহম্মদ ওমর এবং ওসমান
- নেপালের চার জেলে বন্দি বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের তিন শতাধিক সদস্য পলাতক
- জঙ্গিদের খোঁজে বিহারের সমস্তিপুরের পাঁচটি জায়গা, দ্বারভাঙ্গার ফসিহর, মধুবনির বাসোপট্টি এলাকায় তল্লাশি
- জঙ্গি সংগঠন এবিটি'র তিন-চারজন সদস্য শিলিগুড়ি হয়ে কেরলে গা-ঢাকা দেওয়ার ছক কষেছে

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাকর্তা। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই যাদের জেল থেকে মুক্ত করা হয়েছে তাদের মধ্যে লস্করের স্লিপার সেলের অন্যতম নিয়োগকারী মহম্মদ ওমর এবং ওসমান নামে দুই জঙ্গি আছে। কাঞ্চনপুর, চিতওয়ান, *এরপর আটের পাতায়*

৩ কোটি মুক্তিপণ দাবি, উদ্ধার অধ্যাপক

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১১ সেপ্টেম্বর : এক মাসের বেশি সময় ধরে পরিকল্পনা করেই অপহরণ করা হয়েছিল জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যাপককে। মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ভিডিও কলে দাবি করা হয়েছিল ৩ কোটি টাকা। কিন্তু স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তায় ও লোকেশন ট্র্যাক করে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে অপহৃত অধ্যাপককে। এই ঘটনায় মোট ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম কার্তিক গুছাইত, শেখ রিয়াজ, শেখ কালু, নাজিমুদ্দিন খান, শেখ সুরজ ও অমৃত হালদার ওরফে অমিত।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে মালদার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈন জানান, গত ৯ সেপ্টেম্বর ইংরেজবাজার থানায় তাপসকুমার মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ জমা পড়ে। ১০ সেপ্টেম্বর ওঁর স্ত্রী রাখি মণ্ডলের কাছে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কল করে দুষ্কৃতীরা। ভিডিও কলে তাপসের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ৩ কোটি টাকা দাবি করে দুষ্কৃতীরা। রাখি অবশ্য সেই ভিডিও রেকর্ড করে ইংরেজবাজার থানায় যোগাযোগ করেন। তিনি বলেন, *এরপর আটের পাতায়*

মা আসছেন
১৬
দিন পর

উত্তরের খোঁজে

বঙ্গনারীর গালি ব্রিগেডে পুরুষতন্ত্রের জয়ধ্বনি

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

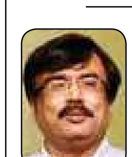

ওই যে সাবিত্রী চ্যাটার্জি! এত বয়স হয়ে গেল। ৯০। এখনও এত সাজগোজের মানেটা কী? এত বয়সেও অভিনয়ের কী দরকার?

অনুষ্কাশংকর! আপনি ভুলে গেলেন কোন বাবার মেয়ে? এইভাবে শরীর দেখানো পোশাক পরে ঘুরছেন?

জয়া বচ্চন! এত ঝগড়ুটে বলেই কি অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে আপনার সংসারে অশান্তি?

অ্যাই দেবশ্রী রায়! আপনাকে মহালয়ার অনুষ্ঠানে দুর্গা সাজতে কে বলেছে এত বয়সে এসে?

মমতাশংকর! সব ব্যাপারে আপনার মতামত দেওয়ার কী হল?

শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়! এত বড় ছেলের মা, ঘোড়ায় চড়ে সিনেমার প্রচারে নামতে লজ্জা করে না?

অপরাজিতা ঘোষ দাস! আপনাকে এমন পরকীয়ার চরিত্রেই অভিনয় করতে হল?

স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়! আপনার বাবার একটা ভালো ছবিতে ফুল দিতে পারেননি?

শুধু বিস্ময় চিহ্ন আর প্রশ্ন!

এগুলো আমার নয়। ফেসবুকে যাঁরা সক্রিয়, তাঁরা জানেন, এই প্রশ্নগুলো আসলে কাদের।

এইসব প্রশ্ন বহু তথাকথিত *এরপর আটের পাতায়*

ভাঙনের কাছেই পুনর্বাসন, পাট্টায় ক্ষোভ ভূতনিতে

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস... কিন্তু ওঁদের সুখ কোথাও নেই। ভিটেমাটি হারিয়ে তাঁদের একমাত্র ভরসা ছিল পুনর্বাসন। কিন্তু ভাঙনকবলিত এলাকাতেই সরকার পাট্টা দেওয়ায় তাঁরা অথই জলে।

আজাদ

মানিকচক, ১১ সেপ্টেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে এসে গৃহহীনদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারি পাট্টা বিলি করেছেন। সেই তালিকায় ছিল ভূতনি হীরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালুটোনটোলার গঙ্গাভাঙনে ভিটেমাটিহারা ৪৬টি পরিবারের নাম। জলপাইগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের পাশাপাশি গত বুধবার মানিকচক ব্লক প্রশাসন কমিউনিটি হলে আয়োজন করেছিল গৃহহীনদের পাট্টা বিলি অনুষ্ঠান। কিন্তু সেই পাট্টা বিলি অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন না ভূতনি কালুটোনটোলার ৪৬টি পরিবারের কেউই। তাঁদের দাবি, ভাঙনকবলিত এলাকায় জমির সরকারি পাট্টা তাঁরা গ্রহণ করবেন না। সেই জমিতে বাড়িঘর বানালে আগামী দু'এক বছরের মধ্যেই ভাঙনে আবার ভিটেমাটি হারাতে হবে তাঁদের। নিরাপদ এলাকায় পুনর্বাসনের জন্য জমি দিতে হবে সরকারকে। শুধু তাই নয়, কালুটোনটোলার এই গৃহহীন পরিবারগুলি জানিয়ে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি তাদের পুনর্বাসনের জন্য নিরাপদ এলাকায় জমি দিতে না পারে তাহলে তারা এই রাজ্য ছেড়ে পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড বা বিহারে গিয়ে বসতি গড়বে। কালুটোনটোলার গৃহহীন পরিবারগুলির রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ার এই হুঁশিয়ারি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। শাসকদলের দাবি, বিরোধী রাজনৈতিক দলের ষড়যন্ত্রে এমন হুঁশিয়ারি। এ বিষয়ে মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী বলেন, 'পাট্টার জন্য যখন জমিটি নির্বাচন করা হয়, তখন নদী থেকে দূরত্ব অনেকটাই ছিল। কিন্তু সত্যিই বর্তমানে নদী থেকে দূরত্ব কমেছে। পাট্টা প্রাপকদের দাবি অনুযায়ী ইতিমধ্যেই নিরাপদ এলাকায় পাট্টা দেওয়ার জন্য জমির খোঁজ শুরু করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই তাদের নতুনভাবে পাট্টা দেওয়া হবে।'

টিনের নৌকা তৈরি রাখছেন বাসিন্দারা। ভূতনিতে। -অরিন্দম বাগ

গত দু'বছরের ভাঙনের মরশুমে ভূতনি কালুটোনটোলা, কেশরপুর এলাকায় গঙ্গার মূল বাঁধের কয়েকশো মিটার নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। বাঁধের সেই ভাঙা অংশ দিয়ে বন্যার জল ঢুকে গতবছর ভূতনির বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ দপ্তর সিদ্ধান্ত নেয় নতুন রিং বাঁধ নির্মাণের। প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিম রতনপুর থেকে কেশরপুর পর্যন্ত প্রায় ২৪০০ মিটার রিং বাঁধ নির্মাণ করে সেচ দপ্তর। নতুন রিং বাঁধ নির্মাণের ফলে কালুটোনটোলা সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম অসংরক্ষিত এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়। নতুন রিং বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে এই ৪৬টি পরিবার নিজেদের জমি দান করেছেন। জমিদাতাদের ক্ষতিপূরণ সহ গৃহনির্মাণের জন্য পাট্টার মাধ্যমে জমি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে সরকার। সরকারি সেই ঘোষণা অনুযায়ী ৪৬টি পরিবারের প্রত্যেককে একেবারে নতুন রিং বাঁধ ঘেঁষে কেশরপুর মৌজা এলাকায় প্রায় ২.৫ শতক করে জমি দেওয়া হবে পাট্টার মাধ্যমে। কিন্তু সেই জমি নিতে নারাজ কালুটোনটোলার বাসিন্দারা। কারণ, বাঁধ নির্মাণের মাত্র দুই মাসের মধ্যে গঙ্গার ভাঙনে বাঁধের বেহাল দশা। *এরপর আটের পাতায়*

শুচিস্মিতার সাফল্যে খুশির হাওয়া

পতিরাম, ১১ সেপ্টেম্বর : পতিরাম যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী শুচিস্মিতা ঘোষ অল ইন্ডিয়া ফায়ারিং ইন্টার ডিরেক্টরেট কম্পিটিশনে সাফল্যের সঙ্গে সেকেন্ড পজিশন অর্জন করেছেন। দিল্লির ক্যান্ট কারিয়াপ্পা প্যারেড গ্রাউন্ডে ৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত .২২ রাইফেলের ২৫ মিটার ফায়ারিং প্রতিযোগিতায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। বৃহস্পতিবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সিলভার মেডেলটি তিনি পান। এই সাফল্যের মধ্য দিয়ে পতিরামের কলেজে খুশির আবহ তৈরি হয়েছে। ফোনে গঙ্গারামপুরের কাদিঘাটের বাসিন্দা শুচিস্মিতা বললেন, 'এনসিসি অফিসাররা ও কলেজের শিক্ষকরা সবসময় সাহায্য করেছেন। তবে আমাদের জেলায় শুটিংয়ের উন্নতমানের কোনও প্র্যাকটিস সেন্টার নেই। আমি চাই রাজ্যের হয়ে, এমনকি দেশের হয়ে খেলতে। আমার স্বপ্ন অলিম্পিকে অংশ নেওয়া।'

> এনসিসি অফিসাররা ও কলেজের শিক্ষকরা সবসময় সাহায্য করেছেন। তবে আমাদের জেলায় শুটিংয়ের উন্নতমানের কোনও প্র্যাকটিস সেন্টার নেই। আমি চাই রাজ্যের হয়ে, এমনকি দেশের হয়ে খেলতে। আমার স্বপ্ন অলিম্পিকে অংশ নেওয়া।
>
> **শুচিস্মিতা ঘোষ** *শুটার*

এর আগে কল্যাণীতে ইন্টার গ্রুপ কম্পিটিশন ও সিকিমে ইন্টার ব্যাটালিয়ন কম্পিটিশন- দুই জায়গাতেই দ্বিতীয় স্থান দখল করে দিল্লিতে পৌঁছান শুচিস্মিতা। সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তিনি এবারও দ্বিতীয় স্থান দখল করেন। এনসিসির উদ্যোগে আয়োজিত অল ইন্ডিয়া স্থলসৈনিক ক্যাম্প স্যাপ শুটিং প্রতিযোগিতায় জুনিয়ার আন্ডার অফিসার হিসেবে অংশ নিয়ে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেন।

কলেজের এনসিসি প্রশিক্ষক সমীরণ সাহা বলেন, 'শুচিস্মিতার চেষ্টা এবং নিষ্ঠা তাকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। ও যদি আরও সহযোগিতা পায়, তাহলে ওকে আরও বড় মঞ্চে দেখব।' কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ রমেন ভদ্র বলেন, 'শুচিস্মিতা আমাদের গর্ব। ও ফিরলে কলেজের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। ওর পাশে আমরা সবসময় আছি।'

পথ দুর্ঘটনায় আহত ৩

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১১ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার কুশিদা তুলসীহাটা রাজ্য সড়কে বাইক এবং একটি বেপরোয়া চার চাকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত ৩ বাইক আরোহী। আহতদের নাম তামান্না, হাসিবুল এবং জহিরুল। এঁদের ৩ জনের বাড়ি বিহারের আবাদপুর থানা এলাকায়। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে কুশিদা গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠান। অবস্থা সংকটজনক থাকায় তাঁদের চাঁচল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, চার চাকা যাত্রীবাহী গাড়িটি বেপরোয়া গতিতে ছুটছিল। তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকে ধাক্কা মারে। যদিও চার চাকা গাড়ির চালক পলাতক। পুলিশ গাড়িটিকে আটক করেছে।

কালিয়াচক-৩ ব্লকের বৈষ্ণবনগরে রাস্তার উপর দিয়ে বইছে জল। বৃহস্পতিবার। - সংবাদচিত্র

রাস্তায় বইছে গঙ্গা

বৈষ্ণবনগরে বিপদসীমার উপর জল

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১১ সেপ্টেম্বর : টানা ভারী বৃষ্টির জেরে গঙ্গায় জলস্তর বেড়েছে। বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে জল। প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, বিপদসীমার ২০-৩০ সেন্টিমিটার উপরে বইছে গঙ্গা। এর জেরে আতঙ্কিত নদীতীরবর্তী গ্রামগুলির বাসিন্দারা। ভাঙ্গাটোলার নিতাই সরকারের কথায়, 'রাত জেগে পাহারা দিচ্ছি। কখন যে গঙ্গা বসতি গিলে নেবে, সেই ভয়ে আছি।'

কালিয়াচক-৩ নম্বর ব্লকের ব্লকে পারদেওনাপুর-শোভাপুর পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা ও মুর্শিদাবাদের লালগোলা, জলঙ্গি, ভগবানগোলা, রঘুনাথগঞ্জ এবং সামশেরগঞ্জ ব্লকের কিছু অংশে নতুন করে বন্যা পরিস্থিতি শুরু হয়েছে। চাষের জমি, রাস্তা ও বাড়িঘর জলের তলায়।

বৈষ্ণবনগরে ভাঙনের জেরে ঘুম উড়েছে হাজারো মানুষের। প্রতিদিন একটু একটু করে গঙ্গার গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে চাষের জমি, বসতি। ভিটেমাটি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছে বহু পরিবার। কেউ কেউ ঘরবাড়ি ভেঙে অন্যত্র সরে যাচ্ছেন, কেউ আবার রাত জেগে ভিটে পাহারা দিচ্ছেন।

কালিয়াচক-৩ নম্বর ব্লকের বৈষ্ণবনগরে শোভাপুর, বীরনগর, হোসাইনপুর, গোলাপ মণ্ডলপাড়ায় ভাঙন ব্যাপক আকার নিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা আবদুল মতিনের কথায়, 'সাতদিন ধরে কালিয়াচকে ভাঙন চলছে। এসব দেখে আমাদের ঘুম উড়েছে।' ভাঙন রুখতে পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন ভীমটোলার বাসিন্দা আবদুল জব্বার। তাঁর বক্তব্য, 'এখনই প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে পরে কিছু করার সময় থাকবে না।' অনেক জায়গায় বালির বস্তা ফেলে গঙ্গার ভাঙন রোখার চেষ্টা চলছে। যদিও স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, বালির বস্তা ফেলে সাময়িক ভাঙন রোধ করা গেলেও তা স্থায়ী সমাধান নয়।

বৈষ্ণবনগর বিধানসভা এলাকার এই পরিস্থিতি নিয়ে মালদা জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, ভারী বৃষ্টির কারণে নদীর জলস্তর বেড়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। প্রয়োজনে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে মানুষকে সরিয়ে আনা হবে। এসএমএসের মাধ্যমে সতর্কতা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

> **আশঙ্কা**
>
> টানা ভারী বৃষ্টির জেরে গঙ্গায় জলস্তর বেড়েছে
>
> এর জেরে আতঙ্কিত নদীতীরবর্তী গ্রামগুলির বাসিন্দারা
>
> প্রতিদিন একটু একটু করে গঙ্গার গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে চাষের জমি, বসতি
>
> পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে, প্রয়োজনে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে মানুষকে সরিয়ে আনা হবে

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

হাসিমুখে।। *আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি টি এস্টেটে ছবিটি তুলেছেন অনুপম চৌধুরী।*

শত্রুতার জেরে জমিতে বিষ

বালুরঘাট, ১১ সেপ্টেম্বর : পৈতৃক জমি নিয়ে শত্রুতার জেরে বড় ভাইয়ের বিঘার পর বিঘা জমির ফসল, বিষ ছড়িয়ে নষ্ট করেছে ছোট ভাই। প্রতিবাদ করায়, মারমুখী হয়েছে ছোট ভাইয়ের পরিবারও। এমনকি স্ত্রীর শ্লীলতাহানিরও অভিযোগ করেছেন বড় ভাই। সব অভিযোগই ছোট ভাই ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে। আহত শরীরে এ নিয়ে বুধবার বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। তবে অভিযুক্ত জমিতে বিষ ছড়ানো ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

জমি নিয়ে বালুরঘাট ব্লকের ওই গ্রামের দুই ভাইয়ের দীর্ঘদিনের বিবাদের কথা সকলেই জানেন। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদের মাঝেই, চলতি মরশুমে কয়েক বিঘা জমিতে ধান বুনেছিলেন বড় ভাই। এ নিয়ে ছোট ভাইয়ের পরিবারের সঙ্গে গত কয়েকদিন ধরেই বচসা চলছিল। বড় ভাই ও তাঁর পরিবারের অভিযোগ, গত মঙ্গলবার তাঁদের জমিতে লুকিয়ে বিষ ছেটাতে দেখা গিয়েছিল ছোট ভাই ও তাঁর পরিবারকে। তখন এ নিয়ে কোনও বচসা হয়নি। বুধবার দেখা যায়, বড় ভাইয়ের জমির সমস্ত ফসল নষ্ট হতে শুরু করেছে। তিনি বলেন, 'ওই জমি আমার নামেই আছে। তা সত্ত্বেও জমি নিয়ে আমার ভাই বহুদিন ধরে ঝামেলা করছে। ফসল যথেষ্ট বড়ও হয়েছিল। কিন্তু ভাই ঘাস মারার বিষ দিয়ে সব ফসল নষ্ট করল। আমি ও আমার স্ত্রী এ নিয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে ওদের হাতে মার খেয়েছি। আমার স্ত্রীর পরনের কাপড় টেনে সম্ভ্রমহানিও করেছে ওরা। এতে কয়েক হাজার টাকার ফসল নষ্ট হয়ে গেল আমাদের।'

এবিষয়ে বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'এক কৃষকের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু হয়েছে। শুনেছি দুই ভাইয়ের অনেকদিনের ঝামেলা। পুলিশ পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।'

বিএলও'র তালিকা নিয়ে ক্ষুব্ধ বিজেপি

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১১ সেপ্টেম্বর : নতুন বিএলওদের তালিকা দেখে চক্ষু চড়কগাছ বিজেপি নেতাদের। পালটা জবাব দিয়েছে তৃণমূলও। মালদা জেলার দুই লোকসভাকেন্দ্র মিলিয়ে বুথের সংখ্যা ৪০২১টি। বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, ওই তালিকায় ১৫০ জন সক্রিয় তৃণমূল কর্মীর নাম রয়েছে। এনিয়ে মালদা জেলা বিজেপির তরফে জেলা নির্বাচনি আধিকারিক ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনে ইতিমধ্যে নালিশ জানানো হয়েছে।

যদিও বিজেপির এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, 'বিএলওদের তালিকায় অনেক সহকারী শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছে। তার মধ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাম রয়েছে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক ও পার্শ্বশিক্ষকদেরও। এঁদের পরিচালনা করে রাজ্যের শাসকদল। দক্ষিণ মালদা লোকসভা এলাকায় এমন ৫১ জনের নাম পাওয়া গিয়েছে। আর উত্তর মালদায় মিলেছে ৯৯ জনের নাম। সেই নামগুলির তালিকা দিয়ে আমরা রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও জেলা নির্বাচনি আধিকারিককে মেল করেছি। পরবর্তী পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনই ঠিক করবে।'

বিজেপির এমন অভিযোগ নিয়ে তৃণমূলের ইংরেজবাজার শহর সভাপতি শুভদীপ সান্যালের বক্তব্য, 'তাদের দলের নাম বিজেপি থেকে পরিবর্তন করে অভিযোগকারী দল করা উচিত। ওরা সবকিছুতে অভিযোগ আর দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিএলও প্রসঙ্গে ওরা যা বলছে সেবিষয়ে আমার প্রশ্ন, বিএলও কারা হবেন তা কি তৃণমূল কংগ্রেস ঠিক করে? সেটি একটি সরকারি প্রক্রিয়া। নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে প্রশাসন বিএলওদের নামের তালিকা তৈরি করে।

পঞ্চানন্দপুরে মুহূর্তে বিলীন ১০ বিঘা জমি

ভাঙনের খবর শুনেই মৃত্যু

সেনাউল হক

মোথাবাড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : নদীভাঙনের প্রচণ্ড আতঙ্কে প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। বুধবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে চেতরুটোলা গ্রামে। মৃতের নাম কৃষ্ণ কর্মকার (৪০)। ওই সময় গঙ্গায় ফের তীব্র ভাঙন শুরু হয়। ঘণ্টাখানেকের ভাঙনে প্রায় ১০ বিঘা জমি নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। ফলে সুলতানটোলা, চেতরুটোলা গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে ভাঙনের তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গত শুক্রবার থেকেই মোথাবাড়ির পঞ্চানন্দপুরের চেতরুটোলা গ্রাম থেকে ৫০ মিটার দূরে গঙ্গার তীব্র ভাঙন শুরু হয়েছিল। লোকালয়ের দিকে নদী প্রায় ২০ মিটার এগিয়ে আসে। আতঙ্কে সেদিন থেকেই ঘরবাড়ি ভেঙে সরিয়ে নিতে শুরু করেন কৃষ্ণ। বাড়ি থেকে আসবাবপত্র নিয়ে যাওয়ার সময় টোটো উলটে তিনি গুরুতরভাবে জখম হন। তাঁর পায়ের হাড় ভেঙে যায়। মালদার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করে তাঁর পায়ের অপারেশনও করা হয়। কিন্তু বুধবার রাতে ফের ভাঙনের খবর শোনার পরেই ব্রেন স্ট্রোকে কৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছে।

অন্যদিকে গ্রামবাসীদের কথায়, বুধবার রাতের প্রচণ্ড ভাঙনে এলাকার সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। গঙ্গার রুদ্র রূপ দেখে গ্রামে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রাতেই বাড়ি থেকে আসবাবপত্র সরিয়ে নিয়ে অনেকে বাঁধের ওপরে আশ্রয় নেন। চেতরুটোলা গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য শংকর সাহা এবিষয়ে বললেন, 'ভাঙনের আতঙ্কে কৃষ্ণের প্রাণ গেল। বাকি সকলেও আতঙ্কে রয়েছেন। শুক্রবার থেকে ভাঙন শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত ভাঙন রোধে কোনও কাজ শুরু হয়নি।'

বৃহস্পতিবার বিকেলে অবশ্য কালিয়াচক-৩'এর বিডিও অফিসে একটি প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পঞ্চানন্দপুর এলাকার বাসিন্দা সহ এলাকার বিধায়ক তথা সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, বিডিও বিপ্রতিম বসাক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অঞ্জলি মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন। সাবিনা আশ্বাসের সুরে বলেন, 'পঞ্চানন্দপুর এলাকার ভাঙনের বিষয়ে বৈঠক করা হল। শুক্রবার এলাকায় গিয়ে গোটা গ্রামের মানুষকে নিয়ে আলোচনায় বসা হবে। কীভাবে ভাঙন প্রতিরোধ করা যায় সে নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে কাজ শুরু হবে।'

এদিকে, সুলতানটোলা গ্রামের মনসুর শেখ, ভাদু শেখরা বুধবার রাতের তীব্র ভাঙন দেখে ২০০৩ সালের ভাঙনের কথা স্মরণ করেছেন। সেসময় মুহূর্তের মধ্যে পঞ্চানন্দপুরের নয়াবাজার, গঙ্গাভাঙন এমনকি কেবি ঝাউবোনা সহ গোটা গ্রাম পঞ্চায়েত নদীর গর্ভে তলিয়ে গিয়েছিল। সঞ্জয় বসাক নামে এক গ্রামবাসী বলেন, 'গঙ্গা থেকে প্রায় ১৫০ মিটার দূরে ফরাক্কার অধীনে বড় বাঁধ রয়েছে। এরকম ভাঙন চলতে থাকলে বাঁধ ভেঙে গিয়ে মালদা জেলার মানুষ বিপদের মুখে পড়তে পারে। তাই আমরা চাই ভাঙন রোধে স্থায়ী কাজ হোক। শুধু রাজ্য সরকার নয়, এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে।'

বুধবার আতঙ্কে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী তাপসী কর্মকার বললেন, 'গঙ্গাভাঙনের আতঙ্কেই আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। বসতবাড়িটুকু ছাড়া আর কোনও জায়গা-জমি আমাদের নেই। বাড়িটাও চলে যেতে বসেছে। এখন আমরা বাঁচব কী করে বুঝে উঠতে পারছি না।'

আতঙ্কে ঘরবাড়ি ভেঙে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বাসিন্দারা। - সংবাদচিত্র

> **নদীর গ্রাস**
>
> ■ গত শুক্রবার ভাঙন বাড়তেই আসবাবপত্র নিয়ে অন্যত্র যাওয়ার সময় টোটো উলটে তিনি জখম হয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন
>
> ■ বুধবার রাতে মোথাবাড়ির পঞ্চানন্দপুরের চেতরুটোলা গ্রামের কৃষ্ণ কর্মকারের ভাঙনের আতঙ্কে ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে বলে দাবি পরিবারের
>
> ■ গ্রামের অন্যরাও রাতেই বাড়ি থেকে আসবাবপত্র সরিয়ে নিয়ে বাঁধের ওপরে আশ্রয় নেন
>
> ■ শুক্রবার এলাকায় গিয়ে গ্রামের মানুষকে নিয়ে আলোচনায় বসা হবে বলে জানান সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন

ডিমার্কেশন নিয়ে পুলিশের সামনে বিক্ষোভে গ্রামবাসীরা। - সংবাদচিত্র

ডিমার্কেশনের পদক্ষেপ

পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ১১ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার দুপুরে গাজোল-হিলি ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে আত্রেয়ী ব্রিজ সংলগ্ন কাছারিপাড়ার সরকারি প্লট নম্বর ৩৭১, পতিরাম মৌজা (জেএল নম্বর ১৮৭)-তে পিডব্লিউডি (সড়ক) বিভাগের উদ্যোগে ডিমার্কেশনের কাজ ঘিরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসী। ঠিকাদারি সংস্থার কর্মীরা পুলিশ নিয়ে ওই এলাকায় পৌঁছাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, কোনও লিখিত নির্দেশ বা কারণ না জানিয়ে হঠাৎ উচ্ছেদের আশঙ্কা তৈরি করা হচ্ছে। ফলে গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখান এবং ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে সরব হন। তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, ওই জমিতে কী করা হবে, কেন জানানো হচ্ছে না?

পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পিডব্লিউডির একটি ঠিকাদারি সংস্থা ওই জমিতে ডিমার্কেশনের কাজ শুরু করতে গিয়েছিল। স্থানীয়দের বাধার মুখে কাজ বন্ধ রেখে তারা সরে আসে। তবে কেন এই ডিমার্কেশন এবং ভবিষ্যতে সেখানে কী কাজ হবে, সে বিষয়ে পুলিশও জানে না। অন্যদিকে, পিডব্লিউডির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রশাসনের নির্দেশে তাদের নিজস্ব জমির সীমানা নির্ধারণ করতে এই পদক্ষেপ। তবে বর্তমানে উচ্ছেদের কোনও পরিকল্পনা নেই তাদের।

কিন্তু এলাকাবাসীরর অভিযোগ, প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ওই জমিতে বসবাস করছে। হঠাৎ করে দুর্গাপুজোর আগে তাঁদের মাথার ওপর উচ্ছেদের তলোয়ার ঝুলিয়ে দেওয়ায় গভীর উদ্বেগ ছড়িয়েছে। ২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর একইরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যখন পিডব্লিউডি সাতদিনের মধ্যে জায়গা খালি করার নোটিশ জারি করেছিল।

স্থানীয় বাসিন্দা বিশাল মালো, জয়ন্ত বর্মন, রূপম মহন্ত, পূর্ণিমা ঘোষ ও সুভাষ রায় জানান, আমরা বহু বছর এখানে আছি। কেন জমি নেওয়া হচ্ছে, কেউ আমাদের জানাননি।

> **সমস্যা যেখানে**
>
> ■ আত্রেয়ী ব্রিজ সংলগ্ন কাছারিপাড়ার সরকারি প্লটে ডিমার্কেশনের কাজ শুরু হয়
>
> ■ জমি কী কাজে ব্যবহৃত হবে, জানতে চান গ্রামবাসী
>
> ■ জবাব নেই ঠিকাদার, পুলিশ বা প্রশাসনের কাছে
>
> ■ ২০২৪ সেপ্টেম্বরেও একই ধরনের পদক্ষেপ হয়। ৭ দিনে জমি খালির নির্দেশ
>
> ■ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দাবি জমিতে বসবাসকারীদের

প্রশাসন যদি আমাদের উচ্ছেদ করতে চায় তবে আগে বিকল্প ব্যবস্থা ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।পিডব্লিউডি জেলার আধিকারিক অজয় রায় বক্সী বলেন, 'আমাদের কাছে যে নির্দেশ এসেছে তার ভিত্তিতে ডিমার্কেশনের কাজ শুরু হয়েছিল। ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের ব্যাপারে প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেবে।'

এর আগে ওই এলাকার বাসিন্দারা পতিরাম পঞ্চায়েত প্রধান ও বিডিওর কাছে দরবার করেছিলেন। তাঁদের সাফ বক্তব্য, মানবিক দিক বিবেচনা না করলে তাঁরা এলাকা ছাড়বেন না। ফলে পুজোর আগে কাছারিপাড়ার প্রায় পঞ্চাশটি পরিবার চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন গুনছে।

স্কুল ছুটির পর অনুষ্ঠান

গাজোল, ১১ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির গাজোল চক্র ও উত্তর চক্রের ব্যবস্থাপনায় সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের স্মরণে অনুষ্ঠান হল। বৃহস্পতিবার গাজোলের দুটি বেসরকারি লজে অনুষ্ঠান হয়। এর আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদে পাণ্ডুয়া চক্রে স্কুল ছুটি দিয়ে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানের কথা প্রকাশিত হয়। সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে বৃহস্পতিবার স্কুল ছুটি হওয়ার পর অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এদিন বিদায়ি ও নবনিযুক্ত শিক্ষকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল। এদিন সেখানে মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান বাসন্তী বর্মন, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সী ও পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি সাইফুল রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। রাধাকৃষ্ণনকে স্মরণের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের ভূমিকার কথা আলোচনায় উঠে আসে।

নাবালিকার অপমৃত্যু

গঙ্গারামপুর, ১১ সেপ্টেম্বর : পড়াশোনা না করায় ঠাকুরমার বকুনি। এরপরই নবম শ্রেণির ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা সামনে এল। মৃত নাবালিকার নাম সুমনা রায় (১৪)। সে গঙ্গারামপুর থানার কাঁটতৈড় এলাকার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ নাবালিকার মৃতদেহ ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। তড়িঘড়ি গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

পুজো বৈঠক

কুমারগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : কুমারগঞ্জ ব্লকে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ৩৭টি দুর্গাপুজো কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হল। অন্যদিকে, আসান পোর্টাল সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষণ শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সভায় বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস, কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায় সহ পুলিশ, ভূমি দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর ও দমকল বিভাগের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। পুজো নির্বিঘ্নে শেষ করতে ও উদ্যোক্তাদের প্রশাসনিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যেই এই সভার আয়োজন করা হয়।

কবে সংস্কার হবে রাস্তা, প্রশ্ন বেরইলবাসীর

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১১ সেপ্টেম্বর : আর কবে রাস্তা সংস্কার হবে? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে কুশমণ্ডি ব্লকের বেরইল গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০টি গ্রামের সকলের মুখে মুখে।

আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা প্রকল্পে তৈরি পাকা রাস্তায় উঠে যেতেন এলাকার লিপিকা মাহাতো, সন্তোষ মাহাতোরা। এখন সেই রাস্তায় সাইকেল নিয়ে বের হয়ে তাঁদের প্রশ্ন, কবে এই রাস্তার সংস্কার হবে? এলাকার বাসিন্দা অখিল রায়, শিবাস হেমব্রমরা টোটো চালিয়ে সংসার চালান। তাঁদের বক্তব্য একই হলেও সেই বক্তব্যের মধ্যে কটাক্ষ করে তাঁরা বললেন, এলাকায় নেতা না থাকলে রাস্তা সংস্কার হয় না।

সরলা এলাকা হয়ে একটি রাস্তা চলে গিয়েছে জোড়াব্রিজের দিকে। এই রাস্তাটির কথাই বলা হচ্ছে। ৫ বছর ধরে ওই রাস্তাটির অবস্থা বেহাল। সরলা হয়ে জোড়াব্রিজ পর্যন্ত কুশমণ্ডি ব্লকের বেরইল পঞ্চায়েতের গিলাডাঙি, তিলডাঙা, গোদোল, হাঁসকুড়ি, চেকপাড়া, কাশিমপুর, রাঙামাটি সহ ১০টি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করেন। ওই গ্রামগুলোর বাসিন্দারা ওই রাস্তা দিয়ে সহজেই বুনিয়াদপুর পৌঁছে যেতে পারেন। মাঝখানে ব্রজবল্লভপুর থেকে জোড়দিঘি, উলটো দিকে হরিরামপুর ব্লকের পাটন যাওয়ার রাস্তা।

৫ বছর ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে রাস্তা। -সংবাদচিত্র

এলাকার বাসিন্দা দিলীপ মাহাতোর অভিযোগ, ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করলেও রাস্তা সংস্কার করা নিয়ে কেউ কোনওদিন কিছু ভেবে দেখেনি। বর্ষাকালে কীভাবে মানুষজন ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেছেন তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। এলাকায় এমন কোনও নেতা নেই যিনি বেহাল রাস্তা সংস্কারের কথা সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারবেন।

বেরইল পঞ্চায়েতের প্রধান সচিরানি সরকার বলেন, 'ভাঙা রাস্তা দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যেতে গিয়ে আমিও দেখেছি রাস্তার কী অবস্থা। পঞ্চায়েতের কাছে এত বড় রাস্তা সংস্কারের টাকা নেই। আমি সরলা থেকে জোড়াব্রিজ এবং সরলা থেকে শব্দলপুর পর্যন্ত ১৩ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের কথা অনেকবার বিডিও থেকে বিধায়ক সকলকে বলেছি।'

এলাকার বাসিন্দা তথা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কুশমণ্ডির সভাপতি নিমাই ওরাওঁ জানালেন, বিষয়টি নিয়ে তিনি দলের সঙ্গে আলোচনা করে প্রশাসনকে জানাবেন।

এলাকার বিধায়ক রেখা রায় বললেন, 'রাস্তাটি সংস্কার করার ব্যাপারে বেশ কিছু অসুবিধে ছিল। প্রথমত রাস্তাটি সাংসদ এলাকা উন্নয়নের টাকা দিয়ে তৈরি। কিন্তু বালুরঘাটের বর্তমান সাংসদ সুকান্ত মজুমদার রাস্তাটি সংস্কারের জন্য টাকা বরাদ্দ করেননি। বিষয়টি নিয়ে জেলা পরিষদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। দ্রুত ওই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে।'

এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর পূর্বাঞ্চল প্রতিমন্ত্রী তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে ফোন করা হলে তিনি ফোন না তোলায় যোগাযোগ করা যায়নি।

পরিকল্পনা করে হত্যার অভিযোগ মৃতের পরিবারের

রায়গঞ্জে ব্যবসায়ী 'খুন'

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : নিছক আত্মহত্যা নাকি খুন? বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ শহরের কসবা সংলগ্ন নেতাজি মোড় এলাকায় একটি ফার্নিচারের কারখানা থেকে এক ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় রহস্য দানা বাঁধছে। মৃত ব্যবসায়ীর পরিবারের অভিযোগ, তাঁর ব্যবসায়িক অংশীদার স্বপন সাহা পরিকল্পনা করে কারখানায় ডেকে তাঁকে খুন করে ঝুলিয়ে রেখেছেন। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ ওই ব্যবসায়ীর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

এদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্বপন। তিনি বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হচ্ছে তা ঠিক নয়। আমার বন্ধু দীপক মানসিক অবসাদে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ওদের পারিবারিক একাধিক সমস্যা রয়েছে, সেই কারণেই হয়তো আত্মহত্যা করেছে।'

রায়গঞ্জ শহরের রাসবিহারী মার্কেট এলাকার বাসিন্দা দীপককুমার বসাক (৫১) এদিন সকালে তাঁর ব্যবসায়িক অংশীদার স্বপনকে ফোন করে কসবা নেতাজি মোড় এলাকার গোডাউনে ডেকেছিলেন

বলে দাবি স্বপনের। ১১টা নাগাদ স্বপন গোডাউনে এসে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে প্রথমে পাননি। এরপর গোডাউনের ভেতরে ঢুকতেই দীপকের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান তিনি।

তবে দুজনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির জেরে এই পরিণতি বলে অভিযোগ মৃতের স্ত্রী মিঠু বসাকের। স্বপন পরিকল্পনা করে খুন করেছে বলছেন তিনি। মিঠুর কথায়, 'একসঙ্গে ব্যবসা করত ওরা। এক বছরের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়। আমাদের একটি দোকান জালিয়াতি করে নিজের নামে করে নেয় ওই ব্যক্তি। পাশাপাশি বাড়ির তিনতলা, চারতলা নিজের নামে লিখিয়ে নেয়। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আমার স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্য চলছিল। আমি নিশ্চিত আমার স্বামীকে এদিন সকালে পরিকল্পনা করে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে। আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব।' রায়গঞ্জ থানায় স্বপনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ বলা যাবে না।'

বাড়ছে রহস্য

নেতাজি মোড় এলাকায় একটি ফার্নিচারের কারখানা থেকে এক ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়

পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে বলে দাবি মৃতের পরিবারের

অভিযোগের আঙুল উঠেছে মৃতের ব্যবসায়িক অংশীদার স্বপনের বিরুদ্ধে

যদিও তিনি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন

ট্র্যাক্টরের চাকায় পিষ্ট

রায়গঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : ট্র্যাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক শিশুর। মৃত শিশুর নাম মহম্মদ রাইহান। বয়স মাত্র এক বছর। বৃহস্পতিবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে ডালখোলা থানার দক্ষিণ পাতনোর সংলগ্ন ন্যাংড়া মোড় এলাকায়। ওই শিশুকে ডালখোলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। মৃতের পরিবার জানিয়েছে, শিশুটি বাড়ির সামনে খেলতে খেলতে আচমকা রাস্তায় চলে গিয়েছিল। তখন একটি ট্র্যাক্টর তাকে চাপা দিয়ে চলে যায়। চালক পলাতক। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে, রায়গঞ্জ শহরের কসবা সংলগ্ন নেতাজি মোড়ে পুরোনো জাতীয় সড়কে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মাছ ব্যবসায়ীর। মৃতের নাম রতন সরকার (৬৩)। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ব্যবসায়ীকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে শল্য বিভাগে কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ।

এখনও নিখোঁজ নাবালক

বালুরঘাট, ১১ সেপ্টেম্বর : দেড় মাস আগে হারিয়ে যাওয়া দশ বছরের নাবালকের খোঁজে আজও প্রশাসনের নানা দপ্তরে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পরিবার। নাবালকের নাম প্রিয়াংশু সরকার, বাবা সঞ্জয় সরকার, বাড়ি পতিরাম থানার ঠাকুরপুড়ার আখিরা গ্রামে। গত ২৪ জুলাই থেকে নিখোঁজ হলেও আজ পর্যন্ত তার কোনও খোঁজ না পেয়ে কখনও পতিরাম থানা, কখনও বালুরঘাটে জেলা পুলিশ সুপারের অফিসে হত্যে দিয়ে বেড়াচ্ছে ওই পরিবার। বৃহস্পতিবারও তাঁরা বালুরঘাটে এসে চোখে জল নিয়েই নানা দপ্তরে ঘুরে বেড়ালেন।

ওই নাবালকের বাবা বলেন, 'প্রতিদিন থানা এবং পুলিশ সুপারের অফিসে ঘুরছি।' ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'আমরা সবরকমভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সিনিয়ার অফিসাররাও গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।'

কৃষকের মৃত্যু

কুমারগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : কুমারগঞ্জের মাঝিয়ান এলাকায় ৩৮ বছরের এক কৃষক অসীম মহন্ত মঙ্গলবার রাতে বিষপান করেন। এরপর তাঁকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে বুধবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্ত শেষে দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সরফরাজ খুনের কিনারা, গ্রেপ্তার ২

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১১ সেপ্টেম্বর : অস্ত্রের কোপে খুনের কিনারা করল মালদা জেলা পুলিশ। পুলিশের দাবি, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থেকেই শ্যালিকার হাতে খুন হতে হয়েছে জামাইবাবুকে। ঘটনায় উঠে এসেছে অভিযুক্ত শ্যালিকার আরও এক প্রেমিকের কাহিনীও। আপাতত সেই শ্যালিকা সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে খুনে সাহায্য করা এক ব্যক্তিকেও। ধৃতদের বৃহস্পতিবার ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতের জন্য মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈন জানান, গত ৯ সেপ্টেম্বর মানিকচকের এনায়েতপুরের আমবাগান থেকে একটি ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। তদন্তে জানা যায় ওই ব্যক্তির নাম সরফরাজ মোমিন। বাড়ি ইংরেজবাজারের মিলকি এলাকায়। তার আগের রাতেই সরফরাজের স্ত্রী আসিফা খাতুন মিলকি ফাঁড়িতে স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ জানান। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, আসিফার দূর সম্পর্কের এক বোন সুলতানা খাতুনের (২৭) সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল সরফরাজের। সেই সূত্র থেকেই সুলতানাকে আটক করে জেরা চলতে থাকে। জেরায় পুলিশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন তিনি। অথচ তাঁর ফোন থেকেই রাতে সরফরাজকে ফোন করা হয়েছিল। অবশেষে জেরায় নিজের কৃতকর্মের কথা স্বীকার করেন তিনি।'

তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, প্রথম বিবাহবিচ্ছেদের পর দ্বিতীয় বিয়ে করেন সুলতানা। তাঁর দ্বিতীয় স্বামী বর্তমানে ভিনরাজ্যে কাজে রয়েছেন। এরই মধ্যে সরফরাজের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁর। কিছুদিন পর সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন সুলতানা।

কিন্তু রাজি হননি সরফরাজ। উলটে সরফরাজ তাঁকে বিয়ের জন্য চাপ দিতে থাকেন। এরপরেই সরফরাজকে রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন সুলতানা। তাঁর অপর প্রেমিক নুর কালামের সঙ্গে খুনের পরিকল্পনা করেন তিনি। গত ৮ সেপ্টেম্বর রাতে সুলতানা মানিকচকের এনায়েতপুরে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে সরফরাজকে প্রলোভন দিয়ে ডেকে পাঠায়। সেখানে নুর সহ কাজল রবিদাস ও শেখ সুরজ নামে ২ ব্যক্তি আগে থেকে উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই অস্ত্র দিয়ে একাধিক কোপ মেরে খুন করা হয় সরফরাজকে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরও জানান, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত সুলতানা খাতুন (২৭) ও কাজল রবিদাসকে (৩১) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নুর কালাম ও শেখ সুরজের খোঁজে পুলিশি তল্লাশি জারি রয়েছে।

ধৃতদের ছবি হাতে পুলিশ আধিকারিকরা।

কৃতকর্ম স্বীকার

- স্ত্রী আসিফার দূর সম্পর্কের এক বোন সুলতানা খাতুনের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল মৃত সরফরাজের
- সেই সূত্র থেকেই সুলতানাকে আটক করে জেরা চলতে থাকে
- জেরায় পুলিশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন তিনি
- অথচ তাঁর ফোন থেকেই রাতে সরফরাজকে ফোন করা হয়েছিল
- অবশেষে জেরায় নিজের কৃতকর্মের কথা স্বীকার করেন তিনি

ঝুমুরশিল্পীর মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া

কুশমণ্ডি, ১১ সেপ্টেম্বর : মায়ের মৃত্যুকে এখনও মেনে নিতে পারছে না সুচিত্রা। বছর পনেরোর সুচিত্রার চোখের জলও যেন শুকিয়ে গিয়েছে। মা হারানো মেয়েকে নিয়ে কীভাবে থাকবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না সুশীল মাহাতোও।

প্রসঙ্গত, পুকুরে পাট ধোয়ার সময় বাজ পড়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মৃত্যু হয় লোকশিল্পী শান্তি মাহাতোর। ঝুমুর গান, নাচের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বেরইল পঞ্চায়েতের হাঁসরোইল গ্রামের বছর একচল্লিশের শান্তি মাহাতো। এমন মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে হাঁসরোইল গ্রামে। গত শনিবার রাতে শেষবারের মতো শান্তি অনুষ্ঠান করেন বংশীহারী ব্লকের মুষন হরি মন্দির প্রাঙ্গণে। সেদিন দক্ষিণ দিনাজপুর বেদিয়া কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে জেলার চব্বিশটি দল ঝুমুর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল।

হাঁসরোইল ঝুমুর নৃত্য দলের তিনি ছিলেন মুখ্য সংগীতশিল্পী। নৃত্য দলের সঙ্গে একটানা ১৫টি পর্যন্ত গান গাইতে পারতেন শান্তি। এমনই কথা জানান মাহাতো জনজাতি ও লোকসংস্কৃতি গবেষক দিলীপ মাহাতো। স্ত্রীর দুর্ঘটনার পরেই সুশীল মাহাতো চিৎকার করে গ্রামের মানুষজনকে ডাকাডাকি শুরু করেন। তিনি স্ত্রীর মৃতপ্রায় অবস্থা দেখে জ্ঞান হারান। শান্তিকে গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান গ্রামবাসী। তবে শেষরক্ষা হয়নি। তাঁর দুটি ছেলেমেয়ে রয়েছে। বুধবার রাতে শিল্পীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে স্থানীয় শ্মশানে। সুশীল ঘটনায় ভেঙে পড়েছেন। খুব সামান্য জমির ওপর কোনওমতে স্বামী-স্ত্রী দুজনে সমান পরিশ্রম করে সংসার চালাতেন। কীভাবে সংসার চলবে সেই প্রশ্নই বারবার করছিলেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দা পপি মাহাতো বললেন, 'শান্তির পরিবারের পাশে থাকার আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

রংয়ের ছটা

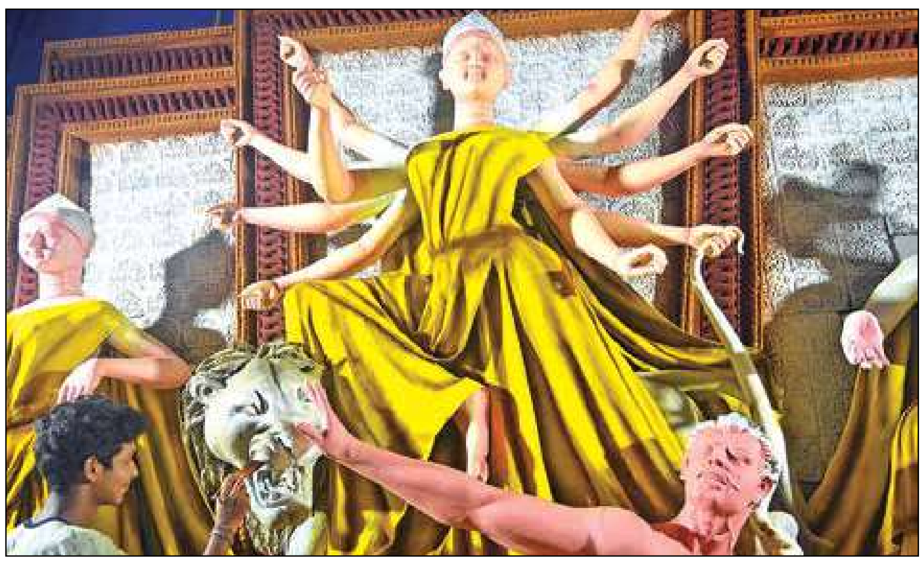

প্রতিমা রং করতে ব্যস্ত শিল্পী। বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

ডাম্পারের চাকা ফেটে বিপত্তি

গৌতম দাস

গাজোল, ১১ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটা নাগাদ ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের জামতলা বাসস্ট্যান্ডে একটি পথ দুর্ঘটনা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, জামতলা বাসস্ট্যান্ডে টোটো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গোয়ালনাগরা গ্রামের বাসিন্দা আবদুল জব্বার (৪০)। তাঁর সঙ্গে গল্প করছিলেন ওই এলাকারই বাসিন্দা আব্দুর রহিম (৭৫)। ওই সময় দ্রুতগতিতে আসা ডাম্পারের সামনের একটি চাকা ফেটে যায়। এতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডাম্পারটি ধাক্কা মারে টোটোটিকে। ফলে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা ওই দুজন ব্যক্তি আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

এরপর এলাকার মানুষজন উত্তেজিত হয়ে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

তাঁদের দাবি, যানবাহনের

ডাম্পারের ধাক্কায় টোটো উলটে গিয়েছে।

গতিরোধের পাশাপাশি জামতলা বাসস্ট্যান্ডে সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করতে হবে। খবর পেয়ে এলাকায় আসে গাজোল থানার ট্রাফিক পুলিশ। স্থানীয়দের দাবি মেনে রাস্তায় ব্যারিয়ারের ব্যবস্থা করা হয়। তাড়াতাড়ি সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়। এরপর অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন এলাকাবাসী।

স্থানীয় বাসিন্দা ইসরাইল মিয়াঁ বললেন, 'জামতলা বাসস্ট্যান্ডে সবসময়ই প্রচুর মানুষজন থাকেন। জাতীয় সড়ক দিয়ে দ্রুতবেগে যানবাহনগুলি চলাচল করে। এজন্য মাঝেমধ্যেই এখানে দুর্ঘটনা হয়। এদিনও দ্রুতগতিতে আসা একটি ডাম্পারের সামনের চাকা ফেটে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি টোটোকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় দুজন আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এরপর উত্তেজিত জনগণ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয়দের দাবি মেনে জামতলা বাসস্ট্যান্ডে ব্যারিয়ারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। তাড়াতাড়ি ওই এলাকায় সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হবে। ডাম্পারটি আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

রায়গঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের ক্যারিটাস হলে ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ দিল প্রাণীসম্পদ বিভাগ। উত্তর দিনাজপুর জেলার পাঁচটি ব্লকের ৫০ জন প্রাণীপালক একদিনের এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন। ন্যাশনাল লাইভস্টক মিশনের পরিচালনায় এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ছাগল পালনের মধ্য দিয়ে এলাকার তরুণ-তরুণীদের স্বনির্ভর করে তোলা। উপস্থিত ছিলেন প্রাণীসম্পদ বিভাগের উচ্চ পদাধিকারীরা।

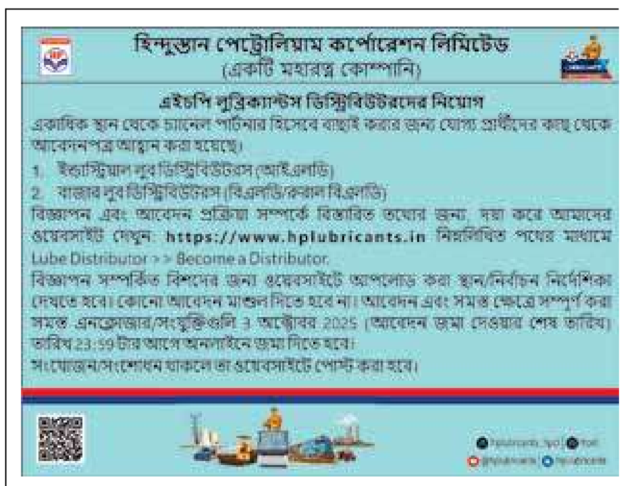

গোপালবাটী সমবায় নির্বাচনে জয় পদ্মের

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ১১ সেপ্টেম্বর : বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে গোপালবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঠাকুরপুরা কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেডের নির্বাচনে বড় ধাক্কা খেল তৃণমূল কংগ্রেস। ছয় আসনের এই নির্বাচনে চারটিতে জিতেছে বিজেপি। তৃণমূলের ঝুলিতে এসেছে মাত্র দুটি আসন। এই ছয় আসনের জন্য মোট ২৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

এর মধ্যে বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস ও বামেরা ছয়জন করে প্রার্থী দিয়েছিল। নির্দল হিসেবে লড়েছেন দুজন। নির্বাচনের আগে কয়েকদিন ধরে সব শিবিরের তরফেই পথসভা, প্রস্তুতি বৈঠক হয়েছে। শীর্ষ নেতৃত্বও প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ফলে এলাকা ছিল সরগরম। কিন্তু ফলাফলে শেষ হাসি হাসল বিজেপি। ১০ বছর আগে শেষ নির্বাচন হয়েছিল এই সমবায়ে। তখন জিতেছিল বামেরা।

এবার নির্বাচনে প্রায় ৯০০ ভোটারের মধ্যে প্রায় ৭৫০ জন ভোট দিয়েছেন। ফলাফলে দেখা যায়, তপশিলি সংরক্ষিত আসনে জিতেছেন বিজেপির প্রাক্তন উপপ্রধান নিরোদ বর্মন। দুটি মহিলা সংরক্ষিত আসনে একটি দখল করেন তৃণমূলের দীপালি বর্মন এবং অন্যটি জেতেন বিজেপির প্রতিভা ভৌমিক। তিনটি সাধারণ আসনের মধ্যে দুটিতে জেতেন বিজেপির বলাই মণ্ডল ও বিপ্লব বর্মন। অপরটি তৃণমূলের পলাশ মণ্ডলের ঝুলিতে যায়। সর্বাধিক ভোট পান বিজেপির বলাই মণ্ডল (৩০০)। বিজেপি শিবির দাবি করেছে, এই ফলাফলই ইঙ্গিত দিচ্ছে বিধানসভা ভোটেও গোপালবাটীতে তৃণমূল পর্যুদস্ত হবে।

বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, 'যেখানে মানুষ অবাধে ভোট দিতে পারবেন সেখানেই বিজেপি জিতবে বিষয়টি ঠাকুরপুরার সমবায় ভোট প্রমাণ করল।

জেলার অন্যত্র পেশি শক্তি দিয়ে তৃণমূল ভোট করিয়েছিল। কিন্তু এখানে মানুষের প্রতিরোধে তা করতে পারেনি। বিধানসভা ভোটেও একই অবস্থা হবে তৃণমূলের।' অন্যদিকে, অঞ্চল তৃণমূল নেতা নিরঞ্জন বর্মনের পালটা দাবি, এই সমবায়ের বেশিরভাগ ভোটার একসময়ের বামেদের। পরবর্তীতে দল পালটে তাঁরা বিজেপিতে গিয়েছেন। তাই তাদের শক্তি বেশি ছিল। কিন্তু বিধানসভা ভোটে তৃণমূল এই পঞ্চায়েতে বিজেপির চেয়ে অনেক বেশি ভোট পাবে।

> যেখানে মানুষ অবাধে ভোট দিতে পারবেন সেখানেই বিজেপি জিতবে বিষয়টি ঠাকুরপুরার সমবায় ভোট প্রমাণ করল। জেলার অন্যত্র পেশি শক্তি দিয়ে তৃণমূল ভোট করিয়েছিল। কিন্তু এখানে মানুষের প্রতিরোধে তা করতে পারেনি। বিধানসভা ভোটেও একই অবস্থা হবে তৃণমূলের।
>
> **স্বরূপ চৌধুরী**
> জেলা সভাপতি, বিজেপি

কাঠমান্ডু বিমানবন্দরে অপেক্ষায় যাত্রীরা। ডানদিকে শহরজুড়ে কার্ফিউ। রাস্তার দখল নিয়েছে নেপাল সেনা। বৃহস্পতিবার।

নেপাল সীমান্তে অস্থিরতা

রিপোর্ট নিয়ে দিল্লিতে বোস

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : নেপালের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ঘিরে উদ্বেগের আবহেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিল্লি এসে পৌঁছোলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বুধবার বাগডোগরা হয়ে সীমান্তবর্তী এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি। তারপর দিনই দিল্লি পৌঁছোলেন। খবর, নতুন উপরাষ্ট্রপতির শপথগ্রহণের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। তবে শুধু এই অনুষ্ঠানের জন্য দিল্লি আগমণ নয়, তাঁর দিল্লি সফরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে একান্ত বৈঠকও রয়েছে কর্মসূচিতে।

শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে দেশের ১৫তম উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেবেন সিপি রাধাকৃষ্ণান। ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে হাজির থাকবেন বাংলার রাজ্যপালও। তবে এই সফরের আসল লক্ষ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে তাঁর সম্ভাব্য একান্ত বৈঠকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় নেপালের গণবিদ্রোহের প্রভাব সীমান্ত সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গে পড়ছে কি না, তার বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে পারেন তিনি। রাজ্যের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

কেন্দ্রের প্রকল্পে সীমান্ত গ্রামের উন্নয়ন

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : চিন, বাংলাদেশ সহ সাতটি দেশের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন কর্মসূচি চালু করল কেন্দ্র। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও বড় অংশীদার। কেন্দ্রীয় সরকারের 'ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস প্রোগ্রাম (ভিভিপি)-২'-এর অধীনে এবার রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির উন্নয়নেও জোর দেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির প্রধান সমস্যা হল উন্নয়নের অভাব, কর্মসংস্থানের সংকট আর অবিরাম অনুপ্রবেশ। সীমান্তের গ্রামগুলি ধীরে ধীরে জনশূন্য হয়ে পড়ছিল, যা নিরাপত্তার দিক থেকে এক বড় দুর্বলতা তৈরি করছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের মতে এবার সেই ছবি পালটাতে চলেছে।

ভিভিপি-২ এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মোট ৬,৮৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এই প্রকল্পে ১৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গও। লক্ষ্য, সীমান্ত গ্রামগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়ন, জীবিকার সুযোগ বাড়ানো এবং এলাকার মানুষ যাতে গ্রাম ছেড়ে বাইরে না যায় সে ব্যাপারে নিশ্চিত করা।

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অর্থাৎ উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহারে সীমান্তের ওপারে অবৈধ অনুপ্রবেশ, পাচার, চোরাচালান, মাদক সমস্যা দীর্ঘদিন ধরেই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মত সরকারি স্তরে। স্থানীয়রা কাজের জন্য ভিনরাজ্যে চলে যাওয়ায় সীমান্ত গ্রামগুলি ক্রমশ জনশূন্য হয়ে পড়ছিল। এই মর্মেই কেন্দ্রীয় সরকার ভিভিপি-২ প্রকল্পের অন্তর্গত বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে।

এই প্রকল্পে স্থানীয় পর্যায়ে, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্কুলের উন্নয়ন করা হবে। পাশাপাশি কৃষি, পশুপালন, হস্তশিল্প, পর্যটনকেও উৎসাহ দেওয়া হবে। গ্রামগুলিতে সিসিটিভি, স্মার্ট নজরদারি ও বর্ডার ফেন্সিং-এর আধুনিক ব্যবস্থা আনা হবে।

সীমান্ত ব্যবস্থাপনা দপ্তরের সচিব রাজেন্দ্র কুমার বলেন, 'সীমান্তে এআই ব্যবহার করলে নজরদারি আরও তীক্ষ্ণ হবে। এআই এবং ডেটা ফিউশন প্রযুক্তি একসঙ্গে ব্যবহার করে পাচার বা অনুপ্রবেশের মতো ঘটনা দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হবে।' তিনি জানান, শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে স্মার্ট ফেন্সিং, আধুনিক সেন্সর, অ্যান্টি-কাট ও অ্যান্টি-ক্লাইম্ব ফিচারও চালু হবে। মায়ানমার ও বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর কাজও জোরকদমে চলছে বলে জানান তিনি।

জম্মু-কাশ্মীর ও অসমের আন্তর্জাতিক সীমান্তে আধুনিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত (অ্যান্টি-কাট, অ্যান্টি-রাস্ট, অ্যান্টি-ক্লাইম্ব) নতুন নকশার ফেন্স বসানো হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, এই প্রকল্পের অন্তর্গত উপকূল সুরক্ষায় কোস্টাল সিকিউরিটি স্কিম-১ ও ২-এর মাধ্যমে সব উপকূলবর্তী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে আধুনিক নজরদারি ও সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে।

সোনিয়ার নাগরিকত্ব মামলা খারিজ

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার আগেই কি কংগ্রেসনেত্রী সোনিয়া গান্ধির নাম দেশের ভোটার তালিকায় উঠেছিল? এই বিষয়ে একটি মামলা বৃহস্পতিবার খারিজ করেছে দিল্লির একটি আদালত। আবেদনকারী বিকাশ ত্রিপাঠীর আইনজীবী পবন নারং বলেন, ১৯৮২ সালে সোনিয়া গান্ধি ও সঞ্জয় গান্ধির নাম ভোটার তালিকা থেকে মুছে দেওয়া হয়। পরে ১৯৮৩ সালে নাগরিকত্ব পাওয়ার পর সোনিয়ার নাম ফের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই বিষয়ে পুলিশি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হোক।

তবে অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট বৈভব চৌরাসিয়া মামলাকারীর অভিযোগ ও আর্জি পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়ে বলেন, 'এই বিষয়ে পুলিশি তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার মতো যথেষ্ট কারণ দেখছি না।'

রুশ সেনায় যোগ নয়

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে রুশ সেনায় নিয়োগের যে প্রক্রিয়া চলছে, তাতে ভারতীয় নাগরিকদের পা দিতে বারণ করল কেন্দ্রীয় সরকার। পাশাপাশি মস্কোকেও তাদের সেনাবাহিনীতে ভারতীয়দের নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধের আর্জি জানিয়েছে নয়াদিল্লি। সেই সঙ্গে যে সমস্ত ভারতীয় বর্তমানে রুশ সেনায় কর্মরত, তাঁদের অবিলম্বে মুক্ত করার আবেদন জানানো হয়েছে।

রুশ সেনার বিভিন্ন ইউনিটে ভারতীয়দের নিয়োগের বিষয়টি সামনে আসার পরই বিদেশমন্ত্রকের তরফে কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'ভারতীয় নাগরিকদের সম্প্রতি রুশ সেনায় নিয়োগের ব্যাপারে প্রতিবেদন দেখেছি আমরা। সরকার অতীতে বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের কাজকর্মের ঝুঁকি এবং বিপদের বিষয়টি সকলের গোচরে এনেছে। আমরা মস্কোকে বলেছি এই কাজটি অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত এবং আমাদের নাগরিকদের মুক্তি দেওয়া দরকার। যে সমস্ত ভারতীয় নাগরিক রুশ সেনায় যোগ দিয়েছেন,

ভারতীয়দের সতর্ক করল কেন্দ্র

আমরা তাঁদের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছি।' রুশ সেনায় যোগদানের বিষয়টি যে বিপদসংকুল সেই কথাও এদিন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন রণধীর জয়সওয়াল।

সম্প্রতি জানা গিয়েছে, দু'জন ভারতীয় নাগরিক ইউক্রেনের ডনেতস্ক অঞ্চলে রুশ সেনার হয়ে যুদ্ধ করছেন। তাঁদের নির্মাণ কাজে নিয়োগ করার অছিলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার বদলে তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওই দু'জন রুশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন সেলিডোভ নামে একটি শহর থেকে জানিয়েছেন, অন্তত আরও ১৩ জন ভারতীয় একই অবস্থায় রয়েছেন। নিখোঁজ ভারতীয়দের সন্ধান চেয়ে মস্কোর সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগও রাখছে নয়াদিল্লি। গত বছর নয়াদিল্লির রুশ দূতাবাস দাবি করেছিল, তাদের সেনাবাহিনীতে কোনও ভারতীয় নাগরিককে নিয়োগ করানো হয়নি। মস্কোয় গত বছর জুলাই মাসে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ধৃত ৫ আইএস

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : উৎসবের মুখে বানচাল হয়ে গেল জঙ্গি নাশকতার ছক। দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা দিল্লি, মুম্বই, হায়দরাবাদ, রাঁচি ও মধ্যপ্রদেশে যৌথ অভিযান চালিয়ে পাঁচ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে।

'খুনিদের টেনে বের করব'

দক্ষিণপন্থী কার্ককে গুলি, ক্ষিপ্ত ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১১ সেপ্টেম্বর : আমেরিকায় রাজনৈতিক হিংসার নতুন অধ্যায় খুলে গেল ডোনাল্ড ট্রাম্পের সহযোগী নেতা চার্লি কার্কের হত্যার ঘটনায়। মাত্র ৩১ বছর বয়সেই রিপাবলিকান রাজনীতিতে শক্তিশালী কণ্ঠ হিসাবে পরিচিত কার্ককে বুধবার উটা ভ্যালি ইউনিভার্সিটিতে এক জনসভায় গুলি করে হত্যা করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বক্তৃতার মাঝেই হঠাৎ গুলির শব্দ শোনা যায়। সেই সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখা যায় কার্ককে। তদন্তকারীদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদ থেকে কালো পোশাক পরা এক ব্যক্তি গুলি চালিয়ে কার্ককে হত্যা করে। তাকে এখনও ধরা যায়নি।

'বন্ধু' কার্কের হত্যাকাণ্ডকে আমেরিকার পক্ষে 'কালো দিন' আখ্যা দিয়ে অতিবামেদের ('র‍্যাডিক্যাল লেফ্ট') বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'বছরের পর বছর ধরে উগ্র বামপন্থীরা চার্লির মতো দুর্দান্ত আমেরিকানদের নাৎসি ও বিশ্বের সবচেয়ে নিকৃষ্ট হত্যাকারী এবং অপরাধীদের সঙ্গে তুলনা করে আসছে। আজ আমরা দেশে যে সন্ত্রাস দেখছি, বামেদের দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্যই তার জন্য সরাসরি দায়ী। এবার এসব বন্ধ করে দেব।'

এখানেই না থেমে হুঁশিয়ারির সুরে ট্রাম্প বলেন, হত্যায় জড়িত প্রত্যেককে, এমনকি যেসব সংগঠন এই ধরনের হিংসাকে সমর্থন বা অর্থ

অনুষ্ঠানে দক্ষিণপন্থী চার্লি কার্ক। হাড়হিম দৃশ্যের সেই ছবি।

> চার্লির ওপর হামলা গোটা দেশের ওপর হামলার সমান। বুলেট দিয়ে তাঁর আদর্শকে চুপ করানো যাবে না। তাঁর কণ্ঠস্বর যাতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জীবিত থাকে, তা আমরা সকলে মিলে নিশ্চিত করব।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

জোগায়, তাদেরও খুঁজে বের করা হবে। তাঁর কথায়, 'চার্লির ওপর হামলা গোটা দেশের ওপর হামলার সমান। বুলেট দিয়ে তাঁর আদর্শকে চুপ করানো যাবে না। তাঁর কণ্ঠস্বর যাতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জীবিত থাকে, তা আমরা সকলে মিলে নিশ্চিত করব।' কার্ককে 'সত্যের শহিদ' বলে অভিহিত করার পাশাপাশি সরকারি ভবনগুলিতে রবিবার পর্যন্ত জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার নির্দেশ দেন ট্রাম্প।

কার্কের হত্যাকাণ্ডকে সরাসরি রাজনৈতিক হত্যা বলে উল্লেখ করেন উটার গভর্নর স্পেন্সার কক্স। মার্কিন কংগ্রেসের প্রাক্তন সদস্য গ্যাব্রিয়েল গিফোর্ডস সহ অনেকেই বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশে মতের ভিন্নতা থাকবেই। কিন্তু এই ধরনের হিংসাকে বরদাস্ত করা যায় না।' ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ কার্ক ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ', যা তরুণদের মধ্যে রক্ষণশীল মতাদর্শ ছড়িয়ে দিতে শুধু নয়, হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের দ্বিতীয়বার ফিরে আসার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তাঁর মৃত্যু মার্কিন দক্ষিণপন্থী রাজনীতিতে বড় ধাক্কা বলেই মনে করা হচ্ছে।

উল্লাস... বৃহস্পতিবার পাটনার এনআইএফটির সমাবর্তন উৎসবে পড়ুয়ারা।

'মোহন' বাঁশিতে ঐক্যের সুর

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : অবসর বিতর্কের মধ্যেই সরসংঘচালক মোহন ভাগবতের সঙ্গে ঐক্যের বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার ছিল আরএসএস প্রধানের ৭৫ তম জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে এদিন ভাগবত প্রশস্তিতে খামতি রাখেননি মোদি। প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'আজ এমন এক ব্যক্তিত্বের জন্মদিন, যিনি বসুধৈব কুটুম্বকমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর গোটা জীবন সামাজিক রূপান্তর, সম্প্রীতি এবং সৌভ্রাতৃত্বের চেতনাকে শক্তিশালী করতে উৎসর্গ করেছেন। আমি মোহন ভাগবতের কথা বলছি। যাঁর ৭৫ তম জন্মদিন ঘটনাচক্রে আরএসএসের শতবর্ষ পূর্তির সঙ্গে একই বছরে পড়েছে।' ভাগবতকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর দীর্ঘ পথচলাকেও স্মরণ করেন মোদি। তিনি বলেন, 'আমাকে যদি মোহনজির দুটি গুণের কথা উল্লেখ করতে হয় তাহলে সেগুলি হল ধারাবাহিকতা এবং মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির মধ্যে তিনি সংগঠন পরিচালনা করেছেন। কিন্তু কখনও সংগঠনের মূল আদর্শের সঙ্গে আপস করেননি।' করোনা অতিমারির সময় ভাগবতের নেতৃত্বে আরএসএসের ভূমিকারও প্রশস্তি শোনা গিয়েছে মোদির মুখে।

স্বামীর অতীত জড়িয়ে ব্যাকফুটে সুশীলা

কাঠমান্ডু, ১১ সেপ্টেম্বর : ২০১৬ সালের ১১ জুলাই প্রধান বিচারপতি হয়ে ইতিহাস গড়েন সুশীলা কার্কি। নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন তিনি। নির্ভীক সুশীলা অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। অবাক করা ঘটনা হল, তাঁর স্বামী দুর্গাপ্রসাদ সুবেদি অতীতে বিমান ছিনতাই করেছিলেন। সেই বিমানে ছিলেন বলিউড অভিনেত্রী মালা সিনহা। অতীতের সেই ঘটনায় কিছুটা ব্যাকফুটে সুশীলা।

সুশীলা প্রধান বিচারপতির একবছরের মেয়াদে বহু নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছিলেন। তদানীন্তন ক্ষমতাসীন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জয়প্রকাশ গুপ্তের কারাদণ্ড, দুর্নীতি দমন দপ্তরের প্রধানকে অপসারণ তাঁর নেতৃত্বে নজিরবিহীন ঘটনা।

স্বচ্ছ ও সাহসী সুশীলার ব্যক্তিগত জীবনের বিতর্কিত অধ্যায়টি তদানীন্তন নেপালি কংগ্রেসের যুব নেতা স্বামী দুর্গাপ্রসাদ সুবেদিকে ঘিরে। নেপালে প্রথম বিমান ছিনতাই কাণ্ডে তিনি যুক্ত। ১৯৭৩ সালের ১০ জুন ১৯ জন যাত্রী নিয়ে বিরাটনগর থেকে

কাঠমান্ডুগামী রয়্যাল নেপাল এয়ারলাইন্সের বিমান ছিনতাই হয়। রাজা মহেন্দ্রর আমলের সেই ঘটনার উদ্দেশ্য ছিল বিমানে থাকা ৩০ লক্ষ টাকা ছিনতাই করে তহবিল গড়া। রাজতন্ত্রের উৎখাতে তা কাজে লাগানো। বিমানটি অবতরণ করে বিহারের ফোর্বসগঞ্জে। টাকা পৌঁছোয় দার্জিলিঙে। সুবেদি, তাঁর সহযোগীরা মুম্বইয়ে ধরা পড়েন। দু'বছর কারাবাসের পর ১৯৭৫ সালে মুক্তি পান।

সুশীলার দৃঢ়তা তাঁকে প্রধান বিচারপতির আসনে বসিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসতে পারবেন? উত্তর দেবে আগামী।

বিধি ভেঙেছেন রাহুল!

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে বিদেশে সুরক্ষা বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলল সিআরপিএফ। রাহুল গান্ধি জেড প্লাস স্তরের অ্যাডভান্সড সিকিউরিটি লিয়াজঁ (এএসএল) নিরাপত্তা পান। যার অর্থ তাঁর চারপাশে এনএসজি কমান্ডো সহ ৫৫ জনের নিরাপত্তাকর্মী থাকেন। কিন্তু সিআরপিএফের ভিভিআইপি সিকিউরিটি প্রধান সুনীল জুনের অভিযোগ, রাহুল গান্ধি নিজের নিরাপত্তা বলয় নিয়ে আদৌ গুরুত্ব দেন না। কারণ, কাউকে না জানিয়ে বেশিরভাগ সময়ই উনি বিদেশসফর করেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে চিঠি লিখে বিষয়টি জানিয়েছে সিআরপিএফ। এই ইস্যুতে বিজেপি স্বাভাবিকভাবেই রাহুল গান্ধির সমালোচনা করেছে। তিনি কি লুকোতে চাইছেন তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে গেরুয়া শিবির। জবাবে কংগ্রেস নেতা পবন খেরার পালটা তোপ, রাহুল গান্ধি যখন ভোট চুরি নিয়ে সরব হয়েছেন, তখনই কেন সিআরপিএফের তরফে চিঠিটি প্রকাশ্যে আনা হল। রায়বেরেলির কংগ্রেস সাংসদ ইয়েলো বুকে থাকা প্রোটোকলের কিছুই মানছেন না বলে জানিয়েছে সিআরপিএফ।

২০% ইথানলে কমেছে গাড়ির 'দৌড়'

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : গাড়িতে ২০ শতাংশ ইথানল মেশানো জ্বালানি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে সরকার, কিন্তু এতে গাড়ির মাইলেজ ও গতি কমতে পারে বলে স্বীকার করেছেন মাহিন্দ্রার এক শীর্ষ কর্মকর্তা। মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রার সিইও নলিনীকান্ত গোল্লাগুণ্ঠা জানিয়েছেন, কোম্পানিটি শিগগিরই গ্রাহকদের জন্য একটি নির্দেশিকা জারি করবে, যেখানে এই নতুন জ্বালানি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সারা দেশের প্রায় ৯০,০০০ পেট্রোল পাম্পে যখন এই ই২০-ই একমাত্র বিকল্প, তখন গ্রাহকদের কী হবে?

অনেক গ্রাহক তাদের পুরোনো গাড়ির কার্যকারিতা নিয়ে উদ্বিগ্ন। গাড়ি নির্মাতারা প্রথমে বলেছিলেন, পুরোনো মডেলগুলির জন্য ই২০ উপযুক্ত কি না তা পরীক্ষা করা হয়নি। কিন্তু পরে সরকারের চাপেই হয়তো নিজেদের অবস্থান পালটে বলেন, এটি ব্যবহার করা নিরাপদ। এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ গাড়ির মালিকরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। তাঁদের মতে, গাড়ির মাইলেজ ও ইঞ্জিন নিয়ে কোম্পানিগুলি সঠিক তথ্য দিচ্ছে না। তবে সুপ্রিম কোর্ট এই জ্বালানি বন্ধ করার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য সব উদ্বেগ উড়িয়ে দিয়ে বলছে, এই ই২০-ই হল ভবিষ্যতের পথ। তারা বলছে, পুরোনো গাড়ির কিছু রাবার পার্টস এবং গ্যাসকেট বদলালেই সমস্যার সমাধান হবে, আর এটা নাকি খুবই সহজ একটি প্রক্রিয়া। এমনকি, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করি দাবি করেছেন, এই ই২০-র বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে প্রচার চলছে, তা আসলে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত'।

এখন প্রশ্ন হল, মাইলেজ কমলে পকেটের ওপর চাপ বাড়বে কি না, আর গাড়ির 'পেটে' ২০ শতাংশ ইথানল দিলে কি শুধু গতিই কমবে, নাকি অন্য কোনও 'সমস্যা'ও হবে?

তদন্তকারীদের বিরুদ্ধেও তদন্ত জরুরি : কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : দুই প্রাক্তন ও পদস্থ সিবিআই আধিকারিকের চারটি আবেদন বাতিল করে ঐতিহাসিক নজির তৈরি করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতি পঙ্কজ মিঠল ও বিপি ভারালের বেঞ্চ তাঁদের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টের রায়ই বহাল রাখল। দিল্লি হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট দুই আধিকারিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের নির্দেশ দিয়েছিল। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, তদন্তকারীদের বিরুদ্ধেও তদন্ত হওয়া উচিত। এতে সার্বিক ব্যবস্থার ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে। দিল্লি পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার ও সিবিআই-এর প্রাক্তন যুগ্ম অধিকর্তা নীরজ কুমার ও তৎকালীন তাঁর অধস্তন ও দিল্লি পুলিশের এসিপি বিনোদ পান্ডের দায়ের করা চারটি আবেদনই গতকাল খারিজ করেছে।

সর্বোচ্চ আদালত আগেও সিবিআইকে ভর্ৎসনা করেছে। এবারও সিবিআই অফিসারদের তুমুল সমালোচনা করল। শীর্ষ আদালত আরও জানিয়েছে, দিল্লি পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার কিংবা তার থেকেও উচ্চতর পদমর্যাদার কোনও আধিকারিককে দিয়ে তদন্ত করাতে হবে।

হরপ্পা লিপি নিয়ে বিশেষ সম্মেলন, থাকছেন নমো

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে অন্যতম বড় রহস্য উন্মোচনের পথে বড় পদক্ষেপ করল ভারত। হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতার অমীমাংসিত লিপি পাঠোদ্ধারকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার থেকে তিনদিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হল নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টস-এ।

সম্মেলনে একই মঞ্চে থাকছেন প্রত্নতত্ত্ববিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ, কম্পিউটার বিজ্ঞানী, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকরা। ১২ সেপ্টেম্বর সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ১৩ সেপ্টেম্বর উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

হরপ্পা ও মহেন-জো-দারো সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯২১-২২ সালে। এক শতাব্দীরও বেশি গবেষণার পরেও সেই সভ্যতা থেকে উদ্ধার হওয়া সিলমোহর ও ফলকে খোদাই করা লিপির অর্থ আজও অজানা। গবেষকদের মতে, এটি যেন এক অসম্পূর্ণ 'জিগস পাজল'। টুকরোগুলি রয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ছবিটি মেলে না।

হরপ্পা লিপিতে রয়েছে ৪০০ থেকে ৭০০টি স্বতন্ত্র চিহ্ন। ৫,০০০-এরও বেশি নিদর্শনে এই লিপি পাওয়া গিয়েছে প্রধানত সিলমোহর, টেরাকোটা ফলক, তামার সরঞ্জাম ও ভাঙা পাত্র। অধিকাংশ লেখাই অতি সংক্ষিপ্ত, গড়ে মাত্র পাঁচটি চিহ্ন নিয়ে গঠিত। ধোলাভিরার বিখ্যাত সাইনবোর্ডই একমাত্র ব্যতিক্রম, যেখানে রয়েছে

২৬টি অক্ষর। এই সংক্ষিপ্ততাই পাঠোদ্ধারের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। গবেষকরা মনে করেন, এগুলি প্রশাসনিক বা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হত, তবে এর প্রকৃত তাৎপর্য এখনও অধরা।

এই সম্মেলন এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন বিশ্বজুড়ে হরপ্পা লিপি নিয়ে নতুন করে উৎসাহ তৈরি হয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনও ঘোষণা করেছেন, যে কেউ বিশ্বাসযোগ্যভাবে হরপ্পা লিপি পাঠোদ্ধার করতে পারলে তাঁকে দেওয়া হবে ১ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার। এই ঘোষণা গবেষকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করেছে।

এ প্রসঙ্গে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বহতা মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'কোনও গবেষকই এখনও বলতে পারেন না যে হরপ্পা লিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয়ে গিয়েছে। আমার গবেষণায় মনে হয়েছে, এটি কোনও বর্ণনির্ভর লিপি নয়। সম্ভবত প্রাচীন বাণিজ্য ও শুল্কনীতির তথ্য এতে রয়েছে।'

খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে বিস্তৃত এই সিন্ধু সভ্যতা আজকের পাকিস্তান থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল। নগর পরিকল্পনা, বাণিজ্যিক সাফল্য ও কারুশিল্পের জন্য বিশ্বখ্যাত এই সভ্যতার প্রকৃত ভাষা ও লিপি আজও ইতিহাসবিদদের কাছে এক মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়েই রয়েছে।

বিহারে আরজেডি কর্মী খুন

পাটনা, ১১ সেপ্টেম্বর : বিহারে বিধানসভা ভোটের মুখে খুন হলেন আরজেডি কর্মী রাজকুমার ওরফে আলা রাই। বুধবার রাতে রাজেন্দ্রনগর টার্মিনালের কাছে তাঁকে গুলি করে দুই দুষ্কৃতী। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল আরজেডি-র কর্মী খুনকে কেন্দ্র করে হইচই পড়ে গিয়েছে। রাজকুমারের দিদি শীলা দেবী বৃহস্পতিবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'খুনিরা গ্রেপ্তার না হলে আমরা ভাইয়ের শেষকৃত্য করব না। রাস্তা ও থানা ঘেরাও করব।' রাজকুমার একসময়ে আরজেডিতে থাকলেও মতবিরোধের কারণে দল ছাড়েন। তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হিসেবে রাঘোপুর বিধানসভা আসনে প্রার্থী হওয়ার কথা ছিল বিতর্কিত জমি কেনাবেচার ব্যবসায় জড়িত রাজকুমারের। রাঘোপুরেরই বিধায়ক তেজস্বী।

বৃহস্পতিবার পাটনা (পূর্ব)-র পুলিশ সুপার পরিচয় কুমার জানিয়েছেন, বৈশালীর রাঘোপুরের বাসিন্দা রাজকুমার গতকাল রাত ১০টা নাগাদ রাজেন্দ্রনগর টার্মিনালের কাছে দুই দুষ্কৃতীর গুলিতে নিহত হন।

সফরের আগে টানটান মণিপুর

ইম্ফল, ১১ সেপ্টেম্বর : শনিবার মণিপুরে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। তাঁর সফরের আগে আক্ষরিক অর্থেই দুর্গে পরিণত করা হয়েছে ইম্ফলের কাংলা ফোর্টকে। ইতিমধ্যে দুর্গ সহ আশপাশের এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেছেন স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল। উত্তেজনা রয়েছে রাজ্য বিজেপি দপ্তরেও। বিজেপির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সম্বিত পাত্র ইতিমধ্যে ইম্ফলে দলের বিধায়কদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক সেরে নিয়েছেন।

শিং নেই তবু... কালীঘাটে বৃহস্পতিবার। -রাজীব মণ্ডল

কমিটি গড়ছে তৃণমূল

লক্ষ্য এসআইআর মোকাবিলা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : অক্টোবরে পুজোর পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সহ কয়েকটি রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন(এসআইআর) করা হবে বলে বুধবারই মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে মুখ্য নির্বাচন কমিশন। এসআইআর নিয়ে যখন কমিশন প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তৃণমূলও এই ইস্যুতে লাগাতার আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করে দিতে চাইছে। অভিষেকের নেতৃত্বে দলের রাজ্যস্তরের একটি কমিটি তৈরি করা হচ্ছে। ওই কমিটি জেলাস্তরে কোথায় কত ভোটারের নাম বাদ যাচ্ছে, তা নিয়ে প্রয়োজনীয় রূপরেখা তৈরি করবে।

বুধবারই এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অভিষেকের কথা হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই এসআইআর-এর বিরুদ্ধে তৃণমূলের আন্দোলনের রূপরেখা ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যস্তরের ওই কমিটি প্রতিটি জেলায় একটি করে কমিটি তৈরি করবে। ওই কমিটি বুথভিত্তিক ভোটার তালিকা পর্যালোচনা করবে। মঙ্গলবারই মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ প্রস্তাব দিয়েছিলেন, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডকেও পরিচয়পত্র হিসেবে বিবেচনা করা হোক। কিন্তু বৃহস্পতিবারই কমিশনের পক্ষ থেকে নবান্নকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডকে পরিচয়পত্র হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। এতে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ নবান্ন।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামাঞ্চলে এখনও যাঁদের আধার কার্ড নেই, তাঁদের দ্রুত আধার কার্ড করিয়ে দিতে দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আধার কার্ডকে পরিচয়পত্র হিসেবে বিবেচনা করতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ফলে কমিশনের বিরুদ্ধে অস্ত্র পেয়েছে এই রাজ্যের শাসকদল। কিন্তু সীমান্তবর্তী জেলার সংখ্যালঘু ভোটারদের নাম পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়ার চেষ্টা বিজেপি করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। সেই জায়গা থেকে পালটা মোকাবিলার রাস্তা খোলা রাখছে তৃণমূল। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'বিহারে এসআইআর দেখলে স্পষ্ট বোঝা যাবে, রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে বিজেপি কমিশনকে ব্যবহার করেছে। তাই সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা এই রাজ্যে একজন ভোটারের নাম বাদ গেলেও পালটা কমিশনকে চেপে ধরব। বিজেপির স্বার্থ চরিতার্থ আমরা এখানে করতে দেব না।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য বলেন, 'বাংলাদেশিদের নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে। সেই জন্যই এসআইআর হচ্ছে। তাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে তৃণমূল।'

ব্রাত্যর মন্তব্যে ক্ষোভ চাকরিপ্রার্থীদের

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : আন্দোলনের যৌক্তিকতাই নেই। বৃহস্পতিবার সারাদিন জুড়ে টানা বিক্ষোভ-ধস্তাধস্তি-পুলিশি ধরপাকড়ের পর ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের উদ্দেশে এই বার্তাই দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ৫০ হাজার শূন্যপদের দাবিতে দফায় দফায় আন্দোলনে যখন বিধানসভা চত্বর উত্তাল, ঠিক তখনই ব্রাত্য বললেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি কিছুদিন আগেই জানিয়েছেন শূন্যপদ তৈরির কাজ চলছে। শূন্যপদ নির্দিষ্ট করে কত বলা হয়নি। এদিকে শূন্যপদ ৫০ হাজার, ৫১ হাজার বলে খাইয়ে দেওয়া হচ্ছে।' এরপরেই এই মন্তব্যের বিরোধিতায় সন্ধের পর চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ হাজির হন ব্রাত্যের বাড়ির সামনে। তাঁদের পালটা যুক্তি, '৫০ হাজার শূন্যপদের কথা গৌতম পাল নিজেই জানিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীও নতুন শূন্যপদের কথা বলেছিলেন। তারপরেও আজ এমন কথা বললেন কেন শিক্ষামন্ত্রী?'

এদিন বিধানসভার ২ ও ৩ নম্বর গেটের সামনে আন্দোলনকারীরা বসে পড়লে তাঁদের ১৪৪ ধারা জারি থাকায় উঠে যেতে হুঁশিয়ারি দেন পুলিশ আধিকারিকরা। চাকরিপ্রার্থী অদিতি কর্মকার প্রশ্ন তোলেন, 'স্বচ্ছভাবে টেট পাশ করা সত্ত্বেও তিন বছর ধরে সরকার কেন ইন্টারভিউ নোটিশ দিচ্ছে না?' তারপরেই তাঁদের একাংশ ব্রাত্যের বাড়ির সামনে অবস্থান শুরু করলে সেখানেও পুলিশ তাঁদের ওপর চড়াও হয়।

চাকরিপ্রার্থী মোহিত করাতি বলেন, 'পুলিশ আমাদের শিক্ষামন্ত্রী, মুখ্যসচিব ও পর্ষদ সভাপতির সঙ্গে একত্রে আলোচনার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়ায় আমরা অবস্থান তুলে নিয়েছি। পুলিশ দ্রুত বৈঠক না করলে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করব।' এদিন ব্রাত্যের আরও আশ্বাস, 'জেলাস্তরে শূন্যপদ নির্ণয়ের কাজ শেষ। আগামী দু-একদিনের মধ্যেই তালিকা বের হবে।' শুভেন্দু অধিকারীর কটাক্ষ, 'আমি আজ বিধানসভায় উপস্থিত থাকলে অবশ্যই পদক্ষেপ করতাম।'

সবাই কেন ভুগবেন, প্রশ্ন বিচারপতির

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : প্রাথমিকে পদ্ধতিগত দুর্নীতি হয়েছে। ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় এই মর্মে জোর সওয়াল করলেন বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার তিনি অভিযোগ করেন, প্যানেল প্রকাশ, ওএমআর শিট তৈরি, মেধাতালিকা প্রকাশ সহ যে কাজগুলি পর্ষদের করার কথা ছিল, তা এস বসুরায় কোম্পানিকে দিয়ে করানো হয়েছে। এদিন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রর ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে প্রাথমিকে চাকরিহারার সংখ্যা কমাতে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরাই। তাঁদের তরফে আইনজীবী সৌম্য মজুমদার সওয়াল করেন, 'অপ্রশিক্ষিত প্রাথমিক শিক্ষকদের অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের জন্য ৫ নম্বর দেওয়া হোক। অথবা সবার অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের নম্বর শূন্য করে দেওয়া হোক।'

বিচারপতি চক্রবর্তী প্রশ্ন তোলেন, 'সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া খারিজ করা হলে এই চাকরিপ্রার্থীরা চাকরি হারাবেন। সকলকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির জন্য সকলে কেন তার ফল ভোগ করবে? কী করে দুর্নীতির সঙ্গে এদের লিংক করবেন?' তারপরই আইনজীবী সৌম্য মজুমদার বলেন, 'পুনর্গঠন করে নতুন প্যানেল তৈরি করা যেতে পারে।' ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, 'এটা কী করে সম্ভব? প্রশিক্ষিতদের তাহলে কী হবে?' সৌম্যবাবু যুক্তি দেন, 'তাঁরা প্রশিক্ষিত হওয়ার কারণে এমনিতেই ১৫ নম্বর বেশি পেয়ে থাকেন। ফলে তাঁদের অসুবিধা নেই।' বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, 'ন্যায়বিচার পেতে সত্যের অগ্রভাগ পর্যন্ত যেতে হয়। অনুচ্ছেদ-১৬ লঙ্ঘিত হয়েছে। সমস্তটাই পদ্ধতিগত দুর্নীতি। আগে থেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত পরিকল্পনা নিয়ে সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়েছে।' পরবর্তী শুনানি ২২ সেপ্টেম্বর।

‘আমরা নির্দোষ’, দাবি পরেশ-অঙ্কিতা-পার্থর

আর্জি খারিজ নিম্ন আদালতের

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ অধিকারী, তাঁর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারী, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়রা আদালতে নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করলেন। সিবিআইয়ের এই মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন তাঁরা। তবে নিম্ন আদালতের বিচারক তাঁদের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। এই মামলায় পরেশ, অঙ্কিতা, পার্থ সহ মোট ২১ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে। শীঘ্রই এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের মামলায় বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হবে। সম্প্রতি নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ, গ্রুপ-সি'র নিয়োগ দুর্নীতিতে চার্জশিট দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। অভিযুক্ত ৪০ জনেরও বেশি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেছিলেন। পরেশ, অঙ্কিতা, পার্থদের জামিনের আর্জি মঞ্জুর করা হয়েছিল। এবার চার্জ গঠনও সম্পন্ন হল।

এদিন আদালতে হাজির ছিলেন কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশ ও তাঁর মেয়ে। তাঁরা আদালতে দাবি করেন, তাঁরা নির্দোষ। অঙ্কিতা নিজের যোগ্যতাতেই চাকরি পেয়েছেন। অঙ্কিতা চাকরি পাওয়ার সময় তাঁর বাবা অর্থাৎ পরেশ কোনও পদেই ছিলেন না। ফলে প্রভাব খাটানোর যুক্তি টেকে না। তাই এই মামলা থেকে তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হোক। তবে এই আর্জি খারিজ করেছেন বিচারক। এদিন ভার্চুয়ালি হাজিরা দিয়েছেন পার্থ। বুধবার তাঁর চোখের অস্ত্রোপচার হয়েছে। তাই কালো চশমা পরেই ভার্চুয়ালি দেখা যায় তাঁকে। তিনিও এদিন নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে মামলা থেকে মুক্তি চান। তাঁর আইনজীবী সওয়াল করেন, সিবিআইয়ের চার্জশিট ও এফআইআরে প্রথমে পার্থর নাম ছিল না। সিবিআইয়ের যুক্তি ভিত্তিহীন। ভার্চুয়ালি সওয়াল করে পার্থ বলেন, 'আমি শিক্ষামন্ত্রী ছিলাম। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি নির্দোষ।' তারপরই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় ও এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গ তুলে বিচারক বলেন, 'আপনি এদের পদে বসিয়েছিলেন।' একপ্রকার এদের ঘাড়েই দায় ঠেলে পার্থর বক্তব্য, 'আমি ২৫ বছর ধরে বিধায়ক। আমাকে সাড়ে ৩ বছর ধরে আটকে রাখা হয়েছে। এসএসসি একটি স্বশাসিত সংস্থা। ওরা নিজেরা নিয়োগ করেছে। আমি মন্ত্রী হওয়ার আগে থেকে সুবীরেশ চেয়ারম্যান ছিলেন। কল্যাণময় মধ্যশিক্ষা পর্ষদে ছিলেন।' তবে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর আর্জিও খারিজ করে দিয়ে চার্জে তাঁকে যুক্ত করেছেন বিচারক। সিবিআইয়ের কোনও মামলায় এই প্রথমবার চার্জ গঠন হল। এদিন একাদশ ও দ্বাদশের নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ, পরেশ, অঙ্কিতা, সুবীরেশ, শান্তিপ্রসাদ সিনহা, কল্যাণময়, সমরজিৎ আচার্য, পর্ণা বসু, পঙ্কজ বনশল, নীলাদ্রি দাস সহ মোট ২১ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন সম্পন্ন হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, তথ্যপ্রমাণ আড়াল করা, নথি জাল, জালিয়াতি সহ বেশ কয়েকটি ধারায় চার্জ গঠন করা হয়েছে।

আদালতে শুভেন্দু

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : বিধানসভার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। এতে আদালতের নির্দেশ অমান্য হয়েছে, এই অভিযোগে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন শুভেন্দু।

মেয়াদ বাড়ল

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : এ বছর সরকারি কর্মচারীদের এলটিসি এবং এইচটিসি নেওয়ার আবেদনের মেয়াদ বাড়াল রাজ্য সরকার। এ বছর ওই সুযোগ নিতে কর্মচারীদের আবেদন করার সময়সীমা ছিল আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার নবান্ন বিজ্ঞপ্তি জারি করে তার মেয়াদ বাড়িয়ে আগামী বছর ২০২৬-এর ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে।

যুক্তি নাকচ

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : বীরভূমের পরিযায়ী শ্রমিক দুই পরিবারকে বাংলাদেশে পুশব্যাকের মামলায় এবার কেন্দ্র ও দিল্লি পুলিশকে জানাতে হবে কোথা থেকে তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। এই মামলা শোনার এক্তিয়ার কলকাতা হাইকোর্টের নেই বলে দাবি করেছিল কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার সেই যুক্তি আপাতত উড়িয়ে দিয়েছে আদালত।

রাজ্যে উপ নির্বাচন কমিশনার

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : এসআইআর-এর প্রস্তুতি সরেজমিন খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসছেন পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। ১৮ সেপ্টেম্বর দু'দিনের সফরে রাজ্যে আসছেন তিনি। ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে সর্বভারতীয় সিইও কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। বৈঠকে এসআইআর নিয়ে রাজ্যের প্রস্তুতি বিষয়ক একটি রিপোর্ট দিয়েছেন তিনি। ওই বৈঠকেই প্রত্যেক রাজ্যকে এসআইআর-এর ব্যাপারে বিহার মডেলকে অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছে কমিশন।

আগ্রহের প্রকাশ

হাসপাতাল বা পিএসইউ হাসপাতাল বা দাতব্য হাসপাতালসমূহের তালিকাভুক্তিকরণ

এন.আই.টি. নং : এমইডি/সিএমএস/ জেএমপি/এমপ্যানেলমেন্ট/২৫ তারিখ ১০.০৯.২০২৫ জামালপুরের রেলওয়ে সুবিধাভোগীদের ক্যাশলেসে চিকিৎসা এবং সিটি স্ক্যান/এমআরআই ও হিমোডায়ালিসিস সহ রেডিওলজিক্যাল অনুসন্ধান সিজিএইচএস পাটনা-র দরহার – এনএবিএইচ/ নন-এনএবিএইচ বা হাসপাতালের ট্যারিফ হারের মধ্যে যেটি কম হবে সেটিতে করার ব্যবস্থা করতে, বিহার/ঝাড়খণ্ড/পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবস্থিত সিজিএইচএস/ইসিএইচএস/ ইএসআইসি তালিকাভুক্ত সুপারস্পেশালিটি/মাল্টি স্পেশালিটি/সিঙ্গল স্পেশালিটি হাসপাতাল বা অন্য কোনো পিএসইউ হাসপাতাল বা দাতব্য হাসপাতাল দুই বছরের জন্য তালিকাভুক্তিকরণের উদ্দেশ্যে চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, ওয়ার্কশপ রেলওয়ে হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, জামালপুর কর্তৃক আগ্রহের প্রকাশ আহ্বান করা হচ্ছে। **পারফরমেন্স ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি (পিবিজি) :** মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল ১০০০০০০ টাকা (দশ লাখ)। দাতব্য হাসপাতাল ৫০০০০০ টাকা (পাঁচ লাখ)। সিঙ্গল স্পেশালিটি হাসপাতাল ২০০০০০ টাকা (দুই লাখ)। চুক্তির সময়ে পারফরমেন্স গ্যারান্টি হিসেবে উপরোক্ত মূল্য দাখিল করতে হবে। **তালিকাভুক্তির মেয়াদঃ** দুই বছর। **দাখিল করার শেষ তারিখ ও সময় এবং ইওআই খোলার তারিখ ও সময়ঃ** বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে। **ইওআই নথি যে কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে তার ঠিকানা :** চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, ওয়ার্কশপ রেলওয়ে হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, জামালপুরের কার্যালয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত বিকেল ৩টে অবধি যেকোনো কাজের দিনে। **ওয়েবসাইট ঠিকানাঃ** এই সংক্রান্ত সম্পূর্ণ তথ্যাদি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে : **https://er.indianrailways.gov.in/ (Eastern Railway>> About us >> Workshop >> Jamalpur >> Department >> Medical >> EOICT Private Hospital).** ইওআই-এর মূল্য (নগদে/ডাক মারফতে) : শূন্য।

চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, জামালপুর

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Ministry of Culture
Government of India

ভারতের অমূল্য পাণ্ডুলিপির ঐতিহ্যকে সমগ্র বিশ্বের জন্য সংরক্ষণ, ডিজিটাইজিং এবং প্রচার করা

জ্ঞান ভারতম

আন্তর্জাতিক সম্মেলন

১১ই থেকে ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫

- জ্ঞানের আদান-প্রদানের জন্য জাতীয় ডিজিটাল ভাণ্ডার
- ১ কোটির বেশি পাণ্ডুলিপির জরিপ, নথিভুক্তিকরণ, সংরক্ষণ এবং ডিজিটাইজেশন
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রদর্শনশালা, গ্রন্থাগার, আধ্যাত্মিক সংস্থা এবং ব্যক্তিগত সংগ্রাহকদের সঙ্গে ব্যাপক অংশগ্রহণের জন্য অংশীদারিত্ব

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ

- ৮টি কার্যনির্বাহী দলের উপস্থাপনা
- জ্ঞান ভারতম এর উপর বিশেষ চলচ্চিত্র

প্রধান অতিথি

শ্রী নরেন্দ্র মোদি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

তারিখ : ১২ই সেপ্টেম্বর ২০২৫, সময় : বিকেল ০৪:০০

স্থান : বিজ্ঞান ভবন, দিল্লি

CBC 09101/13/0016/2526

মহামান্বিত উপস্থিতি

শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত

মাননীয় সংস্কৃতি এবং পর্যটনমন্ত্রী

ভারত সরকার

ডিডি নিউজে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানটি দেখুন।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১১৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৬ ভাদ্র ১৪৩২

নয়া উৎকণ্ঠা এসআইআরে

সাধারণ মানুষের উৎকণ্ঠা-আতঙ্কের মধ্যে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে দিল, অক্টোবরে পুজোর মরশুম শেষ হলে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বাকি অংশে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) শুরু হয়ে যাবে। বাংলায় এর আগে এসআইআর হয়েছিল ২০০২ সালে। আতঙ্ক তো দূরের কথা, তেইশ বছর আগে এসআইআর নিয়ে রাজ্যবাসীর কোনও হেলদোল ছিল না। অথচ আজকের চিত্রটা সম্পূর্ণ বিপরীত।

একদিকে সদ্য বিহারে এসআইআর নিয়ে মিডিয়ায় ভীতিপ্রদ নানা খবর। কখনও ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়া, কখনও 'মৃত' ভোটারদের দিল্লি নিয়ে গিয়ে শীর্ষ আদালতে হাজির করানো। অন্যদিকে রয়েছে, বাংলায় এসআইআর নিয়ে কমিশনকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী তখন দিঘায়। এসআইআরের নামে বিহারে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠকে দীর্ঘক্ষণ তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।

তখন থেকেই তিনি রাজ্যবাসীকে সতর্ক করছেন, সমীক্ষক দল কারও বাড়িতে গেলে তাদের যেন কোনও কাগজপত্রই না দেখানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী তো নিদান ঘোষণা করেই খালাস! সাধারণ মানুষ পড়েছেন আতান্তরে। এসআইআর নিয়ে বিতর্কের কারণ, ১৯৮৭-র পর জন্ম হলে নাগরিকত্ব প্রমাণে নিজের এবং মা-বাবার যে ১১টি নথি জমা দিতে বলেছে কমিশন, সেগুলোর অধিকাংশই বেশিরভাগ মানুষের নেই।

এ রাজ্যে এসআইআর শুরু হলে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা নিশ্চয়ই হবে। তখন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে জনগণের করণীয় কী? স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। কিছুদিন আগে দক্ষিণ কলকাতার রিজেন্ট পার্কের আনন্দপল্লি এলাকার বাসিন্দা দিলীপকুমার সাহা (৬৮) দিনরাত টিভিতে এনআরসি-সিএএ সংক্রান্ত খবর শুনতে শুনতে প্রলাপ বকতেন, এরপর তাঁকে আটক করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ভদ্রলোক ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের নবাবগঞ্জ থেকে এ রাজ্যে এসেছিলেন। ভোটার-আধার-প্যান তিনটে কার্ডই বৃদ্ধের ছিল।

তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর আতঙ্কে ভুগছিলেন। শেষে সকলের অগোচরে একদিন গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়লেন। পরিবারের লোকজন, পাড়াপ্রতিবেশী বৃদ্ধের আত্মহত্যার কারণ হিসেবে সিএএ-এনআরসি আতঙ্ককেই দায়ী করেছেন। সমস্ত দৈনিক, নিউজ চ্যানেলে খবরটি ফলাও করে প্রচার হয়েছিল। শুধু এ রাজ্যেই নয়, বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিকেও খবরটি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছিল। এ রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এই আত্মহত্যার দায় কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন।

রিজেন্ট পার্ক এলাকার আত্মঘাতী বৃদ্ধের মতো অবস্থা আমাদের অধিকাংশের। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড আছে বটে, কিন্তু আর কিছু নেই। নির্বাচন কমিশন পরিচয়পত্র হিসেবে যে এগারোটি নথিকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তার মধ্যে আধার কার্ড নেই। কিন্তু শীর্ষ আদালত ১০ জুলাই থেকে ৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চারবার আধারকে পরিচয়পত্র হিসেবে মান্যতা দেওয়ার জন্য কমিশনকে বলেছে। কমিশনের তরফে ততটা সদিচ্ছা দেখা যায়নি।

যাঁদের আধার কার্ড নেই, মুখ্যমন্ত্রী দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে তাঁদের করিয়ে দিতে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন। আধারকে পরিচয়পত্রের স্বীকৃতি দিলেও সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য বলেছে, আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। স্বভাবতই রাজ্যবাসী হতভম্ব তো বটেই, হতাশও। আধার কার্ড যদি নাগরিকত্বের প্রমাণ না হয়, তাহলে সরকারি-অসরকারি যাবতীয় কাজে আধার নম্বর আবশ্যক কেন? এরকম আরও অনেক কেনর কোনও উত্তর নেই।

যেহেতু বছর শেষে বিহারে ভোট, তাই ওই রাজ্য থেকেই এসআইআর শুরু হওয়ায় জল্পনা কম নয়। তারপর ভোট পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অসম, কেরল, পুদুচেরিতে। পুজো মরশুমের শেষে অক্টোবরে সর্বত্র এসআইআর শুরু হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন, বাংলার একজন ভোটারের নামও যদি বাদ যায়, তাহলে দিল্লি গিয়ে নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তর ঘেরাও করবেন। বিহারের মতো পরিস্থিতি বাংলাতে সৃষ্টি হলে কমিশন বনাম নবান্ন সংঘাত অনিবার্য।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

- শ্রীঅরবিন্দ

বাঙালির জীবনে পুজো এখন প্যাকেজ

কর্পোরেট মোড়কে পুজোকে মুড়ে ফেলার ফলে ছোট ছোট অনুভূতি হারিয়ে গিয়েছে।

জয়দীপ সরকার

আমাদের বেড়ে ওঠার দিনগুলোতে দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জের মতো ছোট ছোট শহরে অনেক সংখ্যায় ডেকোরেটার্স ছিল না। পোশাকি নাম তার অন্য হলেও, দিনহাটা শহরে সবচাইতে পরিচিত ডেকোরেটার্স ছিল 'কালা হুটু'র ডেকোরেটার্স'। পুজোর দিনগুলোতে কালা হুটু নামের অভিন্ন হৃদয় দুই বন্ধু আমাদের কাছে ছিলেন সেলিম-জাভেদ বা জয়-বীরুর মতো। শিমুল কাঠের ফ্রেমের উপর লাভলি কাপড় আলপিনে এঁটে গোটা শহরে দু-চারটা বড় পুজোর মণ্ডপ তৈরি করতেন তাঁরা, যেগুলো ছিল আমাদের বিগ বাজেটের পুজো। পাড়ার শিল্পীদের নির্দেশনায় পাটকাঠি, পাটের আঁশ, মাটির কাজ, বাঁশ এসব দিয়েও প্রচুর অসাধারণ প্যান্ডেল তৈরি হত তখন। দিনহাটা কলেজপাড়ার পুজোয় শ্যামল ধরের সৃষ্টির জন্য অপেক্ষায় থাকত গোটা জেলা। সাম্প্রতিক সময়ে যাকে 'থিমপুজো' বলা হয়, আটের দশকে দিনহাটা কলেজের মাঠে সেসব দেখেছি আমরা। শ্যামলকাকুর পুজোমণ্ডপের ফিনিশিং টাচ অবশ্য সপ্তমীর সন্ধ্যার আগে শেষ হয়ে উঠত না। অষ্টমী-নবমী এই দুই রাতে দিনহাটা শহরের রাস্তায় গ্রামাঞ্চলের মানুষের ঢল নামত।

কিন্তু বিগত এক-দেড় দশকে দিনহাটার মতো মফসসল শহরগুলোর দুর্গাপুজোর চরিত্রে আমূল বদল এসেছে। না, বদল মানেই খারাপ তা নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে আধুনিকতা সমাজে বা জীবনে আসে, তাকে যদি আমরা মেনে নিতে না পারি সেটা আমাদের ব্যর্থতা। পুজোর সাবেকিয়ানার জায়গা দখল করেছে 'ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট'-এর সংস্থাগুলো। চোখধাঁধানো যার প্রতিটি আয়োজন। এর পজিটিভ দিক অবশ্যই আছে। শুধুই আমোদ বেড়েছে আমাদের, তাই নয়। প্রান্তিক মানুষের হাতে পুজোকে কেন্দ্র করে অর্থ উপার্জনের সুযোগও বেড়েছে অনেকটাই। সার্বিকভাবেই পুজো এখন একটা আর্থিক কর্মকাণ্ডও বটে। কিন্তু কর্পোরেট মোড়কে পুজোকে মুড়ে ফেলার ফলে ছোট ছোট অনুভূতি হারিয়ে গিয়েছে। এখন আর ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় পাড়ার কোনও উদ্যমী দাদাকে নাওয়াখাওয়া মাথায় রেখে প্যান্ডেলে রং ঘষতে দেখা যায় না। সপ্তমীর সকালে 'কাঠের গুঁড়োর রং এখনও শুকোয়নি' বলে আলপনা আঁকার দায়িত্বে থাকা পাড়ার দিদিদের চিৎকার চ্যাঁচামেচি শোনা যায় না। সেসব এখন অতীত। এখন মেদিনীপুর, নদিয়া থেকে প্রশিক্ষিত পেশাদার লোকজন 'কলকাতা স্টাইল'-এর প্যান্ডেল নিয়ে চলে আসে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসেই। আমাদের বাবা-ঠাকুরদারা যেটা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, সেই 'খুঁটিপুজো' এখন পাড়ায় পাড়ায় মিনি উৎসবের রূপ নিয়েছে।

বিগত কয়েক বছর ধরে মহালয়াতেই কলকাতা থেকে ভার্চুয়ালি জেলার পুজোর উদ্বোধন করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী, তারপর থেকেই শুরু হয় 'প্যান্ডেল হপিং'। গ্রামবাংলাও এখন সেই স্টাইলে মেতেছে। কিন্তু মুশকিল হল, আমাদের গোটা রাজ্যে কলকাতার মতো বড় আয়তনের শহর আর তেমন নেই বলে ছোট ছোট শহরে ট্রেন-বাস-অটো করে শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটতে হয় না ঠাকুর দেখতে। একবার হাঁটলে এক সন্ধ্যায় সব পুজো দেখা হয়ে যায়। তাই পুজোর অনেক আগেই অনেকে পাহাড় বা সমুদ্রে পুজোর ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা সাজিয়ে নেন। আসলে পুজোয় বেড়াতে গেলে পুজো মিস করার যে দুঃখবোধ, এখন সেটা তৈরি হওয়ার ব্যাপারই নেই।

দ্বিতীয়া থেকে পঞ্চমী ঠাকুর দেখা, আর ষষ্ঠীতে পাহাড়, সমুদ্র বা জঙ্গল যাত্রা। মধ্যবিত্ত জীবনে পুজোকে কেন্দ্র করে এভাবেই এখন গড়ে ওঠে একটা পরিপূর্ণ প্যাকেজ। কিন্তু এই প্যাকেজের দৌলতে হারিয়ে যাচ্ছে পাড়ার পুজোর প্যান্ডেলে নস্টালজিক আড্ডার আসর, যদিও সেই আড্ডাকে মিস করে না বর্তমান প্রজন্ম। আর এই মিস না করার কারণটা কিন্তু খুব সোজা। জীবন দর্শনের একটা শূন্যতা গ্রাস করেছে আমাদের চারদিক। এই শূন্যতা বুঝতে বোধহয় এটুকুই যথেষ্ট যে, রবি ঠাকুর আর নরেন্দ্র মোদির ছবিও আলাদা করে চেনে না বলে দুটোকেই একসঙ্গে আগুন দেয় এই প্রজন্মেরই একটা অংশ।

কিন্তু পুজোর এই বিবর্তনকে আমরা আটকে রাখতে পারতাম কি? উত্তর, না। আমাদের ছোট ছোট শহরেও চারদিকে এখন এত শপিং মল, মাল্টি কিউজিন রেস্টুরেন্ট, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, সেসবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুর্গাপুজোকেও তো সাবেকিয়ানা থেকে বেরিয়ে হয়ে উঠতেই হত একটা বড় ইভেন্টে। কিন্তু এই যে বেড়ে ওঠা, সেটা কি প্রগতি না অসম উন্নয়ন?

উত্তরবঙ্গের বড় শহর শিলিগুড়ি। তার একটা কসমোপলিটান চেহারা আছে। মালদা বা কোচবিহারের মতো জেলা সদরে আছে জনসংখ্যার আধিক্য। স্বভাবতই এইসব শহরে শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স ইত্যাদির আবির্ভাব খুব স্বাভাবিক। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে যেটা আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান এসবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু যেটা ভাবার, মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা, ধূপগুড়ি, কামাখ্যাগুড়ি, তুফানগঞ্জ এইরকম ছোট শহরেও এখন এই যে একাধিক শপিং মলের উপস্থিতি, তার পেছনে আর্থিক জোগানের পরিকাঠামো কী? বিগত কয়েক দশকে এই অঞ্চলগুলোতে কোনও শিল্পায়ন ঘটেনি। সরকারি চাকরির বাজারও সংকুচিত হয়েছে ক্রমাগত। তাই সাধারণ অঙ্কের হিসেবে এইসব মফসসল শহরে নগরায়ণের গতি শ্লথই হওয়া উচিত। কিন্তু হচ্ছে ঠিক উলটোটা।

আসলে একটা নির্মম বাস্তব হচ্ছে এই যে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরা সমাজের যে শ্রেণিকে 'লুম্পেন প্রলেতারিয়েত' বলে চিহ্নিত করতাম, তারা আজ 'লুম্পেন বুর্জোয়া'তে রূপান্তরিত হয়েছে। তারাই সমাজের নানান স্তরে অনৈতিক কাজকর্ম করে খোলামকুচির মতো টাকা উপার্জন করছে। বাংলার সাবেকি শিক্ষা-সংস্কৃতি-মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে, ভোগবাদের বাইরে তাদের কোনও দর্শন নেই। তারাই এখন সাধারণ মানুষের ইচ্ছা, অনিচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের চাহিদা মেটাতেই প্রাদুর্ভাব এইসব মল-সংস্কৃতির। বাঙালি অস্মিতার যতই স্লোগান তুলি আমরা, এই নব্য বুর্জোয়া শ্রেণির বদান্যতায় উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি ঢুকে পড়ছে মফসসল বাংলার মননে, জীবনে। তাদের দৌরাত্ম্যেই হারিয়ে যাচ্ছে সাবেকি বাংলা।

দায় কার? উত্তর যদি খুঁজতে হয়, বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজকেই নিজেদের আগে আয়নায় দাঁড়াতে হবে। এটা বুঝতে হবে, এক সময় গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ থেকে আমরা সম্পূর্ণ বিনিয়োগ সরিয়ে নিয়েছিলাম কৃষক-শ্রমিক সংগঠনে। কারণ, কৃষক, শ্রমিক মিছিলে ভিড় বাড়িয়েছে। আমরা রবি ঠাকুরকে ড্রয়িংরুম থেকে বের করিনি। তাঁর বিবিধ সমাজভাবনাকে জনগণের সহজপাচ্য করবার দায়িত্ব কেউ নিইনি। উলটে সাতের দশক থেকে বাংলা সাহিত্য, শিল্প, সিনেমা ইত্যাদি গণমাধ্যমকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্য করে তোলার খেলা, 'বাজারি' শিল্প-সাহিত্য নামে শ্রেণি পৃথকীকরণ, সেইসঙ্গে বঙ্গীয় সাবেকি বিশ্বাসগুলোকে অবজ্ঞা বা দ্রুত ভেঙেচুরে দেওয়ার প্র্যাকটিস করেছি। এসবের পরিণামই হল বাংলার সংস্কৃতিতে অপেক্ষাকৃত 'চটুল' কালচারের হুহু অনুপ্রবেশ। ঘাড় থেকে দায় ঝেড়ে ফেলতে এই সংস্কৃতিকে শুধুমাত্র গোবলয়ের রাজনীতির অনুপ্রবেশ বলে নিজেদের যতই সান্ত্বনা দিই না কেন, গোবলয়কে কিন্তু এই ভূখণ্ডে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে কোনও চক্রান্ত করতে হয়নি, কারণ তার প্রয়োজনই পড়েনি। তাই তো সেই দুর্মুখ চৌধুরী সাহেব কবেই বলে গিয়েছেন, জাতি হিসেবে আমরা আত্মঘাতী।

(লেখক পেশায় অধ্যাপক, দিনহাটার বাসিন্দা)

আজ

১৮৯৪

জনপ্রিয় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯১২

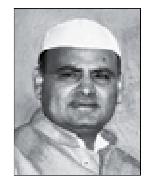

আজকের দিনে জন্ম স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা সাংবাদিক ফিরোজ গান্ধির।

আলোচিত

ভারত সবসময় নেপালকে সাহায্য করেছে। মোদিজি সম্পর্কে আমার খুব ভালো ধারণা আছে। আমি তাঁকে নমস্কার জানাচ্ছি। নেপালের পরিস্থিতি এখনও খুব কঠিন। তবে নেপালের উন্নতির জন্য আমরা একসঙ্গে কাজ করব। দেশের জন্য নতুন কিছুর সূচনা করব আমরা।

- সুশীলা কার্কি

ভাইরাল/১

ভার্জিনিয়ার সৈকতে দেখা মিলছে আশ্চর্য নীলচে সবুজ এক ধরনের বস্তুর। দেখতে খানিকটা বোতামের মতো। আকারও সেরকমই। সমুদ্র-প্রাণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এগুলি আসলে এক ধরনের ভাসমান জীব।

ভাইরাল/২

ঘিবলি আর্ট, লাবুবু পুতুলের পরে এবার ভাইরাল 'ন্যানো বানানা'। এআই-এর সাহায্যে তৈরি এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে ডেস্কটপ কম্পিউটারের সামনে রাখা ত্রিমাত্রিক আকৃতি। গুগল জেমিনি ২.৫ ফ্ল্যাশটুল দিয়ে তৈরি হচ্ছে ভাইরাল এই ছবিগুলো।

জনমন
জনমত

অনুপর্ণা নিজের দেশের হতাশ হওয়ার কথা না বললেই পারতেন

৯ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের 'তারাদের কথা' পাতায় প্রকাশিত 'পুরুলিয়া, প্যালেস্তাইন মিশে গেল ভেনিসে' শীর্ষক খবরটি পড়ে ভালো লাগল। পুরুলিয়ার মেয়ে অনুপর্ণা রায় ভেনিসে ৮২তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'অরিজন্টি' বিভাগে জিতে নিলেন সেরা পরিচালকের পুরস্কার। তাঁর পরিচালিত ছবি 'দি সংস অফ ফরগটেন ট্রিজ' ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে খুবই প্রশংসিত হয়েছে। এ পর্যন্ত সবই ঠিক আছে, কিন্তু গোল বাধে পুরস্কারপ্রাপ্তির পর তাঁর বক্তব্য নিয়ে। বিশেষত প্যালেস্তাইন নাগরিকদের পক্ষ নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চকে তিনি ব্যবহার করায় অনেকেরই আপত্তি।

দেখুন, কোনও বিষয় উপস্থাপন করার জন্য আন্তর্জাতিক বা দেশীয় মঞ্চ ব্যবহার করা নতুন কিছু নয়। অনেকেই তা করেছেন। আমরা মনে করতে পারি ১৯৮৯ সালে বিশিষ্ট অভিনেত্রী শাবানা আজমি দিল্লি আন্তর্জাতিক উৎসবে সফদর হাসমির হত্যার বিষয়টি তুলে ধরে এক আলোড়ন তৈরি করেছিলেন। অনুপর্ণা রায় প্যালেস্তাইনের যুদ্ধপীড়িত অসহায় শিশু এবং নাগরিকদের জন্য সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন। এতে দোষের কিছু নেই। সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ চান সমস্ত প্রকার যুদ্ধ বন্ধ হোক। তা সে যে কোনও দেশের মধ্যেই হোক না কেন! রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ কোনও দেশের জনগণকে স্থায়ী শান্তি দিতে পারে না। এ পর্যন্ত হয়তো ঠিকই ছিল। কিন্তু অনুপর্ণা তাঁর বক্তব্যের মধ্যে নিজের দেশের হতাশ হওয়ার কথা এবং তাঁর দেশ এতে হতাশ হলেও তাঁর কিছুই আসে যায় না- এরকম কথা না বললেই পারতেন। হয়তো তাতে বিতর্ক অনেক এড়ানো যেত। বিতর্ক এড়িয়ে আমরা শুধু এক বাঙালি ও ভারতীয় মেয়ের গর্বে গর্বিত হতাম, যিনি এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

সুপ্রিয় চক্রবর্তী, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

চুরি করে খ্যাতি অর্জনের দৌড়

বিভিন্ন গবেষণা থেকে স্রেফ কপি-পেস্ট করে নিজের নামে চালিয়ে দেবার ট্রেন্ড এসেছে, যেখানে লেখকের নিজের গবেষণা শূন্য।

মৃড়নাথ চক্রবর্তী

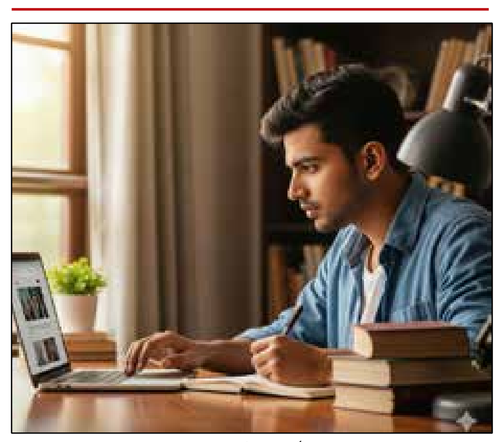

ষোলো শতকের কথা। ইংল্যান্ডের সিংহাসনে তখন রানি এলিজাবেথ। দীর্ঘদিনের ধর্মীয়, রাজনৈতিক অস্থিরতা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের জনজীবন তখন থিতু হয়েছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শন ও চিকিৎসার চর্চা। ঘটে গিয়েছে নবজাগরণ। এর মাঝেই নাটকের দল আর থিয়েটারের তাঁবুর পাশে ঘুরঘুর করা এক ছোকরাকে 'আপস্টার্ট ক্রো' বা 'ভুঁইফোঁড় কাক' বলে ব্যঙ্গ করলেন বিখ্যাত 'ইউনিভার্সিটি উইটস'দের অন্যতম প্রধান মুখ রবার্ট গ্রিন। অভিযোগ আনলেন সেই ছোকরা নাকি 'ইউনিভার্সিটি উইটস'-দের পালক পেছনে গুঁজে ময়ূরপঙ্খি হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। সোজা কথায় 'প্ল্যাজিয়ারিসম' বা 'কুম্ভিলকবৃত্তি'র অভিযোগ।

লেখা চুরির অপবাদ এলেও সেই ছোকরা কিন্তু থেকে গিয়েছিল নির্বিকার। বরং রবার্ট গ্রিনের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের থেকে কুড়োনো অপবাদ তাঁর জীবনে শাপে বর এনে দিয়েছিল। সেই ছোকরা আর কেউ নন, স্বয়ং উইলিয়াম শেক্সপিয়র।

প্রায় পাঁচশো বছর আর পাঁচ হাজার মাইল পেরিয়ে বর্তমানের কোচবিহারে ফিরে আসি। হেরিটেজ শহরের তকমা পাওয়ার পর আজকাল হঠাৎ দেখছি, কোচবিহারের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংক্রান্ত চর্চা অনেক বেড়েছে। সবাই বলবে, এ তো ভালো কথা! কিন্তু বাস্তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যা হচ্ছে, তাকে মৌলিক চর্চা বলা সম্ভব কি না জানি না। শুধু কোচবিহার নয়, এই ধরনের কুম্ভিলকবৃত্তি সর্বত্র।

কুম্ভিলকবৃত্তি মানে লেখা চুরি ধরার অনেক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলেও অনেক মানুষ বিভিন্ন পুরোনো গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক ও তথ্যসমৃদ্ধ বই বা ঐতিহাসিক দলিল থেকে লাইন ধরে নিজের ফেসবুক পেজে হুবহু টুকে নিজের নামে চালিয়ে দিচ্ছেন। এদিক-ওদিক থেকে খুবলে-খাবলে তো বটেই, তার ওপর তথ্য যাচাই না করে চালিয়ে দিচ্ছেন রিল বানিয়ে। এতে তাঁদের ডিজিটাল উপার্জনের কথা বাদ দিলেও ইতিহাস গবেষক হিসেবে খ্যাতির জম্পেশ একটা ওভারকোট জুটে যাচ্ছে।

অথচ সেই ওভারকোটের নীচে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি পর্যন্ত নেই! শুধু কি ফেসবুকে কুম্ভিলকবৃত্তি! বই ছেপে বেরিয়ে যাচ্ছে। বিক্রিও প্রচুর। বিষয়টা এমন নয় যে, বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে তথ্য নিয়ে নিজের একটা লেখা প্রস্তুত করা। বরং বিভিন্ন গবেষণা থেকে স্রেফ কপি-পেস্ট করে নিজের নামে চালিয়ে দেবার ট্রেন্ড এসেছে, যেখানে লেখকের নিজের গবেষণা শূন্য।

কোথাও কেউ কেউ 'সোর্স' লিখে দায়সারাভাবে মূল টেক্সটকে উদ্ধৃত করেন বটে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা আতশকাচের নীচে রাখতে হয়। যাঁরা এই কাজগুলি করে চলেছেন, হয় তাঁরা গবেষণা সম্পর্কে মূর্খ, প্ল্যাজিয়ারিজম সম্পর্কে তাঁদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই অথবা সজ্ঞানে অসৎ।

এতে তাঁদের আর্থিক লাভ বা সামাজিক খ্যাতি হচ্ছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এটা ভেবে অনুতাপ হয় যে, যাঁরা বাস্তবিক আন্তরিকভাবে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে গবেষণা করেছেন, নির্দ্বিধায় তাঁদের জ্ঞান, পরিশ্রম ও সম্মানকে চুরি করা চলছে। পরিশ্রমহীন খ্যাতির লোভে এই কুম্ভিলকবৃত্তি বন্ধ করার আইনত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে (যদিও আইন বিত্তবানের তামাশা দেখার জায়গা), তাহলে সৎ মানুষ গবেষণা করতে আগ্রহ তো পাবেনই না, বরং অবসাদ বোধ করবেন।

সৎভাবে পোক্ত গবেষণা না হলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে শিকড়। তখন তথ্য আর বিকৃত তথ্যের মধ্যে তফাত করা যাবে না। ফেসবুক থাকবে, হ্যাশট্যাগ থাকবে, টুকে ছাপানো বই বা রিল থাকবে, কিন্তু ইতিহাস বা ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব-কোনওটাই থাকবে না।

(লেখক প্রাবন্ধিক, কোচবিহারের খাগড়াবাড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৪২

পাশাপাশি : ১। তিরস্কার, বকুনি ৩। মৃদু দুড়ুম শব্দ ৫। দুই ফোঁটার তাস ৬। হোগলা, বেত প্রভৃতি দ্বারা তৈরি শস্য রাখার বড় আধারবিশেষ, ওই ভাবে তৈরি ঘরবিশেষ ৮। জামির, গোঁড়া লেবু ১০। স্বর্ণকার, স্যাকরা ১২। প্রবল ঝড় ১৪। ভৃত্য, ক্রীতদাস, অধীন বা অনুগত ব্যক্তি ১৫। নাগমাতা, কাশ্যপমুনির পত্নী ১৬। মন্ত্রী ও তাঁর অধিকারভুক্ত শাসনবিভাগ।

উপর-নীচ : ১। ধূর্ত, প্রতারক ২। মুখে মুখে জবাব ৪। কাঁসার তৈরি করতালজাতীয় বাদ্যযন্ত্র ৭। চাঁদ ৯। সূর্য, মিত্র, সূর্যপুজোর ঘট ১০। অল্পের উপর, একটু-আধটু ১১। দাঁড়কাক ১৩। সিংহদ্বার, কারাগার, কারাদণ্ড।

সমাধান ■ ৪২৪১

পাশাপাশি : ১। পর্বাহ ৩। পিটটান ৪। দিবস ৫। তুকতাক ৭। কাছি ১০। কাবু ১২। দমবাজ ১৪। গোধূম ১৫। সরসিজ ১৬। লপেটা।

উপর-নীচ : ১। পর্পটিকা ২। হদিস ৩। পিসতুতো ৬। তালিকা ৮। ছিদাম ৯। সাজগোজ ১১। বুকফাটা ১৩। আমল।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২৬ ভাদ্র ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 12 September 2025 Friday Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 116 ক

AVANTRA
মহা নবমী..
ঐতিহ্য সম্পন্ন ডিজাইন,
গর্বের সাথে পরুন।
দুর্গা পুজো
শাড়ি । লেহেঙ্গা । কুর্তা । ব্লাউজ । টেলারিং সার্ভিসেস
AVANTRA
নীল
যেন প্রশান্তি

AVANTRA
মহা অষ্টমী..
উৎসবের শুরুই শাড়িতে। আর আমার সাজ সম্পূর্ণ শুধু অবন্ত্রার সাথে।
₹9,999 টাকার কেনাকাটা করুন, মাত্র
₹4,999 টাকা দিন
(From 12th sept - 2nd oct)
AVANTRA
শুভ উৎসব শুরু করি
"হলুদ রঙের সাথে"
শাড়ি । লেহেঙ্গা । কুর্তা । ব্লাউজ । টেলারিং সার্ভিসেস
*T&C Apply

AVANTRA
মহা সপ্তমী..
আসুন, সেজে উঠি অবন্ত্রার সুন্দর
শাড়ীর কালেকশনের সাথে।
AVANTRA
নানান রঙের সাথে সেজে উঠুক আপনার
দুর্গা পূজা, হোক আনন্দময়ী উৎসব।
শিলিগুড়ি : সিটি সেন্টার মল |
সেবক রোড | 7908392319

পুজোয় শাড়িতেই ফ্যাশন

অষ্টমীর দিন সকাল হোক বা দশমীর সন্ধ্যা। শাড়ি যেন হয়ে উঠছে ফ্যাশনের আরেক নাম। বালুরঘাট শহরের তহবাজার, উত্তমাশা, নিউটাউন, ডানলপ মোড়ে কাপড়ের দোকানে তাই ভিড় জমাচ্ছেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। ফ্যাশনেবল শাড়ির তুলনায় ট্র্যাডিশনাল শাড়ির প্রতিই অবশ্য ঝোঁক তরুণীদের। সাউথ সিল্ক, মুগা সিল্ক, মহীশূরী সিল্ক, কাতান, গরদ, গড়িয়ার পাশাপাশি অরগ্যাঞ্জা, বিষ্ণুপুরী তাঁতের শাড়ির দিকেও ঝুঁকছেন তরুণীরা। পুজোর ক'টা দিন ফ্যাশনে শাড়ির কদর কেমন, তারই খোঁজ নিলেন পঙ্কজ মহন্ত।

শহরজুড়ে পুজোর গন্ধ

সন্ধ্যা নামতেই বালুরঘাটের বাজারগুলো আলোয় ঝলমল করছে। যে দোকানেই চোখ যায় শুধু রঙিন শো-উইন্ডো, ব্যস্ত বিক্রেতা। আর ভিড় জমাচ্ছেন ক্রেতারা। দোকানের ভেতর বাজছে পুজোর গান। তার মাঝেই হুড়োহুড়ি করে শাড়ি বেছে নিচ্ছেন তরুণীরা। পশ্চিমী পোশাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শাড়িই যেন এ বছর হয়ে উঠছে ফ্যাশনের নতুন পরিচয়।

গরদ-গড়িয়া শাড়ির টান

তরুণ প্রজন্মের ভিড় সবচেয়ে বেশি গরদ ও গড়িয়া শাড়ির কাউন্টারে। কলেজ ছাত্রী দোলন সরকার শাড়ি বাছতে বাছতে বললেন, 'আগে সবসময় ওয়েস্টার্ন ড্রেস কিনতাম। কিন্তু এবার ঠিক করেছি অষ্টমীতে শাড়িই পরব। গরদ শাড়ি একেবারে হালকা, আবার গড়িয়ার রঙিন কাজও দারুণ লাগে। পুজোয় বন্ধুদের পুরো গ্রুপটাই এবার শাড়িতে সেজেগুজে ঘুরব।' আগে গরদ বা গড়িয়া শাড়ি মূলত প্রবীণরাই কিনতেন বলে জানালেন বালুরঘাটের বস্ত্র ব্যবসায়ী কেতন ঘোষ। তাঁর কথায়, 'এখন কলেজ পড়ুয়া মেয়েরাই এগুলো কিনছেন। দাম দেড় থেকে তিন হাজার টাকার মধ্যে। চাহিদা এতটাই যে নতুন করে স্টক আনাতে হচ্ছে।'

তাঁতের ঐতিহ্য পুজোর গর্ব

এখনও জনপ্রিয় তাঁতের শাড়ি। সাদা জমিনে লাল পাড় যেন অষ্টমীর অঙ্গ হয়ে উঠেছে। বালুরঘাটের বস্ত্র ব্যবসায়ী গৌতম দত্ত বললেন, 'তাঁতের শাড়ি ছাড়া পুজোর কেনাকাটা অসম্পূর্ণ। কলেজ পড়ুয়া থেকে শুরু করে গৃহবধূ, সবাই চাইছেন অন্তত একটি তাঁতের শাড়ি থাক পুজোর কেনাকাটার লিস্টে।' বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অন্বেষা মণ্ডলের কথায়, 'তাঁত আমার খুব পছন্দ। আরামদায়ক, আবার ঐতিহ্যের ছোঁয়াও আছে। তাই এবারের পুজোতে অন্তত দুটো তাঁতের শাড়ি কিনব ভেবেছি।'

সিল্কে আভিজাত্য

দশমীর সন্ধ্যায় জমকালো পোশাক মানেই সিল্ক। তহবাজার, ডানলপ মোড়ের দোকানগুলোতে কাতান ও বালুচরির নতুন কালেকশন ঘিরে ভিড় চোখে পড়ার মতো। রোহিত আগরওয়ালা নামে এক দোকানদার বলেন,'এবছর তরুণীরা ট্র্যাডিশনাল শাড়ির

প্রতি বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। বিভিন্ন ধরনের সিল্কের শাড়িও কিনছেন। সুতির শাড়ির প্রতিও আকর্ষণ কম দেখছি না।' মৌসুমি দাস নামে এক তরুণী সোনালি বর্ডারের কাতান হাতে নিয়ে বললেন, 'দশমীর সন্ধ্যায় সিল্ক ছাড়া সাজ অসম্পূর্ণ মনে হয়। তাই একটু দামি হলেও কিনছি।'

শাড়িই ট্রেন্ড

বাজার ঘুরলেই বোঝা যাচ্ছে শাড়ি শুধু ঐতিহ্যের পোশাক নয়, এখন ফ্যাশনেরও অঙ্গ। ওয়েস্টার্ন পোশাক যতই আসুক, শাড়ি নিজের জায়গা ফিরে পাচ্ছে। আগামীদিনে এই চাহিদা আরও বাড়বে বলে মনে করছেন বিক্রেতারা।

পুজোর আগে আলো-ঝলমলে বাজার, শো-উইন্ডোর রঙিন সাজ, পুজোর গানের সুর আর ক্রেতাদের ভিড়-সব মিলিয়ে বালুরঘাটে শাড়ির কেনাকাটা এখন যেন উৎসবেরই অঙ্গ। গরদ, গড়িয়া, তাঁত কিংবা সিল্ক সব ধরনের শাড়ি নিয়ে মাতোয়ারা নতুন প্রজন্ম। এখন শহরের রাস্তায় তাই শাড়িই পুজো ফ্যাশনের নতুন সংজ্ঞা লিখছে।

কাজের মাঝে তৃষ্ণা মেটানোর চেষ্টা সিভিক ভলান্টিয়ারের। বৃহস্পতিবার মালদা শহরে। -জসিমুদ্দিন আহম্মদ

তৃণমূলকে নিশানা বিজেপির

গঙ্গারামপুরে নয়ানজুলি ভরাট

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ১১ সেপ্টেম্বর : গঙ্গারামপুর পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের জামতলা এলাকায় একটি নয়ানজুলি ভরাট করে সেটি দখল করার অভিযোগ উঠল। এই ঘটনায় তৃণমূলকে নিশানা করেছে বিজেপি। সরব হয়েছেন গঙ্গারামপুরের বিজেপি বিধায়ক সহ জেলা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব।

কাদিঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রায় ৫৮ শতক নয়ানজুলি অবৈধভাবে ভরাট করে বিক্রি ও নির্মাণকাজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।

বৃহস্পতিবার বিকেলে এলাকায় গিয়ে গোটা ঘটনাটি সরেজমিনে খতিয়ে দেখে এবং নথি পেশ করে বিধায়ক বলেন, 'গঙ্গারামপুরে কোথাও ফাঁকা জমি থাকলে সেটা দখল করে বিক্রি করে দিচ্ছে জমি মাফিয়ারা। ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ওই এলাকায় স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের পাশে ৫৮ শতক জমি প্লট করে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বিএলএলআরও দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছেন। আমরাও বিষয়টি বিএলএলআরও দপ্তরে লিখিতভাবে জানিয়েছি। পদক্ষেপ না করা হলে আগামীদিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

এবিষয়ে বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বললেন, 'গঙ্গারামপুরে তৃণমূলের জুলুমরাজ চলছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের মদতে বিভিন্ন জায়গায় জলাশয় ভরাট করে সেখানে প্লট করে বিক্রি করা হচ্ছে। ওই জায়গাটি স্কুল সংলগ্ন থাকায় বাচ্চারা সেখানে খেলাধুলো করত। এখন তাদের এখানে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। সরকারি জায়গা দখল করে তৃণমূল নেতারা কোটি কোটি টাকা কামাই করছেন। কেউ প্রতিবাদ করলে তাঁদের ভয় দেখাচ্ছেন তৃণমূল নেতারা। আগামীদিনে এই সরকারি জমি দখলের প্রতিবাদে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে। প্রয়োজনে আমরা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হব।'

গোটা ব্যাপারটি নিয়ে জমি বিক্রেতা রাজকুমার হালদারের বক্তব্য, 'যে জায়গাটিকে নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেটি সম্পূর্ণ রায়তি সম্পত্তি। এই জায়গার নথি আমার কাছে রয়েছে। এনিয়ে অযথা বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে।'

তৃণমূল নেতা তথা এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলার বাসুদেব হালদারের কথায়, 'বিজেপি নেতারা যে সমস্ত অভিযোগ করেছেন তা ভিত্তিহীন। বিতর্কিত ওই জায়গাটি প্রথমে ব্যক্তি মালিকানায় ছিল। পরে

বিতর্কিত এলাকা পরিদর্শনে বিজেপির প্রতিনিধিদল। -সংবাদচিত্র

সেখানে মার্কেট তৈরি করার জন্য ক্রয় করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মার্কেট তৈরি না হওয়ায় জায়গাটি রাজকুমারের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা সুজিত বিশ্বাসের মন্তব্য, 'বাম আমলে বিতর্কিত জায়গাটি সরকারি জমি বলে চিহ্নিত করে ফলক বসানো হয়েছিল। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর ফলক তুলে ফেলা হয়। বর্তমানে ওই জায়গাতে নির্মাণকাজ হচ্ছে। এনিয়ে একটি সুষ্ঠু বিহিত হওয়া প্রয়োজন।'

মদ সহ ধৃত তরুণ

মালদা, ১১ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশের নাকের ডগায় বেআইনিভাবে মদ বিক্রির অভিযোগ উঠছিল। অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৮৫ বোতল মদ সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে ওই তরুণের বাবারও। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে বৃহস্পতিবার ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ পুলিশ লাইন সংলগ্ন বস্তিতে হানা দেয়। একটি বাড়ি থেকে ৮৫ বোতল দেশি ও বিলিতি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় তুফান বর্মন (২৮) নামে এক তরুণকে। প্রাথমিক জেরায় পুলিশ জানতে পেরেছে, এই কারবারের সঙ্গে তুফানের বাবাও জড়িত। তবে পুলিশি অভিযানের সময় বাড়িতে না থাকায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

প্রশিক্ষণ

রায়গঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের ক্যারিটাস হলে ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ দিল প্রাণীসম্পদ বিভাগ। উত্তর দিনাজপুর জেলার পাঁচটি ব্লকের ৫০ জন প্রাণীপালক একদিনের এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন। ন্যাশনাল লাইভস্টক মিশনের পরিচালনায় এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ছাগল পালনের মধ্য দিয়ে এলাকার তরুণ-তরুণীদের স্বনির্ভর করে তোলা।

বিশ্বকর্মাপুজোর আগে চাহিদা তুঙ্গে

বুকিং পুরোহিতেরও

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১১ সেপ্টেম্বর : হাতে সময় মাত্র সাড়ে ৫ ঘণ্টা। তার মধ্যেই কাউকে ২৩ জায়গায় ছুটতে হবে। আবার কারোর ভাগে পড়েছে ১৭টি পুজো। ডায়েরিতে লিখে বিশ্বকর্মাপুজোর বুকিং নিচ্ছেন পুরোহিতরা। আগামী বুধবার বিশ্বকর্মাপুজো। তার আগে পুরোহিতদের ডিমান্ড তুঙ্গে। অনেকেই পুরোহিতদের ফোন করে পুজোর জন্য বললেও ডেট পাচ্ছেন না।

এই যেমন মালদা শহরের প্রান্তপল্লি এলাকার সাইকেল ব্যবসায়ী গৌতম দাস বলেন, 'আমাদের দোকানে বিশ্বকর্মাপুজো হয় বড় করে। পুরোহিত এখনও ঠিক হয়নি। যাকেই ফোন করছি জানাচ্ছেন তাঁদের সময় হবে না। দেখছি কাউকে বেশি দক্ষিণা দিয়ে রাজি করা যায় কি না।'

তবে পুরোহিতের সংখ্যা এত কম কেন? আসলে নতুন প্রজন্মের অনেকেই পুরোহিত পেশায় আসছেন না। তাই পুরোহিতের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। যে কয়েকজন আছেন তাঁদের ডিমান্ড কম নয়। হাজার টাকা পর্যন্ত দক্ষিণা চাইছেন। তবে এই নিয়ে ভিন্ন মত মালদা শহরের হায়দারপুর সাঁকোপাড়া এলাকার বাসিন্দা রাজু চক্রবর্তীর। তিনি পেশায় একজন পুরোহিত। ১৭টি পুজোর বুকিং রয়েছে তাঁর খাতায়। তাঁর কথায়, 'এই কথা সত্যি, পুরোহিত পেশায় ব্রাহ্মণ ঘরের নতুন প্রজন্মের ছেলেরা আসতে চাইছেন না। এসেই বা কী করবেন? আমাদের রোজগার

কোথায়? ৫০০ টাকা দক্ষিণা দিতে উদ্যোক্তারা নাকানিচোবানি খাচ্ছেন। অথচ পুজোয় লক্ষাধিক টাকা খরচ করতে কুণ্ঠিত হন না তাঁরা।'

পুরোহিতদের মতে, পুজোর শুভকাল সকাল সওয়া ৮টা থেকে দুপুর ১২টা ৫০ মিনিট। অর্থাৎ ওই সাড়ে ৫ ঘণ্টার মধ্যে পুজো শেষ করতে হবে। "দেবশিল্পী মহাভাগ... বিশ্বকর্মায় নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে বিশ্বকর্মা পূজিত হবেন মণ্ডপে মণ্ডপে। স্টেট বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে রাস্তার ধারের গ্যারাজে এখন তুমুল ব্যস্ততা। চলছে মণ্ডপসজ্জার কাজ। একইসঙ্গে উদ্যোক্তারা শুভলগ্নে পুজো চুকিয়ে ফেলতে চাইছেন। তাই ফোন করে পুরোহিতকে বুকিং করে নিতে চাইছেন। শংকর ঘোষ নামে এক মোটর গ্যারাজ মিস্ত্রির কথায়, 'আমাদের গ্যারাজে প্রতিবছর বিশ্বকর্মাপুজোর আয়োজন হয়। মণ্ডপ নিজেরাই তৈরি করেছি। প্রতিমার অর্ডার দেওয়া আছে। মঙ্গলবার চলে আসবে। এই বছর পুরোহিতদের ডিমান্ড অনেক বেশি। অতীন ভট্টাচার্যকে ফোন করেছিলাম, উনি ডায়েরি দেখে সাড়ে ১১টার সময় দিয়েছেন। ২৩ জায়গায় পুজো করছেন তিনি।'

আগামী বুধবার চরম ব্যস্ততার মধ্যে কাটতে চলেছে মালদা শহরের পুরোহিতদের। এবার এককেজন পুরোহিতের ভাগে পড়েছে ২০ থেকে ২৫টি করে বিশ্বকর্মাপুজো। প্রসেনজিৎ তেওয়ারি নামে এক পুরোহিত বলেন, '১৩টি পুজোর বুকিং রয়েছে। সকাল সওয়া ৮টা থেকে ছুটে বেড়াতে হবে বিভিন্ন মণ্ডপ ও দোকানে। মোটরবাইক নিয়ে যেতে হবে। কারণ সময় খুব কম।'

বাড়ি বাড়ি জল পাবেন বুনিয়াদপুরবাসী

বুনিয়াদপুর, ১১ সেপ্টেম্বর : বুনিয়াদপুর পুরসভার উদ্যোগে প্রতিটি ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের সূচনা হল। 'আম্রুত ২.০' প্রকল্পের ৪৩.৪০ কোটি টাকায় এই কাজ করা হবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বুনিয়াদপুর পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এনিয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রকল্পের উদ্বোধন করেন ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুর প্রশাসক কমল সরকার, জেলা পরিষদ সদস্য সুভাষ ভাওয়াল, এমইডি মালদা ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার গৌতম সরকার প্রমুখ।

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জানালেন, ১ বছরের মধ্যে পুর এলাকার প্রতিটি বাড়িতে জল পৌঁছে যাবে।

এছাড়াও এদিন হাইড্রলিক পদ্ধতিতে টাঙন ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন, পেভার্স ব্লকের রোডের শিলান্যাস করা হয়। ট্রাফিক মোড়ে ভগৎ সিংয়ের মূর্তির আবরণ উন্মোচন ও নতুন শববাহী গাড়ির উদ্বোধন করেন মন্ত্রী।

পুজোর মুখে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলপ্রকল্পের সূচনা হওয়ায় খুশি বুনিয়াদপুরের বাসিন্দারা। তবে কবে থেকে বাড়ি বাড়ি জল পাওয়া যাবে, তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। পুরসভা আশাবাদী, খুব শীঘ্রই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন বুনিয়াদপুর শহরের বাসিন্দারা।

সরকারি প্রকল্প নিয়ে সচেতন করবেন পড়ুয়ারা

হরষিত সিংহ

মালদা, ১১ সেপ্টেম্বর : পড়ুয়া থেকে যুব সম্প্রদায় সকলকে এগিয়ে নিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্প রয়েছে। কিন্তু অনেকেই সেসব প্রকল্প সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। এমন পরিস্থিতিতে পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেই সব প্রকল্পের সুযোগসুবিধা সম্পর্কে জানাতে মাঠে নামবেন কলেজ পড়ুয়ারা। তবে তার আগে এবিষয়ে সচেতন করা হল পড়ুয়াদেরই। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সেই সব প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল মালদা কলেজে। মালদা কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে ও কেন্দ্রীয় সরকারের মিনিস্ট্রি অফ ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টসের সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মশালায় মালদা কলেজ সহ উইমেন্স কলেজ ও গৌড় মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা কলেজের প্রিন্সিপাল মানসকুমার বৈদ্য, মালদা কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য সুমালা আগরওয়াল, চৈতালি ঘোষ সরকার, মালদা কলেজের অধ্যাপক চন্দন রায় সহ অন্যরা। এবিষয়ে মালদা কলেজের প্রিন্সিপাল মানসকুমার বৈদ্য বলেন, 'সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে এই কর্মশালা। মালদা কলেজ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী দুটি কলেজের এনএসএস ও এনসিসির পড়ুয়ারা উপস্থিত ছিলেন। ওখানে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও স্কলারশিপ নিয়ে আলোচনা হয়।'

এই কর্মশালার মূল লক্ষ্য ছিল, ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করা। পাশাপাশি তাঁরা যেন তাঁদের পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পগুলির বিষয়ে জানাতে পারেন।

বর্তমানে সরকারি বিভিন্ন

> আমাদের আজকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে সচেতন করা হল। গুটিকয়েক স্কলারশিপ ছাড়া আর অন্য বিষয়ে তেমন জানা ছিল না। কর্মশালায় জানতে পারলাম। পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও অন্যদের এ নিয়ে আমরা সচেতন করব।
>
> **শুভ্রা দাস** *ছাত্রী, মালদা কলেজ*

স্কলারশিপ প্রকল্প চালু হওয়ায় অনেকেই উচ্চশিক্ষায় এগিয়ে যেতে পারছেন। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে শুধুমাত্র মালদা কলেজে প্রায় চার হাজার ছাত্রছাত্রী সরকারি স্কলারশিপের সুবিধা নিয়েছেন। প্রায় পাঁচ কোটি টাকা স্কলারশিপ হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয়েছে। একটা সময় এই ধরনের সুবিধা না থাকায় অনেকেই উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কর্মশালায় উপস্থিত মালদা কলেজের গভর্নিং কমিটির সদস্য চৈতালি ঘোষ সরকার বলেন, 'এনএসএস-এর উদ্যোগে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।'

সামাজিক সুরক্ষা প্রদান

রায়গঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : উত্তর দিনাজপুর জেলা শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ পুর বাসস্ট্যান্ডের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে বিভিন্ন রকম সুবিধা প্রদান করা হল। বাসের ড্রাইভার, কনডাক্টর, খালাসিদের নিয়ে বিশেষ ক্যাম্প করা হয়। ক্যাম্পে সামাজিক সুরক্ষার অন্তর্ভুক্তিকরণ ও রেজিস্ট্রেশন হয়। প্রায় শতাধিক শ্রমিক এদিন অংশ নেন। বেশ কয়েকজন শ্রমিকের হাতে টোকেন হিসেবে প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন ও মৃত্যুকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন শ্রম দপ্তরের আধিকারিক, রায়গঞ্জ পুর প্রশাসক মণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান অরিন্দম সরকার সহ অন্যরা।

নাবালিকা উদ্ধার

বালুরঘাট, ১১ সেপ্টেম্বর : অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীর সঙ্গে ঘর করার স্বপ্ন নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল দশম শ্রেণির এক ছাত্র। ছাত্রীর পরিবারের তরফ থেকে ওই কিশোরের বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। তদন্তে নেমে বালুরঘাট থানার পুলিশ ওই কিশোরীকে শিলিগুড়ি থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল।

Institute of Neurosciences Kolkata
OPD CLINIC, Siliguri Branch
DR. APRATIM CHATTERJEE
MD, DM & FINR
Director of Stroke Medicine
Institute of Neurosciences Kolkata
Stroke, Neurointervention, Headache, Epilepsy, Autoimmune, Neuropathy, General Neurology
VISITING ON
19TH September, 2025
Timing : 2 pm to 5 pm
8207220666 8420276222
3A VYOM SACHITRA BUILDING (3rd FLOOR) HAIDAR PARA, SILIGURI - 734001, W.B

সমাজের বৈষম্য ধরা দেবে পুজোর থিমে

এল এল পুজো এল

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১১ সেপ্টেম্বর : 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'। কবি সুকান্ত বহুদিন আগে তাঁর 'হে মহাজীবন' কবিতায় সমাজের বৈষম্যকে তুলে ধরার জন্য এই লাইনটি লিখেছিলেন। একই সমাজে থাকলেও কেউ দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পান না। আবার কেউ সেই খাবারের অপচয় করেন। আমাদের সমাজের এই বৈষম্য ও নিপীড়নকে এবছর নিজেদের পুজোমণ্ডপে ফুটিয়ে তুলতে চাইছে পুরাতন মালদার নবাগত ক্লাব। এবার তাদের পুজোর থিম 'মায়ের আঁচলে অবাক পৃথিবী'। এবার তাদের পুজো ৫৩ বছরে পড়তে চলেছে। এবারের তাদের পুজোর বাজেট প্রায় ৭ লক্ষ টাকা।

পুজোমণ্ডপে ঢোকার পর একদিকে দেখা যাবে সমাজের বিত্তবানদের প্রতিচ্ছবি। যাঁদের জীবনে বিলাসিতার অন্ত নেই। তাঁরা মাঝেমধ্যে হোটেল বা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বিপুল পরিমাণ খাবার অর্ডার করেন। তারপর সেসব খাবার পুরোটা খেতে না পারলে সেগুলি নষ্ট করেন। এভাবে বিত্তবানদের বিলাসবহুল জীবনকে ফুটিয়ে তোলা হবে। অন্যদিকে, দেখা যাবে এর ঠিক বিপরীত একটি ছবি। সেখানে অনাহারে দিন কাটানো মানুষের জীবনযাত্রাকে ফুটিয়ে তোলা হবে। যাঁদের একমুঠো খাবারের জন্য হাহাকার করতে হয়। শুধু মানুষ নয়, বর্তমান পরিবেশে পশুপাখিদের করুণ অবস্থা। পশুপাখিরা ডাস্টবিনে পড়ে থাকা উচ্ছিষ্ট খাবার খেয়ে জীবনধারণ করে। এই দুই বিপরীত ছবিকে একত্রিত করে মায়ের আঁচলের ছায়ায় এনে সমাজকে এক কড়া বার্তা দেওয়ার প্রয়াস করছে নবাগত ক্লাব। সমাজে একশ্রেণির মানুষ জিনিসের চরম অপচয় করছে,

অন্য শ্রেণির মানুষ চরম অভাবে দিন কাটাচ্ছে।

মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন মিঠুনকুমার কুণ্ডু। পুজোর আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। তাই এখন তিনি দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন উদ্যোক্তাদের ভাবনাকে বাস্তবের রূপ দেওয়ার জন্য। তিনি বাঁশ, কাঠ ও রং ব্যবহার করে একটি পরিবেশবান্ধব মণ্ডপ তৈরি করছেন। মিঠুনকুমার জানান, পুজো আয়োজকদের চিন্তাভাবনাকে মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলার জন্য রুটি ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে থিমটি আরও বেশি জীবন্ত ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। এছাড়াও মণ্ডপজুড়ে দেখা যাবে একাধিক মডেল। এই মডেলগুলির সাহায্যে খাবারের অপচয় এবং ক্ষুধার্তদের করুণ অবস্থাকে ফুটিয়ে তোলা হবে।

পুজো উদ্যোক্তা মান্তু ঘোষের কথায়, 'প্রতি বছর আমরা নিজেদের মণ্ডপে সমাজের কোনও না কোনও গুরুত্বপূর্ণ দিককে দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি। তাই এবছর আমরা সমাজের শোষিত ও বিত্তবানদের মধ্যে যে বৈষম্য- তা ফুটিয়ে তুলতে চাইছি। এটি কোনও কাল্পনিক বিষয় নয়, বরং আমাদের চারপাশে ঘটে চলা এক বাস্তব চিত্র। এই থিমের মাধ্যমে আমরা সমাজকে সচেতন করতে চাই।' প্রতিমা তৈরি করছেন মৃৎশিল্পী বিপ্লব চৌধুরী। থিমের সঙ্গে মানানসই আলোকসজ্জা দেখা যাবে। এছাড়া মণ্ডপে বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক পোস্টার ও ব্যানার থাকবে। উদ্যোক্তাদের আশা, প্রতিবারের মতো এবারও তাঁদের পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়বে।

পৃথিবীর পাঠশালা

গাছ কি কথা বলে?

গাছ কি কথা বলে? হ্যাঁ, তবে আমাদের ভাষায় নয়। ইজরায়েলের একদল বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন যে, যখন কোনও টমেটো গাছ জলের অভাবে চাপে থাকে, তখন তারা এমন এক ধরনের শব্দ তৈরি করে, যা মানুষ শুনতে পায় না। কিন্তু মথ নামের এক ধরনের পোকা সেই শব্দ শুনতে পায়! গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যখন কোনও গাছ এই ধরনের শব্দ করে, তখন মথ সেই গাছকে এড়িয়ে চলে। এই আবিষ্কার থেকে বোঝা যায়, প্রকৃতিতে পোকামাকড় আর গাছের মধ্যে যোগাযোগের এক দারুণ রহস্য লুকিয়ে আছে।

ল্যাবরেটরিতে তৈরি হৃৎপিণ্ড

আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে এমন একটি হৃৎপিণ্ড এবং যকৃত তৈরি করেছেন, যার ভেতরে রক্তনালি রয়েছে! এর আগে ল্যাবে তৈরি করা অঙ্গগুলো অক্সিজেনের অভাবে বেশিদিন টিকত না। তবে বিজ্ঞানীরা এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যা ব্যবহার করে এই মিনি অঙ্গগুলো বাস্তব অঙ্গের মতোই কাজ করতে পারে। এই আবিষ্কার ড্রাগ টেস্টিং এবং বিভিন্ন রোগের গবেষণায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

হাত দিয়ে হাঁটে মাছ

মাছ কি হাঁটে? হ্যাঁ! অস্ট্রেলিয়ার এক বিশেষ ধরনের মাছ আছে, যাদের নাম হ্যান্ডফিশ। এরা সাঁতার না কেটে তাদের পাখনার মতো হাত ব্যবহার করে জলের নীচে হাঁটে! এরা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বিপন্ন জলজ প্রাণীর মধ্যে অন্যতম। তাদের বাসস্থান ধ্বংস, দূষণ ও আক্রমণকারী প্রজাতির কারণে দ্রুত সংখ্যা কমে যাচ্ছে। প্রকৃতির এই আজব সৃষ্টিকে বাঁচাতে এখন চেষ্টা চলছে।

মাথা বাঁচবে কাগজের হেলমেটে

সাইকেল চালান? এবার কাগজের হেলমেট পরতে পারেন! আমেরিকান ডিজাইনার আইসিস শিফার এমন একটি হেলমেট তৈরি করেছেন, যা পুরোনো কাগজ দিয়ে তৈরি। এটি পরিবেশবান্ধব এবং সহজে ভাঁজ করা যায়। এই হেলমেট দেখতে অনেকটা মৌচাকের মতো এবং প্রচলিত প্লাস্টিকের হেলমেটের মতোই সুরক্ষা দিতে পারে। এর উপর একটি জলরোধী স্তরও আছে, যা ৩-৪ ঘণ্টা বৃষ্টিতে টিকে থাকতে পারে। এটি শহুরে সাইক্লিস্টদের জন্য দারুণ একটি সমাধান।

আধার সংশোধনে ‘সর্বনাশ’, ফেরার সিএসপি’র মালিক

ভুয়ো অ্যাকাউন্টে লেনদেন

শেখ পান্না

রতুয়া, ১১ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়ার ছায়া মালদার রতুয়াতেও। শিলিগুড়িতে গরিব মানুষের নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন ঘটেছিল কয়েক বছর আগে। একই অভিযোগ সামনে এসেছে মালদাতেও। বিষয়টা টের পেয়ে রতুয়ার সাধারণ মানুষ এক সিএসপি মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন বিডিও-র কাছে। সীমান্ত জেলার ক্ষেত্রে বিষয়টি উদ্বেগজনক হওয়ায়, বিডিও সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ ওঠার পরেই গা-ঢাকা দিয়েছেন সিএসপি মালিক জাকির শরিফ। তাঁর খোঁজ পেতে তৎপর হয়ে উঠেছে পুলিশ।

সরকারি কেন্দ্রের ঝক্কি এড়াতে অনেকেই বেসরকারি সিএসপি কেন্দ্রগুলিতে ছোটেন। রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের শ্রীপুর ১ অঞ্চলের কুচিলা গ্রামের বাসিন্দারাও আধার কার্ড, প্যান কার্ড, জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র সহ নানাবিধ নথিপত্রের ভুল সংশোধনের জন্য বেছে নিয়েছিলেন স্থানীয় এলাকার একটি সিএসপি। কিন্তু এখন তাঁরা বুঝতে পারছেন, তাঁদের নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্টে টাকার লেনদেনের কথা। কিন্তু কীভাবে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট তৈরি। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, জাকিরের নিশানা ছিল কম শিক্ষিত গরিব মানুষ। নানান অছিলায় তাঁদের নথি, আঙুলের ছাপ নিয়ে তা দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতেন জাকির। কিন্তু যাঁর নামে অ্যাকাউন্ট খোলা, তিনি জানতেই পারতেন না সেকথা। জানতেন জাকির, করতেন টাকার লেনদেন। তাঁর নামে যে আরও একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, মোবাইল ফোন খারাপ না হলে জানতে পারতেন না কুচিলা গ্রামের আবদুল বারি। ফোন ঠিক করতে গিয়ে তাঁর ভাইপো দেখেন কাকার একটি বেসরকারি ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের তথ্য এবং ৩৮ হাজার টাকার বিষয়টি। আবদুল বলেন, ‘আধার কার্ডে নামের ভুল থাকায় জাকিরের কাছে গিয়েছিলাম। তখন বুঝতে পারিনি আমার নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলেছে। এখন বুঝতে পারছি, সংশোধিত ভোটার কার্ড অনলাইনে এসেছে কি না তা দেখার নামে কেন ডেকে নিয়ে মোবাইলটা নিত।’ এরপর ওই ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে আবদুল জানতে পারেন, তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে ১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা তোলা হয়েছে। তারপরই তিনি বিষয়টা জানান বিডিওকে। এরপরই জাকির মারধরের হুমকি দিচ্ছেন।

কুচিলা গ্রামেরই রোজিনা বিবির নামেও ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলেছেন জাকির। সরকারি তরফে পাওয়া ছেলের স্কলারশিপের টাকার খোঁজে স্কুলে গিয়ে বিষয়টি জানতে পারেন। বুঝতে পারেন, আধার কার্ড সংশোধন করতে গিয়ে ভুল করেছেন। রোজিনা বলছেন, ‘শিক্ষকরা আমার মোবাইল ফোনের মেসেজ দেখে প্রশ্ন করেন, আমার অ্যাকাউন্টে এত টাকা কোথা থেকে ঢুকল? জাকির নামে এক ব্যক্তিই বা কীভাবে ফোন পে’র মাধ্যমে টাকা তুলল? সব শুনে আমি আকাশ থেকে পড়ি। পরে ভুয়ো অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট খতিয়ে দেখি ৪০ হাজার টাকা লেনদেন করা হয়েছে।’ তিনিও বিডিওকে অভিযোগ জানান। মাগুরা গ্রামের শেখ নাসিরুদ্দিন বলেন, ‘ভুয়ো অ্যাকাউন্টে কে বা কারা টাকা পাঠাচ্ছে সেটাই প্রশ্ন। জাকিরকে কড়া শাস্তি দিলেই আসল ঘটনা সামনে আসবে।’

রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের বিডিও শেখর শেরপা বলেন, ‘অভিযোগ পেয়ে আমরা নিজেদের কম্পিউটার খতিয়ে দেখেছি, এসব ভুয়ো অ্যাকাউন্টে সরকারি কোনও প্রকল্পের টাকা ঢোকেনি। কে বা কারা এই টাকা পাঠাচ্ছে, সেটা সত্যিই চিন্তার বিষয়। এর পিছনে কোনও অপরাধীচক্র কিংবা জঙ্গিগোষ্ঠীর যোগ রয়েছে কি না, ভয় তা নিয়েও। তাই গোটা বিষয়টি আমি জেলা সাইবার ক্রাইম থানায় জানিয়েছি।’

অভিযোগপত্র হাতে এক গ্রামবাসী।

কী অভিযোগ

- সাধারণ মানুষের নথি ও আঙুলের ছাপ নিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে লেনদেন
- যাঁদের নামে অ্যাকাউন্ট, অধিকাংশই অন্ধকারে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল
- বেআইনি এমন কাজে নাম উঠেছে সিএসপি মালিক জাকির শরিফের, খুঁজছে পুলিশ

সাইকেল বিতর্ক

রায়গঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : গত মঙ্গলবার রায়গঞ্জ ব্লকের শেরপুর অঞ্চলের গোবিন্দপুর গ্রামে আয়োজিত পাড়ায় সমাধান শিবিরে ছাত্রীদের হাতে ‘জেন্টস সাইকেল’ তুলে দেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন। সেই ছবি ভাইরাল হতেই বিতর্ক, বিদ্রুপ শুরু হয়েছে সমাজমাধ্যম জুড়ে। যদিও সেই ছবির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। তবে মন্ত্রীর দাবি, তখন ছাত্রীদের সাইকেল নীচে রাখা ছিল। তাই ডেমো হিসেবে ছাত্রীদের জেন্টস সাইকেল দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘পরে ছাত্রীরা সবাই লেডিজ সাইকেল পেয়েছে। এটা নিয়ে বিতর্কের কিছু নেই।’

প্রধানের দৌড়ে

প্রথম পাতার পর

সেনার এক মুখপাত্র বলেন, ‘আমরা বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করছি। দেশের বর্তমান অচলাবস্থা কীভাবে কাটানো সম্ভব এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কীভাবে উন্নতি করা সম্ভব তা নিয়েই আলোচনা চলছে।’ তবে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র দাবি করেছে, প্রেসিডেন্ট বা জেন জেড প্রতিবাদী, কারও তরফেই তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এর আগে হাজার হাজার জেন জেড আন্দোলনকারী কার্কির পক্ষেই মত দিয়েছিলেন। যদিও জেন জেড-এর অপর গোষ্ঠীর তরফে অভিযোগ করা হয়েছিল, নেপালের সংবিধান অনুযায়ী, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন না। অন্যদিকে, যাঁর নাম সবার আগে ভাবা হয়েছিল সেই কাঠমাণ্ডুর মেয়র বলেন্দ্র শাহ আগেই অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। আন্দোলনকারীরা এক বিবৃতিতে বলেন, ‘যেহেতু বলেন্দ্র শাহ আগ্রহ দেখাননি, ধরন পুরসভার প্রাক্তন মেয়র হর্ক সাম্পাংয়ের নেতৃত্বদানের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ এবং সুশীলা কার্কি অযোগ্য এবং সত্তরোর্ধ্ব তাই ইঞ্জিনিয়ার কুলমান ঘিসিংয়ের মতো দেশপ্রেমিক যাঁকে সকলেই ভালোবাসেন, তাঁর হাতেই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানের দায়িত্ব তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।’

সূত্রের খবর, প্রতিবাদীদের একাংশ সুশীলা কার্কিকে পছন্দ করছেন না তার অন্যতম কারণ, ২০১৭ সালের এপ্রিলে তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব এসেছিল। তাঁর বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতার অভাবের অভিযোগও রয়েছে। সেইসঙ্গে ভারতের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাবের বিষয়টিও জেন জেড-এর একাংশের আপত্তির অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

নেপালের দীর্ঘদিনের লোডশেডিংয়ের সমস্যার সমাধানে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন ৫৪ বছর বয়সি ঘিসিং। ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের রিজিওনাল ইনস্টিটিটিউট অফ টেকনলজির ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রাক্তন ছাত্র ঘিসিং স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। নেপালে একসময় দিনে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত লোডশেডিং হত। সেই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছিলেন ঘিসিং। তবে আন্দোলনকারীদের অপর অংশ এখনও সুশীলা কার্কিকেই যোগ্য প্রার্থী বলে মনে করছেন। নেপালের চলতি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ ‘উই নেপালি’ নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সভাপতি সুদান গুরুং সাফ বলেছেন, ‘আমরা প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির নেতৃত্ব মানতে প্রস্তুত।’

নেপালে ইতিমধ্যে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৩৪। এক হাজারেরও বেশি আহত হয়েছেন। এদিকে, হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের বৃহত্তম দল নেপালি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক গগন থাপা এবং বিশ্বপ্রকাশ শর্মা এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তাঁরা জেন জেড-এর সঙ্গে সহযোগিতা করতে তৈরি।

দেহ উদ্ধার

ফরাক্কা, ১১ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার ভোরে ফরাক্কা এনটিপিসি সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃতের নাম দিবাকর হালদার (৪৫)। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এদিন প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে জাতীয় সড়ক ধরে খয়রাকাঁদিতে আসার পথে সম্ভবত কোনও গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মেরে চলে যায়।

পাট্টায় ক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

মাত্র কয়েকদিনের ভাঙনে বাঁধ নেই বললেই চলে। কালুটোনটোলার বাসিন্দা ফেকিয়া মাহাতো, বসন্তটোলার বাসিন্দা বুলি মাহাতোরা বলছেন, মথুরাপুর বা মানিকচকের মতো নিরাপদ এলাকায় আমাদের পাট্টার মাধ্যমে জমি দিতে হবে। আমরা বারবার ভাঙনের কবলে পড়ে নিজেদের ভিটেমাটি হারিয়েছি। এই এলাকায় বাড়িঘর বানালে আবার ভাঙনে সব হারাব। সরকার যদি আমাদের নিরাপদ এলাকায় পুনর্বাসনের জন্য জমি দিতে না পারে তাহলে আমরা সবাই ঝাড়খণ্ড বা বিহারে গিয়ে বসতি গড়ব।

এই এলাকার বাসিন্দাদের রাজ্য ছেড়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ষড়যন্ত্র বলে মনে করছে শাসকদল। মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি আশিস সিনহা বলেন, ‘ভাঙনকবলিত এলাকা নয়, নিরাপদ এলাকায় পুনর্বাসনের জন্য জমি চাওয়া ভাঙনকবলিত এলাকার মানুষদের যুক্তিযুক্ত দাবি। সেই বিষয়ে অবশ্যই প্রশাসনগতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে রাজ্য ছেড়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে চলে যাওয়ার যে হুঁশিয়ারি তা অবশ্যই বিরোধী দলগুলির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনৈতিকভাবে ফায়দা লুটতে ভাঙনকবলিত এলাকার মানুষদের উসকে দেওয়া হচ্ছে।’

সিপিএম নেতা দেবজ্যোতি সিনহা অবশ্য বলেন, ‘এটি কোনও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র নয়, এটি ভূতনির ভাঙনকবলিত সাধারণ মানুষের দাবি। আমরা নয়, শাসকদল ভূতনির সাধারণ মানুষদের নিয়ে রাজনীতি করছে। আবার যদি ভাঙনকবলিত এলাকায় পাট্টার জমি দেওয়া হয় তাহলে সেই জমিও কয়েক বছরের মধ্যে গঙ্গা গ্রাস করবে। আমরা চাই, পরিকল্পনাহীনভাবে কোটি কোটি টাকা বালির বস্তা দিয়ে ভাঙন রোধের কাজের বদলে গৃহহীনদের নিরাপদ এলাকায় জমি কিনে দেওয়া হোক।’

গাজোলের পান্ডুয়া শরিফে ছোট দরগায় চাদর চড়াচ্ছেন রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নূর। ছবি ঃ পঙ্কজ ঘোষ

গভীর রাতে জমায়েত ভাঙল পুলিশ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১১ সেপ্টেম্বর : শাসকদলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আঁচে উত্তেজনা ছড়াল হরিশ্চন্দ্রপুরে। কার্যত অঘোষিত বনধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর সদরে। সন্ধ্যার পরেই শুনসান হয়ে যায় এলাকা। বন্ধ হয়ে যায় একের পর এক দোকান। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকারের নেতৃত্বে সদর এলাকাজুড়ে টহল দিচ্ছে বিশাল পুলিশবাহিনী ও র‍্যাফ। মঙ্গলবারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেজন্য সতর্ক পুলিশ। ভিড় জমতে দেখলেই ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে অনুগামীদের শান্ত করতে ময়দানে নামেন তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খানও।

হরিশ্চন্দ্রপুরে সাম্প্রতিককালে বারবার স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের সঙ্গে জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খানের সংঘাত প্রকাশ্যে এসেছে। দু’পক্ষের অনুগামীরাও বিবাদে জড়িয়েছেন। এই আবহে ব্লকে সাংগঠনিক রদবদলে মন্ত্রী-ঘনিষ্ঠরা পদ পান। তারপরই মঙ্গলবার রাতে তৃণমূল যুব নেতা পূজন দাস, ব্লক তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি সাহেব দাসের বাড়ি ও দোকানে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে মন্ত্রী অনুগামীদের বিরুদ্ধে।

এ নিয়ে বুধবার সকালে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ধর্না বিক্ষোভ চলে। বুধবার রাতে বুলবুল অনুগামীরা হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন এলাকায় জটলা করতে থাকেন। সেসময়ে একের পর এক দোকান বন্ধ হতে থাকে।

হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা স্বপন আলি বলেন, ‘আমরা চাই কোনওভাবেই যেন হরিশ্চন্দ্রপুরের পরিস্থিতি অশান্ত না হয়।’ এ বিষয়ে জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল বলেন, ‘আজকে রাতে যাতে অপ্রীতিকর কোনও ঘটনা না ঘটে, সেজন্য আমরা পুলিশকে অনুরোধ করেছি।’ এদিকে, মন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, ‘ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে।’

জঙ্গি পালানোয় চিন্তা

প্রথম পাতার পর

জলেশ্বর এবং দিল্লিবাজার নেপালের চার জেলে বন্দি বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের তিন শতাধিক সদস্য ইতিমধ্যেই পালিয়ে গিয়েছে। আপাতত নেপাল ছেড়ে তারা ভারত এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গা-ঢাকা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। একসঙ্গে ফের স্লিপার সেলের ওই সদস্যরা সক্রিয় হলে জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে বলেই মনে করছেন গোয়েন্দারা।

নেপাল সীমান্তে দীর্ঘদিন কাজ করা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা আধিকারিক এস চৌধুরীর বক্তব্য, ‘চিকেন নেক থেকে নেপাল সীমান্ত খুবই কাছে। তাছাড়া নেপাল থেকে শিলিগুড়ি বা বিহারে সহজেই ঢোকার বহু রাস্তা আছে। তাই জেল পালানো জঙ্গিদের ভারতে ঢুকতে খুব বেগ পেতে হবে না। তবে ভারত হয়ে বাংলাদেশে যাওয়াটা এই মুহূর্তে কঠিন। চিকেন নেক-ই বরাবর জঙ্গিদের টার্গেট। তাই কেন্দ্রীয় এজেন্সির পাশাপাশি রাজ্য পুলিশকেও সতর্ক থাকতে হবে।’

কিছুদিন আগেই জইশের তিন জঙ্গি নেপাল থেকে বিহারে ঢুকেছিল। গোয়েন্দাদের আশঙ্কা তখনই স্লিপার সেল পুনর্গঠন নিয়ে বড় পরিকল্পনা হয়েছে। নেপালের বন্দি পালানোর ঘটনার পরই ত্রিপুরা, অসম ও মেঘালয়ের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিশেষ বার্তা পাঠানো হয়েছে।

গোয়েন্দাদের একাংশের আশঙ্কা, নেপাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে ওই তিন রাজ্যের সীমান্ত দিয়েও বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করতে পারে জেল পালানো জঙ্গিরা। নেপালের ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি ও নিরাপত্তা দুই-ই বাড়ানো হয়েছে বলেই জানিয়েছেন বিএসএফের ইস্টার্ন কমান্ডের এডিজি মহেশকুমার আগরওয়াল। তাঁর কথা, ‘নেপালের ঘটনায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট আমরা পেয়েছি। সেইমতো পদক্ষেপও করা হয়েছে।’

নেপাল থেকে পালিয়ে জঙ্গিরা লুকিয়ে থাকতে পারে সেই আশঙ্কায় গত দু’দিনে বিহারের সমস্তিপুরের পাঁচটি জায়গা, দ্বারভাঙ্গার ফসিহর, মধুবনির বাসোপট্টি এলাকায় তল্লাশি চালিয়েছেন একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা। এক বেসরকারি বাসচালককে কয়েক ঘণ্টা আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের লখিমপুরখেরি, পিলিভিট হয়ে স্লিপার সেলের জঙ্গি সদস্যরা ভারতে ঢুকতে পারে বলেও সতর্ক করেছে কেন্দ্র। শিলিগুড়ির নেপাল সীমান্তকে স্পর্শকাতর বলে বার্তা পাঠানো হয়েছে এসএসবি’র কাছে। নেপালের জেল থেকে পালানো বাংলাদেশভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন এবিটি’র তিন-চারজন সদস্য শিলিগুড়ি হয়ে কেরলে গা-ঢাকা দেওয়ার ছক কষেছে বলেও খবর পেয়েছেন গোয়েন্দারা। সেইমতো পদক্ষেপও করা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা আধিকারিকের বক্তব্য, ‘নেপালের জেলে এমন কয়েকজন জঙ্গি ছিল যারা স্লিপার সেল বিশেষজ্ঞ। কীভাবে নিয়োগ করতে হবে, কীভাবে প্রশিক্ষণ হবে সবেতেই তারা দক্ষ। সেই জঙ্গিরা ফের সক্রিয় হলে তা চিকেন নেকের জন্য চিন্তার কারণ হতে পারে।’

৩ কোটি মুক্তিপণ দাবি, উদ্ধার অধ্যাপক

প্রথম পাতার পর

নিখোঁজ ব্যক্তির মোবাইল ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করা হয়েছিল। দুষ্কৃতীরা হোয়াটসঅ্যাপ কল করার পরই ফোন বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকেশন পাওয়া যাচ্ছিল। ওই রাতেই পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি এলাকার একটি গেস্টহাউস থেকে শেষ লোকেশন পাওয়া গিয়েছিল। সেই সূত্র ধরেই ভোরে অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সেই সময় ঘটনাস্থলে পাঁচজন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে অমৃতকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় এক মাস আগে অমৃত হালদার ওরফে অমিত নামে তাপসের এক প্রতিবেশী কয়েকজন লোকের সঙ্গে তাপসের পরিচয় করিয়েছিলেন। ৮ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ি পৌঁছে ওই ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাপসের। সেই সময় তাঁরা তাপসকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে পৌঁছে দেওয়ার নাম করে গাড়িতে তোলেন। গাড়িতে উঠে তাপস আরও চারজন অচেনা মানুষকে দেখতে পান। বেশ কিছুক্ষণ নানা বাহানায় ঘোরানোর পর তাপসকে বলা হয়ে, তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে। এরপর তাঁর ফোন থেকেই স্ত্রীকে ফোন করে ৩ কোটি টাকা চাওয়া হয়।

পুলিশের দাবি, প্রতিবেশী অমৃতই অপহরণের যাবতীয় পরিকল্পনা করেছিলেন। এর আগে জানুয়ারি মাসে একটি অপহরণের ঘটনাতেও তাঁর নাম জড়িয়েছিল। সে সময় আদালত থেকে জামিন পেয়েছিলেন। সেই মামলা এখনও চলছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, তাপসকে অপহরণ করে টাকা হাতানোর ছক কষেছিলেন অমৃত। তবে, ওই কাজকে বাস্তবায়িত করেছেন কার্তিক। ভিডিও কলে যে বন্দুক দেখা গিয়েছিল তা এখনও উদ্ধার হয়নি। হয়তো সেই বন্দুক আসল নাও হতে পারে। এই ঘটনার সঙ্গে সঞ্জিত নামে আরও এক ব্যক্তির নাম জড়িয়েছে। তাঁর খোঁজ চলছে। ধৃতদের পাঁচদিনের হেপাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তাপসের বাড়ি ইংরেজবাজারের কোতোয়ালি এলাকায়। বর্তমানে তাঁরা মালদা শহরের মহানন্দাপল্লিতে ভাড়া থাকেন। স্ত্রী রাখি প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা।

গালি ব্রিগেডে পুরুষতন্ত্রের জয়ধ্বনি

প্রথম পাতার পর

শিক্ষিত মহিলার। এমন নরম করে মোটেই প্রশ্ন করেন না তাঁরা। ছাপার অযোগ্য ভাষায় ট্রোল করতে অভ্যস্ত এঁরা। বাকস্বাধীনতার অপপ্রয়োগে এঁরা একশোয় একশো।

ইদানীং শোবিজের সেলেবদের সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্রমণ একেবারে নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা শ্রেণি তৈরিই আজ শুধু নামী সেলেবদের অকারণ আক্রমণের জন্য। উত্তমকুমার এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একসঙ্গে যাঁকে সর্বকালের সেরা বাঙালি অভিনেত্রী বলেন, সেই সাবিত্রীকে যেভাবে এলি তেলি গঙ্গামালিরা আক্রমণ করেছেন, তা রীতিমতো অকল্পনীয়। আজও অভিনয়ে মারাত্মক সক্রিয় সাবিত্রী বা মাধবী। দুজনেই বাঙালির চিরন্তনী গর্ব, বয়স জয় করা প্রেরণার মুখ। অথচ বাংলায় তাঁদেরও শুনতে হচ্ছে অকথ্য গালাগাল। কেন তাঁরা আজও সক্রিয়?

এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের, এই ট্রোলবাহিনীর অধিকাংশ মুখ মহিলা। সকালে হয়তো ক্লাবে নারী স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করেছেন, মুণ্ডপাত করছেন পুরুষতন্ত্রের। বিকেলে ফেসবুকে সাবিত্রী থেকে স্বস্তিকা, দেবশ্রী থেকে শ্রাবন্তী সবাইকে অকাতরে গালাগাল দিয়ে চলেছেন। এঁদের বক্তব্যের পিছনে পুরুষতন্ত্রেরই জয়গান স্পষ্ট।

এঁদের আসলে অধিকারই নেই সাবিত্রীকে নিয়ে কোনও কথা বলার। কিন্তু ফেসবুক তো এখন কলতলার, টিভি চ্যানেলের সান্ধ্যকালীন বিতর্কের মতো। যে যা খুশি বলে যেতে পারেন। তাই এই মহান পরামর্শদাতারা ফেসবুকে যা খুশি তাই লিখে চলেছেন। কিছু না জেনেই। ভালো করে খোঁজ না নিয়ে। এ এক নতুন সামাজিক অসুখ।

মনোবিদ ও মনস্তত্ত্ববিদদের সঙ্গে কথা বলে গালিওয়ালিদের অবিশ্বাস্য কীর্তিকলাপের তিনটে কারণ উঠে আসে।

১) গালিব্রিগেডের অধিকাংশই বেকার গৃহবধূ বা তরুণী। যাঁরা চাকরি করেন, অনেক কাজ, তাঁদের এত সময় নেই সেলেবচর্চার। যাঁরা বাড়িতে বসে থাকেন, তাঁরাই নাম লেখান ট্রোলবাহিনীতে। ট্রোলিং শুরু হতাশা, অক্ষম ঈর্ষা এবং রাগ থেকে। আমি পারলাম না, অন্যরা পারছে কেন?

২) ফেসবুক এঁদের সমালোচনার ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে। এঁরা জানেন, পুলিশ কিছু করবে না। সেলেবদের গালাগাল দিয়ে এক অন্যরকম তৃপ্তি। নিজেকে সেলেবদের সমান মনে হয়।

৩) অধিকাংশেরই ধারণা, সেলেবরা অযোগ্য হয়েও এত সাফল্য, স্বীকৃতি পেয়েছে। এটা তো আমিও পেতে পারতাম। ওরা সাফল্য পেয়েছে অন্যায় সিঁড়ি ব্যবহার করে।

দিন কয়েক আগে শিয়ালদা স্টেশনের সামনে অভিনেত্রী কাঞ্চনা মৈত্র একটি দৃশ্যের শুটিং করছিলেন। চরিত্রের দাবি অনুযায়ী গলার স্বর পালটে খারাপ ভাষা ব্যবহার করতে হচ্ছিল তাঁকে। আর যায় কোথায়! ফেসবুকের নতুন হার্মাদরা শুরু করে দিল গালাগাল। এই অভিনেত্রী ব্যক্তিগত জীবনেও সব সময় নাকি এরকমই করে থাকেন। পোস্টে দু-একজন মিনমিনে গলায় বলার চেষ্টা করেছিল, আরে, এটা তো একটা সিরিয়াল বা সিনেমার শুটিংয়ের অংশ। কে এত শুনতে যাবে, পড়তে যাবে? অন্যের কথা এখন কেউ শোনে না, নিজের কথা বলতে চায়! এই ঘটনা বাস্তবে ঘটেছে, ধরে নিয়ে অভিনেত্রীকে অকথ্য গালিগালাজ চলল বহুদিন।

হায় বাকস্বাধীনতা! এক তরুণী অভিনেত্রীকে তো টানা বলে যাওয়া হয়েছে, তাঁর গায়ের রং এত কালো কেন। অবসাদে বিধ্বস্ত তরুণী বছর দুই চলে গিয়েছিলেন আড়ালে। যদি অবসাদে আত্মহননের পথে যেতেন তিনি, দায়িত্ব নিত কে? এই গালিওয়ালিরা?

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, তৃণমূল-বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেসের সমর্থক বাহিনীর মধ্যে এই ধরনের গালিগালাজ চালাচালি, ট্রোল হয় অনেকদিন। সেই অকথ্য ভাষা বিনিময়ে অন্তত মহিলাদের প্রবেশ ছিল না কার্যত। এখন টালিগঞ্জের অতি ছোট্ট দুনিয়া নিয়ে মহিলাদের ভাষার ব্যবহার শুনলে অবাক হতে হয়।

এঁরা মন দিয়ে প্রতিদিন সিরিয়াল দেখবেনও এবং অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে চলে যাবেন কলাকুশলীদের। কিছু পুরুষ তা দেখে উৎসাহিত, তাঁরাও বাড়তি আগ্রহ নিয়ে যোগ দেন সেখানে। মহিলারাই এঁদের টার্গেট, মহিলা মুখ্যমন্ত্রীও বিশ্রী গালাগালের হাত থেকে পার পাবেন না। মুখ্যমন্ত্রীর নীতি নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, কিন্তু এই নারীরা এমন কদর্য ভাষা প্রয়োগ করেন, তা কল্পনার বাইরে।

ভাবতে পারেন, গালাগাল দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে অনেক প্রোফাইল। যত গালাগাল, তত রিচ, আর ভিউ। বাঙালি নাকি এসব গালাগাল শুনতে আজকাল ভালোবাসছে ফেসবুকে। সাবিত্রীর মতো মহান অভিনেত্রীদের গালাগাল দেওয়ার সময় এঁদের আর বাড়ির ঠাকুমা, দিদিমার মুখ ভেসে আসে না। ভাবেন না, মমতাশংকর নিজে কথা বলছেন না আগ বাড়িয়ে। তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হচ্ছে বলে মুখ খুলেছেন। দেবশ্রী নিজে নাচতে যাননি। তাঁর নাচের মূল্য এখনও আছে বলে তাঁকে টিভি চ্যানেল ডেকেছে। স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় তাঁর কিংবদন্তি বাবা সন্তু মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে মালা দিয়েছিলেন। তাতেও এঁদের গালাগাল ফুরোবে না, নানা প্রশ্ন।

বাংলায় রাজনীতিকদের ভাষা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে আমরাই হাহুতাশ করে থাকি। সেলেবদের যেভাবে প্রচুর মানুষ মেঠো ও গ্রামীণ ভাষায় আক্রমণ করছেন বাংলায়, তা দেখার পর কোনও রাজনীতিককেই আর দোষারোপ করা উচিত নয়। নেতারা তো সমাজেরই অঙ্গ। এবং সমাজের একটা বড় অংশ, বিশেষ করে তথাকথিত শিক্ষিত মহিলারা যদি এভাবে প্রকাশ্যে গালাগাল দিয়ে যান, তার প্রভাব নেতা-শিক্ষক-আইনজীবী-সরকারি কর্মী সবার উপরেই পড়বে। এবং সেটাই পড়ছে। পরের প্রজন্মের উত্তরসূরিরাও মা-বাবাকে দেখে একই কাজে নামছে অতি দ্রুত।

আমি স্টারডম পাইনি, কিন্তু তোমরা কেন পাবে? এই ঈর্ষা থেকেই এসব গালাগাল। এঁরাই আবার নেতাদের মুখে গালাগাল শুনে প্রশ্ন করবেন, এসব কী হচ্ছে? বাংলাটা রসাতলে গেল! ওদিকে, মুখ্যমন্ত্রী থেকে বিরোধী সব দলের নেতাদের ছাপার অযোগ্য ভাষায় জ্ঞান দিয়ে যাবেন এঁরাই! কোনওদিন জ্ঞান দেবেন, কোনওদিন শুধু অযৌক্তিক গালাগাল। যুক্তিপূর্ণ ভদ্রভাষার সমালোচনা অবশ্যই দরকার। এঁরা তো নাম লেখান খেউরের দলে। ফেসবুকের এই গালিওয়ালা, গালিওয়ালিদের মুখে কোনওদিন যুক্তি শুনবেন না। গালাগালেই তাঁদের মোক্ষলাভ।

তাহলে আর নেতাদের মুখে আমরা শুধুই সাধু ভাষা শুনতে চাইছি কেন? নেতাদেরও তো আরও বেশি করে রিচ চাই, ভিউ চাই! তাঁরা উচ্চকিত ভাষণে ছাপার অযোগ্য কথা বললে উত্তেজিত হবেন না আর। এসব আমাদের বাঙালিদের সবারই প্রাপ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘অনধিকার’

প্রথম পাতার পর

উপাচার্যর দাবি, ‘শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন ও প্রোটোকল আছে। পরীক্ষা চলাকালীন বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করাটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও অন্যায়। তিনি তাঁর আসার কথা আমাদেরকে অফিশিয়ালি জানাতে পারতেন। আমরা সাদরে গ্রহণ করতাম।’

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিধায়কের হঠাৎ আগমনের পিছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে উপাচার্য বলেন, ‘কী কারণে তিনি এসেছিলেন জানি না। তবে সামনে নির্বাচন আছে। হতে পারে সেই কারণে।’

এদিন বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী তথা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতা তপন নাগও। বিনা অনুমতিতে তাঁর প্রবেশ নিয়েও এদিন আপত্তি তোলেন উপাচার্য। এই প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, ‘তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ নিয়ে দুটি তদন্ত কমিটি তদন্ত করছে। এই অবস্থায় বিনা অনুমতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ঢোকা ঠিক হয়নি। আমরা ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখছি। এস্টেট অফিসার ও অন্য আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।’

অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর পালটা প্রশ্ন, ‘বিধায়ক কোথায় যাবেন সেটার জন্য তাঁর (উপাচার্য) কাছে অনুমতি নিতে হবে নাকি?’ নিজের কৃতকর্ম প্রসঙ্গে বিধায়কের ব্যাখ্যা, ‘মাঠের পাশ দিয়ে সর্বসাধারণের রাস্তা আছে। আমি আজ ওই রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলাম একটি বেহাল পুকুর দেখতে। কারণ পুকুরটির জন্য সাধারণ মানুষের সমস্যা হচ্ছে। ফেরার পথে দেখলাম ছাত্ররা মাঠে ক্রিকেট খেলছে। তাদের আহ্বানে দু’-তিনটি বল মেরে রওনা দিই।’ উপাচার্যকে তীব্র কটাক্ষ করে বিধায়কের মন্তব্য, ‘উপাচার্যের চাকরি চলে গিয়েছে। তিনি সেটা জেনে গিয়েছেন। তাই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। খুব তাড়াতাড়ি তাঁর মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।’

এদিকে, বিধায়ক-উপাচার্য দ্বৈরথকে কেন্দ্র করে পৃথক অবস্থান ও পক্ষ নিয়েছে দুই ছাত্র সংগঠন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা শুভাশিস ঝা বলেন, ‘উপাচার্য চেয়ারে বসে রাজনীতি করছেন। পরীক্ষা মাঠ চত্বরে হচ্ছে না। ছেলেরা মাঠে খেলছে। তাদের তো খেলা বন্ধ করেননি। বিধায়ক রাস্তা দিয়ে গেলেও ওনার অনুমতি নিতে হবে নাকি?’

অন্যদিকে, এবিভিপির রাজ্য সহ সম্পাদক দীপ দত্ত বলেন, ‘আমরা উপাচার্যের বক্তব্যকেই সমর্থন করছি। একজন বিধায়ক বহিরাগতদের নিয়ে এভাবে ক্যাম্পাসে যেতে পারেন না। আগামীতে বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধ না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।’

চলতি এশিয়া কাপে কুলদীপ যাদবের স্পিন বোলিংকে এক্স ফ্যাক্টর ধরছেন বিশেষজ্ঞরা।

পরের ম্যাচে সুযোগ পাবে? প্রশ্ন মঞ্জরেকারের

সাফল্যের খিদে, প্রাক্তন ‘ছাত্র’

কুলদীপের স্পিনে মুগ্ধ আক্রাম

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অবসরের পর মনে হয়েছিল ভাগ্যের চাকা ঘুরতে চলেছে। যদিও কেরিয়ার সেই তিমিরেই। টেস্ট হোক বা সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাট- গৌতম গম্ভীর জমানাতেও অনিয়মিত কুলদীপ যাদব। ওয়াশিংটন সুন্দর, বরুণ চক্রবর্তীরা অগ্রাধিকারের তালিকায়। গতকাল প্রত্যাবর্তনের সুযোগে যেন সেই বঞ্চনার জবাব দিলেন ভারতীয় দলের চায়নাম্যান বোলার।

কুলদীপের সাফল্যের যে বোলিং দেখে রীতিমতো মুগ্ধ প্রাক্তন ‘গুরু’ ওয়াসিম আক্রাম। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের দায়িত্বে থাকাকালীন ছাত্র হিসেবে কুলদীপকে পেয়েছিলেন। গতকাল সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে কুলদীপের (৭ রানে ৪ উইকেট) সাফল্য নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সেই আবেগটাই বেরিয়ে আসছিল। কমেন্ট্রি টিমের অন্যতম সদস্য পাকিস্তানের প্রাক্তন সুইং কিং প্রশংসায় ভরিয়ে দেন।

আক্রাম বলেছেন, ‘লেগস্পিন, গুগলি, ফ্লিপার! দুরন্ত মিশেল। আমিও এখানে বসে ওকে ঠিকমতো পড়তে পারছিলাম না। এমনকি রিপ্লেতেও বুঝতে সমস্যা হচ্ছিল। কার্যত অপ্রতিরোধ্য। দুরন্ত বোলিং।’ কুলদীপের প্রশংসা করতে গিয়ে কেকেআরের সময়ের স্মৃতিতেও ভাসলেন আক্রাম। পাক কিংবদন্তি বলেছেন, ‘মনে পড়ছে কুলদীপের কলকাতা নাইট রাইডার্সে যোগ দেওয়ার কথা। তখন অল্প বয়স। ও এবং মহম্মদ সামি সবসময় আমার সঙ্গে থাকত। ব্রেকফাস্ট থেকে লাঞ্চ, ডিনার, ম্যাচের সময়। যখন খেলা থাকত না, তখনও আমার সঙ্গে বসে থাকত! শেখার তাগিদ। ওদের মধ্যে শেখার অসম্ভব খিদে ছিল। বিশেষত কুলদীপের।’

কুলদীপের কথা বলতে গিয়ে মহম্মদ সামিকে নিয়ে অজানা গল্প শোনালেন আক্রাম। বলেছেন, ‘একবার তো আমাকে ছাড়তে গাড়ি করে বিমানবন্দরেও গিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন আসছ আমার সঙ্গে? উত্তরে সামি বলে, ওয়াসিম ভাই, আপনার থেকে শিখতে চাই। শুনতে চাই আপনার কথা। তাই এসেছি। সাফল্যের এই খিদেটাই আজ ওদের এই উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। পুরো কৃতিত্বটাই প্রাপ্য কুলদীপ-সামিদের। দেশের হয়ে যা অর্জন করেছে, ওদের জন্য আমি গর্বিত।’

কুলদীপকে নিয়ে আবার ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে ঘুরিয়ে খোঁচা দিয়েছেন সঞ্জয় মঞ্জরেকার। প্রাক্তন টেস্ট ব্যাটারের দাবি, ৭ রানে ৪ উইকেট নিলেও পরের ম্যাচে কুলদীপ খেলবে, আদৌ তার নিশ্চয়তা আছে কি? এশিয়া কাপের কমেন্ট্রি টিমের অন্যতম সদস্য মঞ্জরেকার তাঁর সমাজমাধ্যমে গম্ভীরদের উদ্দেশ্য করে যে প্রশ্নটা তুলে দিয়েছেন। ১৪ তারিখ পাকিস্তান মহারণ। স্পিন বিভাগে পরিবর্তন হলে কুলদীপের ওপর কোপ পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। মজার কথা, গত ইংল্যান্ড সফরে পাঁচ টেস্টের একটিতেও কুলদীপকে সুযোগ না দেওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েন গম্ভীর। প্রাক্তনদের অনেকে কটাক্ষের সুরে বলেছিলেন, বল ছেড়ে এবার ব্যাটিংয়ে মন দিক কুলদীপ।

গম্ভীর-মরকেলের কাছে কৃতজ্ঞ শিবম

পাক ম্যাচের পরিকল্পনা শুরু

দুবাই, ১১ সেপ্টেম্বর : তিনিও হতে পারতেন ম্যাচের সেরা। কিন্তু হননি।

তার জন্য শিবম দুবের কোনও হতাশা নেই। বরং তিনি নিজের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে পেরে গর্বিত। আর সেই গর্ব তিনি ভাগ করে নিতে চান ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর ও বোলিং কোচ মরনি মরকেলের সঙ্গে। কারণ, গম্ভীর-মরকেলের জন্যই বোলার শিবমকে ফিরে পেয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট।

তিনি অলরাউন্ডার। কিন্তু শেষ কয়েক বছর আইপিএলের আসরই হোক বা অন্য কোনও প্রতিযোগিতা, বল হাতে শিবমকে দেখাই যেত না। শেষ কয়েক মাসে ছবিটা বদলাচ্ছিল। ভারতীয় দল ইংল্যান্ড সিরিজ শেষে দেশে ফেরার পর বোলিং কোচ মরকেল ও প্রধান কোচ গম্ভীর শিবমকে নিয়ে আলাদাভাবে ক্লাস করেছিলেন। যেখানে তাঁকে বল করতে বলা হয়েছিল। নির্দিষ্ট লাইনে টানা বোলিং করে গিয়েছিলেন শিবম। গতরাতে টিম ইন্ডিয়ার এশিয়া কাপ অভিযানের প্রথম ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে তার ফলও পেয়েছেন তিনি। নিয়েছেন তিন উইকেট। চার উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদব। সতীর্থ কুলদীপকেও তাঁর সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন শিবম।

অনায়াস জয় দিয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়া। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে উড়িয়ে দিয়েছে প্রথম ম্যাচেই। গতরাতের সাফল্যের পর আজ পুরো দিনটাই বিশ্রামে ছিলেন সূর্য, শুভমান গিল, হার্দিক পান্ডিয়ারা। তার মাঝেই রবিবারের পাকিস্তান ম্যাচের পরিকল্পনাও শুরু হয়ে গিয়েছে ভারতীয় শিবিরে। হারিয়ে যাওয়া অলরাউন্ডার তকমা নতুনভাবে ফিরে পাওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে শিবম বলেছেন, ‘আমিরশাহি ম্যাচ এখন ইতিহাস। সামনে পাকিস্তান ম্যাচ। সেই ম্যাচ নিয়ে আমাদের ভাবনা, পরিকল্পনা শুরু হয়ে যাবে দ্রুত। কোচ গতিভাই আমাদের যেমন পরামর্শ দেবেন, সেভাবেই আমরা মাঠে নিজেদের উজাড় করে দেব।’ আইপিএলে মহেন্দ্র সিং ধোনির দলের হয়ে খেলেন শিবম। সেখানে ব্যাটার হিসেবে অনেক ম্যাচে দলকে ভরসা দিলেও বল করার সুযোগ খুব একটা পান না তিনি। ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটার হিসেবে অন্য কাউকে জায়গা দেওয়ার জন্যই বল করার সুযোগ শিবম পান না।

যদিও গতরাতে এশিয়া কাপের আসরে শিবম প্রমাণ করেছেন, বল হাতে দলকে ভরসা দিতে তিনি তৈরি। তাঁর কথায়, ‘ইংল্যান্ড সিরিজ শেষের পর থেকেই মরকেল আমার পিছনে পড়ে রয়েছে। গতিভাইয়ের পরামর্শ মেনে আমায় দিয়ে টানা বোলিং করানো হয়েছে। আর বোলিংয়ের সেই ক্লাসে পেয়েছি প্রচুর পরামর্শও। শেষ কয়েক মাসের পরিশ্রমের ফল পাচ্ছি এখন।’ টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে শিবম ছাড়াও অলরাউন্ডার হিসেবে রয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়াও। হার্দিকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও দারুণ। সেই

> ইংল্যান্ড সিরিজ শেষের পর থেকেই মরকেল আমার পিছনে পড়ে রয়েছে। গোতিভাইয়ের পরামর্শ মেনে আমায় দিয়ে টানা বোলিং করানো হয়েছে। আর বোলিংয়ের সেই ক্লাসে পেয়েছি প্রচুর পরামর্শও। শেষ কয়েক মাসের পরিশ্রমের ফল পাচ্ছি এখন।
>
> **শিবম দুবে**

প্রসঙ্গ টেনে শিবম বলেছেন, ‘হার্দিক আমার ভাইয়ের মতো। ও আমার চেয়ে বেশি আইপিএল ও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে। তাই সবসময় আমি ওর সঙ্গে কথা বলে নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করি। উপভোগ করি ওর সঙ্গে ম্যাচ খেলাও।’

এদিকে, আজ ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক ও টি২০-র সহ অধিনায়ক শুভমানের জীবনের অজানা ঘটনা সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, শুভমানের ব্যাটার হিসেবে উন্নতির পিছনে রয়েছেন এক ফলের রস বিক্রেতা। যিনি মোহালির পিসিএ স্টেডিয়ামের বাইরে দোকানদারি করতেন। শুভমানকে একসময় প্রচুর থ্রোডাউন দিয়েছেন তিনি।

বোলিং কোচ মরনি মরকেলের থেকে সেরা ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের মেডেল গলায় পড়লেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ম্যাচে ৩ উইকেট নেওয়া শিবম দুবে।

পূজা রানি

জেসমিন লাম্বোরিয়া

বক্সিংয়ে দুই পদক নিশ্চিত ভারতের

লিভারপুল, ১১ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে আরও দুই পদক নিশ্চিত করল ভারত। মেয়েদের ৮০ কেজি বিভাগে সেমিফাইনালে উঠেছেন দুইবারের এশিয়ায় চ্যাম্পিয়ন পূজা রানি। একইসঙ্গে মেয়েদের ৫৭ কেজি বিভাগের শেষ চার নিশ্চিত করেছেন জেসমিন লাম্বোরিয়া।

বৃহস্পতিবার পূজা কঠিন লড়াইয়ের পর ৩-২ ব্যবধানে জয় পেয়েছেন পোল্যান্ডের ইমিলিয়া কোতেরস্কার বিপক্ষে। জেসমিন অবশ্য ৫-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছেন উজবেক বক্সার মামাজোনোভা খুমোরবোনুকে।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্ব বক্সিং আয়োজিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম সংস্করণে ভারত ২০ সদস্যের দল পাঠিয়েছিল। বুধবার নুপুর সোরেন মেয়েদের ৮০ উর্ধ্ব বিভাগে সেমিফাইনালে পৌঁছে ভারতের প্রথম পদক নিশ্চিত করেছিলেন। এছাড়াও মেয়েদের ৪৮ কেজি বিভাগে মিনাক্ষী এবং ছেলেদের ৫০ কেজি বিভাগে ইতিমধ্যেই কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছেন। শুক্রবার জিততে পারলেই আরও দুইটি পদক আসবে ভারতের ঝুলিতে।

হ্যাম্পশায়ারে খেলবেন ওয়াশিংটন

লন্ডন, ১১ সেপ্টেম্বর : হ্যাম্পশায়ারের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেট খেলবেন ওয়াসিংটন সুন্দর। ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্লাবের পক্ষ থেকে আজ এই ঘোষণা হয়েছে। মাস খানেক আগে টিম ইন্ডিয়ার বিলেত সফরের সময় ব্যাটে-বলে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছিলেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। সেই সাফল্যের পুরস্কার পেলেন তিনি। হ্যাম্পশায়ারের তরফেও ওয়াসিংটনকে তাদের দলে স্বাগত জানানো হয়েছে। বিলেতের কাউন্টি ক্রিকেটে সম্প্রতি সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না হ্যাম্পশায়ারের। ওয়াসিংটনের যোগদানের পর হ্যাম্পশায়ারের ভাগ্য বদল হয় কিনা, সেটাই দেখার।

পাকিস্তান ম্যাচে মন দিক সূর্যরা : কপিল

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : খেলা বহির্ভূত কোনও বিষয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। ক্রিকেটেই ফোকাস থাকুক। ভারত-পাকিস্তান রবিবাসরীয় মহারণ নিয়ে এমনই পরামর্শ বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়ক কপিল দেবের। প্রাক্তনের মতে, ম্যাচ নিয়ে সবুজসংকেত দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্লেয়াররা মাঠে নেমে এবার নিজেদের দায়িত্ব ঠিকঠাকভাবে পালন করুক। এশিয়া কাপের সূচি প্রকাশের পর পহলগাম জঙ্গিহানা, অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী পরিস্থিতিতে ম্যাচ ঘিরে নানা বিতর্ক। যদিও কপিল চান, সব বিতর্ক ভুলে খেলাতেই মন দিক সূর্যকুমার যাদবরা।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে উড়িয়ে দিয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে ভারত। রবিবার অবশ্য আসল পরীক্ষা। যে ম্যাচের আগে ভারতীয় ক্রিকেটারদের উদ্দেশে কপিল এদিন বলেছেন, ‘মাঠে নামো এবং জেতো। যাদের কাজ খেলা, তাদের উচিত শুধুমাত্র খেলাতেই মনঃসংযোগ করা। আর কোনও কিছু নিয়ে ভাবার প্রয়োজন নেই। ম্যাচ ঘিরে বাইরে যে বিতর্ক চলছে, সেটাকে বড় ইস্যু বানানোর দরকার নেই। সরকার যা করার করে দিয়েছে। রবিবার প্লেয়াররা তাদের কাজ করুক।’

বুধবার রাতে দুবাইয়ে ৫৭ রানে প্রতিপক্ষকে গুটিয়ে দেওয়ার পর ২৭ বলে আমিরশাহি-বধ সেরে নেয় টিম ইন্ডিয়া। ব্যাটে-বলে ভারতীয় দলের যে নিখুঁত ক্রিকেটে উচ্ছ্বসিত প্রাক্তন অধিনায়কও। কপিল বলেছেন, ‘এই ভারতীয় দল যথেষ্ট ভালো। প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, ট্রফি নিয়েই দেশে ফিরবে ওরা।’

পাকিস্তান ম্যাচে সূর্যকুমার যাদব ও শুভমান গিলের ব্যাটিং নির্ণায়ক হতে পারে।

মামলা খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

এদিকে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে স্বস্তির খবর। রবিবারের ম্যাচ বন্ধের আর্জি জানিয়ে করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। গতকাল ম্যাচের যৌক্তিকতা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা করা হয়েছিল। আবেদনকারীর যুক্তি ছিল, পহলগামে নারকীয় ঘটনার পর পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা উচিত নয় ভারতের। যদিও সর্বোচ্চ আদালত সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছে। বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী এবং বিজয় বিষ্ণোই এদিন পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন, সূচি মেনেই ম্যাচ হোক। সর্বোচ্চ আদালত হস্তক্ষেপ করবে না।

‘অচেনা’ ওমানের বিরুদ্ধে আজ নামছেন শাহিনরা

দুবাই, ১১ সেপ্টেম্বর : অদ্ভুত মিল। আবার অমিলও!

গতকাল টিম ইন্ডিয়া এশিয়া কাপে প্রবল দাপট দেখিয়ে বড় জয় দিয়ে অভিযান শুরু করেছে। কাল এশিয়া কাপ অভিযানে নামছে পাকিস্তান।

ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। যে দলে ভারত-পাকিস্তান বংশোদ্ভূত বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার ছিলেন। আগামীকাল পাকিস্তানের ‘অচেনা’ প্রতিপক্ষ ওমান দলেও রয়েছে এমন ছবি। ওমানের অধিনায়ক জতিন্দার সিং ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তাই সমাজমাধ্যমে বলা হচ্ছে, রবিবারের মহারণের আগেই আগামীকাল ভারতের সামনে পাকিস্তান।

বাবর আজম নেই। মহম্মদ রিজওয়ানও নেই। অধিনায়ক সলমন আলি আঘার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান দল তারুণ্যে ভরা। যারা দুবাইয়ে দিন কয়েক আগে ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আফগানিস্তানকে হারিয়ে। জোরে বোলার শাহিন শা আফ্রিদি ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছে সেই ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতার আসরেই। শাহিনের ছন্দ ভরসা দিচ্ছে পাকিস্তানকে। সঙ্গে রয়েছে ‘অচেনা’ ওমানকে নিয়ে সতর্কতাও। ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, অতীতে কখনও ওমানের বিরুদ্ধে খেলেনি পাকিস্তান। ফলে এশিয়া কাপের মতো প্রতিযোগিতার আসরে অভিযান শুরুর লগ্নে বেশ সতর্ক সলমনরা।

এশিয়া কাপে আজ
ওমান বনাম পাকিস্তান
সময় : রাত ৮টা, **স্থান : দুবাই**
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

ওমান অধিনায়ক জতিন্দার জানিয়েছেন, তাঁদের কিছু হারানোর নেই। বরং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁরা সেরাটা দিয়ে দেখিয়ে দিতে চান, ওমানও ক্রিকেট খেলতে জানে। বাস্তবে এমন ভাবনা কতটা কার্যকরী হবে, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে ওমানের বিরুদ্ধে ম্যাচকে রবিবারের ভারত-পাক মহারণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি হিসেবে দেখছে পাকিস্তান টিম ম্যানেজমেন্ট। এদিকে, ঘাড়ের চোটে কাবু পাক অধিনায়ক সলমন। তিনি আজ অনুশীলনেও ছিলেন না। পাক দলের একটি সূত্র জানিয়েছে, অধিনায়ক সলমনের চোট গুরুতর নয়।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে বুধবার কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তীরা বল হাতে ভেলকি দেখিয়েছেন। পাকিস্তানের কোচ মাইক হেসনও স্পিন-জুজু দেখিয়ে রাখলেন প্রতিপক্ষকে শিবিরকে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে হেসন বলেছেন, ‘স্কোয়াডে রিস্ট স্পিনার থাকলে পিচ খুব একটা চিন্তার বিষয় হয় না। আমাদের স্কোয়াডে পাঁচজন বিশেষজ্ঞ স্পিনার রয়েছে। আলাদা করে মহম্মদ নওয়াজের নাম বলব। আমার মতে, নওয়াজ বর্তমানে বিশ্বের সেরা স্পিনার। জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন পর থেকে গত ছয় মাসে ও দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে। সলমনও পার্টটাইম স্পিন খারাপ করে না। ফলে আমাদের হাতে বিকল্পের অভাব নেই।’

মন্থর স্ট্রাইক রেটের জন্য এশিয়া কাপে পাকিস্তানের স্কোয়াডে বাবর ও রিজওয়ানের জায়গা হয়নি। যা নিয়ে হেসন বলেছেন, ‘আমি কারোর দুর্বলতা নিয়ে এখানে কথা বলতে আসিনি। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে টি২০ ক্রিকেট খেলা হয় তাতে স্ট্রাইক রেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যা অস্বীকার করার জায়গা নেই।’

সরাসরি না বললেও ঘুরিয়ে বাবর-রিজওয়ানের মন্থর ব্যাটিংকে কার্যত কাঠগড়ায় তুলেছেন হেসন। এখন বাবর-রিজওয়ানকে ছাড়া এশিয়া কাপে পাকিস্তান কেমন পারফর্ম করে, সেটাই দেখার।

সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের কোচ মাইক হেসন।

৫ উইকেট নেওয়ার বল হাতে মধ্যাঞ্চলের সারাংশ জৈন।

সারাংশদের স্পিনে চাপে দক্ষিণাঞ্চল

বেঙ্গালুরু, ১১ সেপ্টেম্বর : দলীপ ট্রফির ফাইনালে প্রথম দিনেই চাপে দক্ষিণাঞ্চল। সৌজন্যে মধ্যাঞ্চলের সারাংশ জৈন-কুমার কার্তিকের স্পিনের জাদু।

বৃহস্পতিবার টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন মধ্যাঞ্চলের অধিনায়ক রজত পতিদার। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে দক্ষিণাঞ্চল। সারাংশ জৈন ও কুমার কার্তিকের স্পিনের সামনে ১৪৯ রানের বেশি তারা তুলতে পারেনি। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৩১ রান করেন ওপেনার তন্ময় আগরওয়াল। সারাংশ জৈন ৪৯ রান দিয়ে ৫টি উইকেট নেন। ৫৩ রান দিয়ে ৪টি উইকেট দখল করেন কুমার কার্তিক। দীপক চাহার ৬ ওভারে ১১ দিয়েও কোনও উইকেট পাননি।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে বিনা উইকেটে ৫০ রান তুলেছে মধ্যাঞ্চল। দুই ওপেনার দানিশ মালেওয়ার ২৮ ও অক্ষয় ওয়াদকার ২০ রানে অপরাজিত রয়েছেন।

আলকারাজ ও মার্কিন মডেল ব্রুকস নাদেরের প্রেম এখন চর্চায়।

নতুন প্রেমে আলকারাজ

নিউ ইয়র্ক, ১১ সেপ্টেম্বর : সদ্য ইউএস ওপেন জিতে উঠে এসেছেন টেনিসের এটিপি র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থানে। এবার ব্যক্তিগত জীবনের কারণে শিরোনামে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। শোনা যাচ্ছে ২২ বছরের স্প্যানিশ তারকা ডেট করছেন মার্কিন মডেল ব্রুকস নাদেরকে। ব্রুকসের বোন গ্রেস অ্যান নাদের নিশ্চিত করেছেন দুইজনের সম্পর্কের কথা।

গ্রেস বলেছেন, ‘গুজবটা সত্যি। তবে ডেটিং কথাটা আলগা অসংযত হয়ে যাবে।’ আলকারাজের প্রশংসার গ্রেস আরও যোগ করেছেন, ‘আমি জানি এই মুহূর্তে জনপ্রিয়তায় ওই শীর্ষে।’

ইউএস ওপেন আলকারাজ বনাম আর্থার রিন্ডার্কনেচ ম্যাচ চলাকালীন ব্রুকস এবং তাঁর বোনদের গ্যালারিতে দেখা গিয়েছিল। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, তাঁরা ফাইনালে জানিক সিনার-আলকারাজ দ্বৈরথেও উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে জেতাল বৃষ্টি

কার্ডিফ, ১১ সেপ্টেম্বর : ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টি২০ ম্যাচে বৃষ্টির থাবা। শেষ পর্যন্ত যদিও সেই বৃষ্টিই জিতিয়ে দিল প্রোটিয়াদের।

কার্ডিফে ম্যাচ শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের প্রায় আড়াই ঘন্টা পর। ততক্ষণে ওভার সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৯। টসে জিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাট করতে পাঠায় ইংল্যান্ড। ৭.৫ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রহ তখন ৫ উইকেটে ৯৭। ফের বাদ সাধে বৃষ্টি। দক্ষিণ আফ্রিকা এরপর আর ব্যাটিংয়ে নামতে পারেনি।

সেই বৃষ্টির কারণেই ইংল্যান্ডের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় নতুন করে। জিততে হলে ৫ ওভারে তাদের করতে হত ৬৯ রান। তবে হ্যারি ব্রুকের দল তা পারেনি। ৫ ওভারে ৫ উইকেটে ৫৪ রানে শেষ হয় তাঁদের ইনিংস। ডিএলএস নিয়মে ১৪ রানে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গেল এইডেন মার্করামের দক্ষিণ আফ্রিকা।

দায়িত্বে সৌরভ, তিন সপ্তাহ আগেই জানতেন এবি

‘খেলুক ভারতীয় ক্রিকেটাররাও’

প্রিটোরিয়া, ১১ সেপ্টেম্বর : হেডকোচের নতুন ভূমিকায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে আগামীবার প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের দায়িত্ব সামলাবেন মহারাজ। চমকপ্রদ যে খবরটা অবশ্য বাকি বিশ্বের চেয়ে তিন সপ্তাহ আগেই নাকি জানতেন এবি ডিভিলিয়ার্স! প্রিটোরিয়ার ঘরের ছেলে এবি। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটের অন্যতম কিংবদন্তিও। নিজের শহরের ফ্র্যাঞ্চাইজির হেডকোচ হতে চলেছেন সৌরভ, খবরটা নাকি আগেই তাঁর কাছে চলে এসেছিল।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে সৌরভকে নিয়ে এমনই দাবি করেছেন প্রোটিয়া তারকা। এবি বলেছেন, ‘আমার ঘরের দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের হেডকোচের দায়িত্ব নিতে চলেছেন সৌরভ। সত্যি কথা বলতে, সপ্তাহ তিনেক আগেই খবরটা আমার কাছে ছিল। এতদিন যা আমাদের (সৌরভ ও এবি) মধ্যেই ছিল। বেশ কিছু বিষয়ে আমাদের মধ্যে কথাও হয়েছে। তবে পুরোটাই ব্যক্তিগত আলোচনা, প্রকাশ্যে আনতে চাই না।’

হেডকোচ হিসেবে সৌরভকে পেয়ে খুশির মধ্যে একটাই আক্ষেপ, নিলাম তালিকায় কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারের নাম না থাকা। প্রোটিয়া কিংবদন্তির মতে, তার কাছে ভারতীয় খেলোয়াড়দের অনুপস্থিতি দুর্ভাগ্যজনক। সদ্য অবসর নেওয়ার পর রবিচন্দ্রন অশ্বীনের সামনে সুযোগ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগের নিলাম তালিকায় নাম নথিভূক্ত করার। বদলে আইএলটি২০-তে নাম লিখিয়েছেন ভারতীয় অফস্পিনার।

ডিভিলিয়ার্সের বিশ্বাস, ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে ‘প্রাচীর’ সরিয়ে দিতে তাঁরা সক্ষম হবেন। আগামীদিনে ভারতীয় প্লেয়াররাও অংশ নেবেন দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে। একইসঙ্গে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এবির আবেদন, ‘ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের চুক্তির আওতায় না থাকা প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার বন্ধুদের কাছে আবেদন, তারা আমাদের লিগে নাম লেখাক। এখানে এসে খেলুক। এসএটি২০ দারুণভাবে হচ্ছে। এই লিগের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি খুশি।’

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **দেবতমা ব্রহ্ম :** তোর ১৫তম জন্মদিনে অনেক অনেক আশীর্বাদ আর শুভ কামনা রইলো। ঈশ্বরের কাছে তোর সুস্থ সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ জীবন কামনা করি। **বাবা - বুবাই, মা - অর্চনা, ঠাকুমা - সোনা ব্রহ্ম।**

প্রণয়কে হারিয়ে শেষ আটে লক্ষ্য

হংকং, ১১ সেপ্টেম্বর : হংকং ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন ভারতের তারকা শাটলার লক্ষ্য সেন। বৃহস্পতিবার শেষ ষোলোর লড়াইয়ে লক্ষ ১৫-২১, ২১-১৮, ২১-১০ পয়েন্টে স্বদেশীয় এইচএস প্রণয়কে পরাজিত করেছেন। কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি মুখোমুখি হবেন আরেক ভারতীয় আয়ুষ ছেত্রী। জাপানের কোদাই নারাওকাকে আয়ুষ ২১-১৯, ১২-২১, ২১-১৪ পয়েন্টে হারিয়েছেন। তবে চাইনিজ তাইপেইয়ের চৌ তিয়েন চেনের কাছে ৬-২১, ১২-২১ পয়েন্টে হেরে বিদায় নিয়েছেন ভারতের কিরণ জর্জ। পুরুষদের ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন সাত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। তারা থাইল্যান্ডের পিরাটচাই-পাক্কাপনকে ১৮-২১, ২১-১৫, ২১-১১ পয়েন্টে হারিয়েছেন। মহিলাদের ডাবলসে ভারতের ঋতুপর্ণা-শ্বেতপর্ণা চিনের লি উজিং-লুয়ো জুমিমর কাছে ২১-১৩, ২১-৭ পয়েন্টে হেরে বিদায় নিয়েছেন।

নামের চাপেই কাঁপুনি, অকপট রাজপুত

ম্যাচ শেষে আবেগে ভাসলেন গিল-সিমরন

দুবাই, ১১ সেপ্টেম্বর : শুভমান গিলের কি আমাকে মনে আছে?

ভারত ম্যাচের আগে শুভমানকে নিয়ে স্মৃতিমেদুরতায় ভুগছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সিমরনজিৎ সিং। উত্তরটা পেলেন স্বয়ং শুভমানের থেকেই। সিমরনজিৎকেই বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ম্যাচ শেষ করার পর প্রাক্তন সতীর্থকে জড়িয়ে ধরলেন ভারতের টেস্ট অধিনায়ক।

প্রায় ১৪ বছর পর দেখা। হারজিত ভুলে দুজনে মিলে ফিরে গেলেন ২০১১-'১২ সালের মোহালি স্টেডিয়ামে প্রস্তুতির দিনগুলিতে। যেখানেও বোলারের ভূমিকা পালন করতেন সিমরন। যার বলে ব্যাটিং অনুশীলন সারতেন সেদিনের খুদে শুভমান। গতকাল বুর্জ খালিফার শহর দুবাইয়ে পুনর্মিলনের মঞ্চে দুজনের গায়ে দুই দেশের জার্সি।

> সত্যি কথা বলতে, এটা মোটেই টার্নিং পিচ ছিল না। বরং ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো উইকেট। আসলে ভারতীয় বোলারদের স্কিল ব্যবধান গড়ে দেয়। বিশেষত, ওদের রিস্ট স্পিনাররা। ওরা যে কোনও পিচে টার্ন করাতে পারে। যেভাবে বল করছে, যে লেংথে বল করেছে, তা প্রশংসনীয়।
>
> **লালচাঁদ রাজপুত**
> *(সংযুক্ত আরব আমিরশাহির কোচ)*

প্রতিপক্ষকে মাত্র ৫৭ রানে গুটিয়ে দিয়ে একপেশে ম্যাচের স্ক্রিপ্ট তৈরি করে দেন ভারতীয় বোলাররা। কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তীদের স্পিন বুঝতেই পারেননি ব্যাটাররা। টেলএন্ডারদের দ্রুত ডাগআউটের রাস্তা দেখান শিবম দুবেও। আমিরশাহির কফিনে এরপর বাকি পেঁরেক পুঁতে দেয় অভিষেক শর্মা, শুভমান গিলদের ঝোড়ো ব্যাটিং। মাত্র ২৭ বলেই ম্যাচ পকেটে!

ম্যাচ শেষে বন্ধু সিমরনজিৎ সিংয়ের সঙ্গে আড্ডায় শুভমান গিল।

দলের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় একরাশ লজ্জা নিয়ে ফিরতে হয় আমিরশাহির কোচ লালচাঁদ রাজপুতকে। ২০০৭ সালে উদ্বোধনী টি২০ বিশ্বকাপে রাজপুতের প্রশিক্ষণেই চ্যাম্পিয়ন হয় মহেন্দ্র সিং ধোনির দল। মাঝের ১৮ বছরে গঙ্গা দিয়ে প্রচুর জল বয়ে গিয়েছে। রাজপুতের হাতে বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দায়িত্ব। শক্তিশালী ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর নতুন ছাত্ররা লড়াই করবে, তা দেখার জন্য মুখিয়ে ছিলেন তিনি।

ম্যাচজুড়ে যদিও উলটো ছবি। রাজপুতও স্বীকার করে নিলেন, ভারতীয় দলের তারকাদের নামেই কার্যত কেঁপে গিয়েছে তাঁর ব্যাটিং বিভাগ। অজুহাতের রাস্তায় হাঁটার বদলে ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে, এটা মোটেই টার্নিং পিচ ছিল না। বরং ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো উইকেট। আসলে ভারতীয় বোলারদের স্কিল ব্যবধান গড়ে দেয়। বিশেষত, ওদের রিস্ট স্পিনাররা। ওরা যে কোনও পিচে টার্ন করাতে পারে। যেভাবে বল করছে, যে লেংথে বল করেছে, তা প্রশংসনীয়।'

আমিরশাহির ওপেনাররা কিন্তু খারাপ শুরু করেননি। ৫৭ রানের মধ্যে ৪১ রান করেন দুই ওপেনার আলিশান শরাফু ও মহম্মদ ওয়াসিম। বাকিদের অবদান ১৬! যার মধ্যে রয়েছে শ্রীযুক্ত অতিরিক্ত। রাজপুতের অকপট স্বীকারোক্তি, 'প্রথমবার এরকম দক্ষ স্পিনারদের বিরুদ্ধে খেলল আমাদের ব্যাটাররা। প্রতিপক্ষ শিবিরের বড় নামের চাপও ছিল। তবে বাস্তব যাই হোক, ২০ ওভার ব্যাটিং করা উচিত ছিল। আমাদের জন্য এটা শিক্ষণীয়।'

বোর্ড সভাপতির দৌড়ে 'না' শচীনের

মুম্বই, ১১ সেপ্টেম্বর : আচমকাই জল্পনা শুরু হয়েছিল। তাঁর নাম অপ্রত্যাশিতভাবে সামনে এসেছিল। জানা গিয়েছিল, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতির পদে আসতে চাইছেন শচীন তেন্ডুলকার।

এমন খবর সামনে আসার পর আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা বাড়তি গুরুত্ব পেয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ শুরু হওয়া সেই জল্পনায় আজ নিজেই জল ঢাললেন লিটল মাস্টার। তিনি জানিয়ে দিলেন, পুরোটাই গুজব। বোর্ড সভাপতি পদে শচীন আগ্রহী বলে সম্প্রতি যে খবর সামনে এসেছিল, তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। শচীনের কথায়, 'সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানতে পেরেছি, আমি বোর্ড সভাপতির পদে আগ্রহী। বাস্তব এমন নয় একেবারেই। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি, আমি বোর্ড সভাপতির পদের দৌড়ে নেই।'

কিংবদন্তি শচীনের প্রতিক্রিয়া সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই নয়া জল্পনাও শুরু হয়ে গিয়েছে। শচীন রাজি না হলে কে সেই প্রভাবশালী ও অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ভারতীয় ক্রিকেটার, যিনি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও রজার বিনির পর বোর্ডের সভাপতি হতে পারেন। আপাতত স্পষ্ট কোনও জবাব নেই। কিন্তু সময়ের সঙ্গে হয়তো আরও নাম সামনে আসবে। ক্রিকেট পরবর্তী জীবনে শচীন

> সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানতে পেরেছি, আমি বোর্ড সভাপতির পদে আগ্রহী। বাস্তব এমন নয় একেবারেই। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি, আমি বোর্ড সভাপতির পদের দৌড়ে নেই।
>
> **শচীন তেন্ডুলকার**

কখনও বলেননি তিনি প্রশাসনে আসতে আগ্রহী। কিন্তু তারপরও যেভাবে তাঁকে বোর্ড সভাপতি পদে বসিয়ে দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছিল, তা ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে চমক সৃষ্টি করেছিল। আজ সেই চমকের অবসান হল। এখন দেখার, বোর্ডের নয়া সভাপতি কে হন।

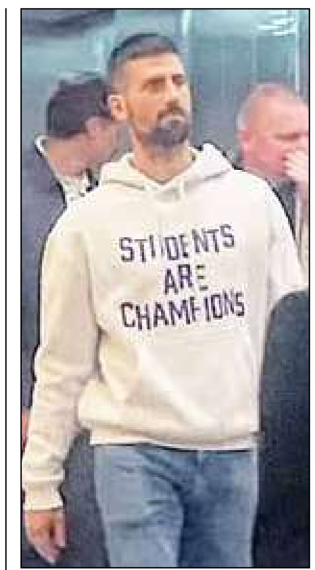

এই হুডি পরে প্রতিবাদ জানিয়ে সার্বিয়া সরকারের রোষানলে পড়েন নোভাক জকোভিচ।

দেশ ছাড়লেন জকোভিচ

এথেন্স, ১১ সেপ্টেম্বর : সার্বিয়াজুড়ে সরকারবিরোধী আন্দোলন ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নিজের পরিবার নিয়ে দেশ ছাড়লেন টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচ।

এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, ইতিমধ্যে পরিবার নিয়ে গ্রিসে চলে এসেছেন জকোভিচ। এথেন্সে একটি বাড়িও কিনেছেন তিনি। গ্রিক গোল্ডেন ভিসার জন্য আবেদন করতে চলেছেন ২৪ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী তারকা।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে সার্বিয়ার নোভি সাদ রেলস্টেশনে এক মর্মান্তিক ঘটনায় ১৬ জন প্রাণ হারান। তারপর থেকেই সার্বিয়াজুড়ে সরকারবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। সেই আন্দোলনকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছিলেন জকোভিচ। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে একটি ম্যাচ জেতার পর সেই জয় সরকারবিরোধী আন্দোলনে আহত এক ছাত্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। এমনকি বেলগ্রেডে একটি বাস্কেটবল ম্যাচ দেখতে 'স্টুডেন্টস অ্যান্ড চ্যাম্পিয়ন' লেখা টি-শার্ট পরে গিয়েছিলেন। যার ফলে সরকারের রোষানলে পড়েন জকোভিচ। যে কারণে দেশত্যাগ করেছেন এই টেনিস কিংবদন্তি।

বাগানের অনুশীলনে ফিরলেন অনিরুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু খেলতে নামার আগে স্বস্তির বাতাস মোহনবাগান শিবিরে। চোট সারিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন শুরু করে দিলেন অনিরুদ্ধ থাপা।

গোয়ার সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার পর বুধবার ফুটবলারদের ছুটি দিয়েছিলেন কোচ জোসে মোলিনা। এদিন থেকেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন বাগান কোচ। অনুশীলন শুরুর আগে ফুটবলারদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক সারেন মোলিনা। তুর্কমেনিস্তানের ক্লাব আহল এফকে-এর বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে বেশ স্বস্তিতে তিনি। পেশির অস্বস্তি কাটিয়ে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন আলবার্তো রড্রিগেজ। তবে কোমরে হালকা সমস্যা হওয়ায় এদিন বেশিক্ষণ অনুশীলন করেননি মনবীর সিং।

বৃহস্পতিবার ছিল টম অ্যালড্রেডের জন্মদিন। অনুশীলন শেষে সমর্থকদের সঙ্গে কেক কাটলেন তিনি। আপাতত বাগান শিবির রয়েছে ফুরফুরে মেজাজে। এদিকে শুক্রবার গভীর রাতে কলকাতায় আসছে আহল এফকে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লাল-হলুদের মেয়েরা শক্ত গ্রুপে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : এএফসি মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে শক্ত গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল।

এদিন এএফসির সদর দপ্তর কুয়ালালামপুরে হয়ে গেল টুর্নামেন্টের ড্র। গ্রুপ 'বি'-তে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে থাকছে ইউহান জিয়াঙ্গদা এফসি (চিন), বাম খাতুন এফসি (ইরান) ও পিএফসি নাসাফ (উজবেকিস্তান)। টুর্নামেন্ট হবে ১৭ থেকে ২৩ নভেম্বর। আইডব্লিউইএল চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল এর আগে বাছাইপর্বে গ্রুপ 'ই' থেকে শীর্ষস্থান দখল করে কিচটি এফসি, ফেনম পেনহ ক্রাউনের থেকে এগিয়ে থাকায়। গত মাসে কম্বোডিয়াতে হয় এই বাছাইপর্ব। এবার মূলপর্বের সব ম্যাচই হবে চিনে। এশিয়ার সেরা ১২ দলকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপের চার দল লিগ ফর্ম্যাটে খেলবে। গ্রুপ বি'-এর ম্যাচগুলি হবে গ্রুপেরই অন্যতম দল ইউহান জিয়াঙ্গদাতে। চিনের এই ক্লাবই গতবারের এএফসি মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ চ্যাম্পিয়ন। প্রতিটি গ্রুপের প্রথম দুই দল ও দুটি দ্বিতীয় সেরা দল নক আউট পর্যায়ে যাবে। সিঙ্গল লেগ এই কোয়ার্টার ফাইনাল আগামী বছর মার্চে অনুষ্ঠিত হবে। এরপর সেমিফাইনাল ও ফাইনাল হবে ২০ ও ২৩ মে।

ইস্টবেঙ্গলের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হল আয়োজক ক্লাব। যারা চিন মহিলা লিগের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ও গতবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ চ্যাম্পিয়ন। ইরানের বাম খাতুনও গতবারের কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট। একইভাবে নাসাফ উজবেকিস্তানের মহিলা লিগে ইতিহাস সৃষ্টিকারী ১৬ বারের চ্যাম্পিয়ন দল। এই দলটি অবশ্য ইস্টবেঙ্গলের মতোই বাছাইপর্ব থেকে এবারই প্রথম মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

> **ইস্টবেঙ্গলের গ্রুপের খেলা**
>
> **বাম খাতুন** (১৭ নভেম্বর)
>
> **ইউহান জিয়াঙ্গদা** (২০ নভেম্বর)
>
> **পিএফসি নাসাফ** (২৩ নভেম্বর)

৪২ রানের ইনিংসে হংকংকে টানলেন নিজাকত খান। বৃহস্পতিবার আবু ধাবিতে।

হংকংকে লড়াইয়ে রাখলেন নিজাকতরা

হংকং ১৪৩/৭

আবু ধাবি, ১১ সেপ্টেম্বর : আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হার থেকে শিক্ষা নিলেন হংকং ব্যাটাররা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে হংকং তুলল ১৪৩/৭। শুরুতে উইকেট তুলেও সেই চাপ ধরে রাখতে পারেনি বাংলাদেশ বোলাররা। সৌজন্যে নিজাকত খানের লড়াকু ৪২ রানের ইনিংস।

শিশির ফ্যাক্টরের কথা মাথায় রেখে টসে জিতে বিপক্ষকে ব্যাট করতে পাঠান বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। তাঁর সেই সিদ্ধান্ত ঠিক প্রমাণ করে দ্বিতীয় ওভারেই তাসকিন আহমেদ (৩৮/২) তুলে নেন অংশুমান রথকে (৪)। পঞ্চম ওভারে বাবর হায়াতকে (১৪) সাজঘরের রাস্তা দেখান তানজিম হাসান সাকিব (২১/২)। শুরুর সেই ধাক্কা সামাল দেন হংকংয়ের নিজাকত ও জিশান আলি (৩০)। তৃতীয় উইকেটে তাঁরা জোড়েন ৪১ রান। সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঝোড়ো ইনিংস খেলেন ইয়াসিম মুর্তাজা (২৮)। তাঁদের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছায় হংকং।

দুইটি করে উইকেট পেয়েছেন রিশাদ হোসেন (৩১/২), তানজিম ও তাসকিন।

দাপুটে জয়ে সুপার সিক্স শুরু ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল-৩ (নসিব, বিষ্ণু, গুইতে)
ইউনাইটেড কলকাতা-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : কলকাতা ফুটবল লিগে সুপার সিক্স পর্বের শুরুতেই স্বস্তির জয় ইস্টবেঙ্গলের। ইউনাইটেড কলকাতা এসসিকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিল লাল-হলুদ বাহিনী।

ম্যাচে শুরুর দিকটায় ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের মধ্যে তালমিলের অভাব বেশ চোখে পড়ছিল। সুযোগ তৈরি হলেও নিজেদেরই ভুলে বক্সের আশেপাশে বারবার বলের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিলেন ডেভিড লালহানসাঙ্গা, আমন সিকেরা। এরই মধ্যে ২৯ মিনিটে ইউনাইটেড কলকাতাকে এগিয়ে দিতে পারতেন সমীর বায়েন। বিপক্ষ গোলরক্ষককে একা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন তিনি। এক্ষেত্রে যদিও লাল-হলুদ গোলরক্ষক গৌরব সাউয়ের প্রশংসা প্রাপ্য।

এরপর থেকেই দাপট দেখাতে শুরু করে বিনো জর্জের ইস্টবেঙ্গল। ৩৭ মিনিটে ডেভিডের থেকে বক্সে বল পেয়েও লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হন পিভি বিষ্ণু। পরের মিনিটে সেই বিষ্ণুই বল ভাসান শ্যামল বেসরাকে লক্ষ্য করে। তবে শ্যামল সেই বলের নাগালই পেলেন না। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে অবশেষে গোলমুখ খোলেন নসিব রহমান। আমন সিকের সেন্টার মাথা দিয়ে নামিয়ে গোলে বল ঠেলে দেন নসিব।

ম্যাচের শুরু থেকে খানিক ফ্যাকাশে লাগছিল ডেভিড ও শ্যামলকে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তাঁদের তুলে ভানলালপেকা গুইতে ও মনোতোষ মাঝিকে নামাতেই আরও আগ্রাসী দেখাল ইস্টবেঙ্গলকে। ৪৮ মিনিটে প্রায় ২৫ গজ দূরে ফ্রি কিক পায় ইস্টবেঙ্গল। সেখান থেকে বাঁ পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে লক্ষ্যভেদ করেন বিষ্ণু। ৫১ মিনিটে ইউনাইটেড গোলরক্ষককে পিছনে ফেলে গোল লক্ষ্য করে বল ঠেলে দিয়েছিলেন মনোতোষ। তবে গোললাইনের ঠিক আগে থেকে ওই বল বিপন্মুক্ত করেন ইউনাইটেড কলকাতার শুভ বিশ্বাস। ৬৯ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের তৃতীয় গোলটি করেন গুইতে। বিক্রম প্রধানের পাস বিপক্ষ ফুটবলারের পায়ে লেগে তাঁর কাছে চলে আসে। বক্সের মধ্যে থেকে গুইতের শট ক্রসবার ছুঁয়ে জালে জড়িয়ে যায়। শেষ কয়েক মিনিটে লাল-হলুদ রক্ষণে চাপ তৈরির চেষ্টা করলেও ম্যাচে কোনও ফারাক গড়তে পারেনি ইউনাইটেড কলকাতা।

শিনগার্ডে বাবার ছবি দেখাচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলের ভানলালপেকা গুইতে।

এদিন সুপার সিক্সের অন্য ম্যাচে সুরুচি সংঘকে ৪-০ গোলে হারাল ডায়মন্ড হারবার এফসি। এই ডায়মন্ডের বিরুদ্ধে লিগে পরের ম্যাচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল। মুখোমুখি সাক্ষাতের আগে প্রতিপক্ষকে খোঁচা দিয়েই লাল-হলুদ কোচ বিনোর মন্তব্য, 'গতবার সুপার সিক্সে ডায়মন্ড হারবার আমাদের বিরুদ্ধে ম্যাচই খেলেনি। সেজন্য এখনও ট্রফি হাতে পাইনি আমরা। আশা করছি এবার ওরা পূর্ণশক্তির দল নিয়েই মাঠে নামবে।'

ইস্টবেঙ্গল : গৌরব, জোসেফ, প্রভাত, চাকু, বিক্রম, নসিব, তন্ময় (সঞ্জয়), শ্যামল (মনোতোষ), আমন (জেসিন), ডেভিড (গুইতে), বিষ্ণু (এডমুন্ড)।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

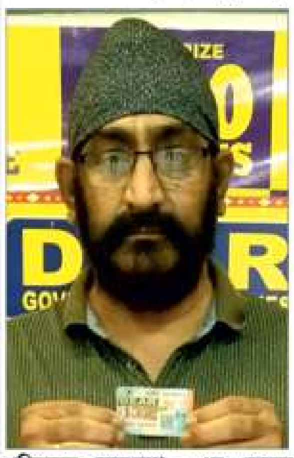

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা নরেন্দ্র পাল সিং - কে 15.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 65G 16540 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবনে আমি অনেক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলাম এবং এক পর্যায় আমি প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ঠিক সেই সময়েই ডিয়ার লটারি আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। এক কোটি টাকা জেতা শুধু আমার আর্থিক অবস্থাই বদলায়নি, বরং ভবিষ্যতে যে কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উত্তরের খেলা

নরেন্দ্র কাপ শুরু

বালুরঘাট, ১১ সেপ্টেম্বর : নরেন্দ্র কাপ ফুটবল বৃহস্পতিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে তপনের বিরসা মুন্ডা একাদশ ৫-০ গোলে গঙ্গারামপুর বিবেক একাদশ ফুটবল দলকে হারিয়েছে। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে ম্যাচের সেরা স্বপন মিঞ্জি জোড়া গোল করেন। তপনের বাকি গোলগুলি সাবিন লাকড়া, সুরজিৎ ওরাওঁ ও সৈকত হরোর।

একই মাঠে অন্য ম্যাচে ঋষি অরবিন্দ বালুরঘাট ৫-১ গোলে ভগৎ সিং হরিরামপুরের বিরুদ্ধে জয় পায়। হ্যাটট্রিক করেন ম্যাচের সেরা অজয় ওরাওঁ। অরবিন্দর বাকি দুই গোল বাপি সোরেন ও মাসুম সোরেনের। হরিরামপুরের গোলস্কোরার মতিলাল মুর্মু। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কুমারগঞ্জ ২-০ গোলে বিআর আম্বেদকার কুশমণ্ডিকে হারিয়েছে। গোল করেন বিভাস হেমব্রম ও ম্যাচের সেরা তপন মুর্মু।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বালাবন মর্নিং স্টার ক্লাব। ছবি : সৌরভ রায়

খেতাব মর্নিং স্টারের

কুশমণ্ডি, ১২ সেপ্টেম্বর : মৌলাই ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কালিয়াগঞ্জের বালাবন মর্নিং স্টার ক্লাব। ফাইনালে তারা ২-০ গোলে জয় পেয়েছে মালদার হরিতলা পবিত্র একাদশের বিরুদ্ধে। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে ট্রফি সহ আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

প্রীতি সংঘের ড্র

হলদিবাড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : পাঠান পাড়া পল্লি যুব সংঘের ছত্রধর রায় বসুনিয়া ও বাণী রায়বসুনিয়া ট্রফি জুনিয়ার ফুটবলে বৃহস্পতিবার নয়া সড়ক ব্যবসায়ী সমিতি ও ফিরিঙ্গিরডাঙ্গা প্রীতি সংঘের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। শুক্রবার খেলবে উত্তর পাঠানপাড়া জুনিয়ার ও ভারতীয় যুব সংঘ জ্ঞানদাস।

জয়ী সিধু কানু, ইটাহার

রায়গঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : নরেন্দ্র কাপ ফুটবল বৃহস্পতিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে হেমতাবাদ ঠাকুরবাড়ি সিধু কানু ক্লাব ১-০ গোলে ক্ষুদিরাম সংঘকে হারিয়েছে। ইটাহার ফুটবল দল ২-০ গোলে লক্ষনীয়া শান্তি ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। কালিয়াগঞ্জ সিধুকানু একাদশ ১-০ গোলে করণদিঘির খুকরা আদিবাসী যুব কল্যাণ সংঘকে হারিয়েছে। করণদিঘির সিধু কানু মার্শাল ক্লাব ২-১ গোলে হেমতাবাদের যাতাপুর মিলন সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়।

ফাইনালে ফিনিক্স

লাটাগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : সবুজ সাথী ক্লাব ও উড়িয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির ৮ দলীয় নক আউট ফুটবলের ফাইনালে উঠল বাতাবাড়ি ফিনিক্স। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ১-০ গোলে সোনগাছি চা বাগানকে হারিয়েছে। একমাত্র গোলটি করেন সাজিদ আখতার।

চ্যাম্পিয়ন মহমেডান

রায়গঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : নজরুল স্মৃতি সংঘের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল লক্ষনীয়া মহমেডান দল। লক্ষনীয়া হাজিপাড়া মাঠে বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে কেআইএম টেকনোলজি দলকে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ১০ হাজার টাকা।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে লক্ষনীয়া মহমেডান দল। ছবি : রাহুল দেব

কর্মশালা শুরু কাল

জলপাইগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : সিএবি-র পরিচালনায় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এবং সংস্থার কার্যনির্বাহী সভাপতি গৌতম দাসের উদ্যোগে দুইদিনের আম্পায়ারদের কর্মশালা শনিবার শুরু হবে। সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল জানিয়েছেন, কোচবিহার, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির প্রায় ৬০ জন আম্পায়ার এই কর্মশালায় অংশ নেবেন।